ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ৯ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ১৮ যিলহজ্জ ১৪৩২ হিজরি | ১৫ নবুয়ত, ১৩৯০ হি. শা. | ১৫ নভেম্বর, ২০১১ ঈসাব্দ

আফ্রিকার বেনিনে অবস্থিত আহমদীয়া মসজিদ
‘বায়তুত্ তওহীদ’

Ahmadiyya Mosque- **'Baitut Tauheed'**
Cotonou, Benin, Africa

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.

Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon Since 1985
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

এর শেষ কোথায় ?

বহু মুসলিম দেশের জনগণ ইসলামকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে: তারা খোদার ইচ্ছার (Will of God) জন্য এবং ইসলামের পবিত্র পয়গম্বর (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। তথাপি গোটা দৃশ্যটির মধ্যে এমন একটা কিছু রয়ে গেছে, যার জন্য তারা বিভ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ এবং দারুনভাবে অস্থির। যে অবস্থাটা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর প্রতি তাদের ভালবাসা সত্ত্বেও, অতীতের সরকারগুলোর আমলে বহু রক্তাক্ত ঘটনার স্মৃতিকে জাগরূক করে দেয়। যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছিল হয় মোল্লাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণে, নয় তো মোল্লাদেরকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করার কারণে। মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থাটা হচ্ছে, তারা পরস্পর বিভক্ত এবং দ্বিধান্বিত। অনেকে আছেন যাঁরা মোল্লাদেরকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে পারেন না, বরং তাদের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। তাঁরা, অবশ্য মনে মনে এই আশাই পোষণ করেন যে নির্বাচনের সময়ে মোল্লারা নয়, তাঁরাই নির্বাচিত হবেন, এবং তাঁরাই হবেন শরীয়ারও নির্বাচিত শক্তিশালী চ্যাম্পিয়ান। তাঁদেরকেই জনসাধারণ শরীয়া'র অভিভাবক হিসেবে মোল্লাদের চাইতে অধিক পছন্দ করবে। তাঁদের হাতেই জীবন সহজতর হবে, বাস্তবমুখী হবে; যা সম্ভব হবে না 'বেহেশ্‌তের হেফাযতকারীদের' কঠোর ও আপোষহীন নিয়ন্ত্রণের অধীনে। কিন্তু এটা যে একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা তা ঠিকই অনুধাবন করেন সত্যিকারের সৎ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদরা। আফসোস যে, তাঁরা দ্রুত সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছেন। রাজনীতি ও প্রতারণার সঙ্গে সত্য ও সাধুতা, এবং অন্য কোন মহৎ গুণ, মনে হয়, হাতে হাত দিয়ে চলতে পারে না। বুদ্ধিজীবীরা মোটামুটিভাবে গণতন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত। তাঁরা ইসলামকে ভালবাসেন, কিন্তু তাঁরা ধর্মতান্ত্রিক শাসনকেও ভয় পান। তাঁরা গণতন্ত্রকে ইসলামের বিকল্প হিসেবে মনে করেন না বটে, কিন্তু তাঁরা সত্যিসত্যি এটাও বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে গণতন্ত্রকেই পেশ করেছে স্বয়ং পবিত্র কুরআন:

"এবং যারা নিজেদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নামায কায়েম করে, এবং তাদের কাজ তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, এবং আমরা তাদেরকে যা রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।" (আশ্ শূরা-৪২ : ৩৯)

"এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর; অত:পর যখন তুমি সংকল্প কর, তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন।" (আলে ইমরান-৩ : ১৬০)

[হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) প্রণীত বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান পুস্তক থেকে উদ্ধৃত]

কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের দেশের সরকার তথা প্রশাসনিক কর্মকর্তারা পবিত্র কুরআনের অমোঘ এই বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে স্বীয় দায়িত্ব পালনে তৎপর হবেন কি? কেননা, টাঙ্গাইল জিলার ঘাটাইল উপজেলাধীন চাঁনতারা গ্রামের অসহায় ও নীরিহ আহমদীরা দীর্ঘদিন থেকে প্রশাসনিক উদাসিনতার শিকারে পরিণত হয়ে তাদের নাগরিক তথা মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত অবস্থায় কালাতিপাত করছেন।

আমরা রাষ্ট্রের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অতিসত্তর এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকার কামনা করছি। সেই সাথে মহান আল্লাহ্ তাআলার সমীপে দোয়া করছি তিনি চাঁনতারা গ্রামের নির্যাতিত ভাইবোনদের ধৈর্যধারনের তৌফিক দান করুন আর নির্যাতনকারীদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করুন, আমীন।

mPxc Î

১৫ নভেম্বর ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
৪ নভেম্বর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
২৮ অক্টোবর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১১
হযরত সোলায়মান (আ.) মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন	১৫
হযরত আলী (রা.) মূল: ফজল আহমদ, ইউকে ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ	১৯
ধর্মীয় সন্ত্রাস ইসলামে নাই মৌ. এনামুল হক রনী	২৩
প্রাকৃতিক উপায়ে মৎস্য সংরক্ষণ মাহমুদ আহমদ সুমন	২৫
প্রেস রিলিজ	২৬
সংবাদ	৩০
সত্যের সন্ধানে	৩৪
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৫
এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানসূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۸۴﴾

৮৪। সে (অর্থাৎ ইয়াকুব) বললো, 'বরং এটিকে সুন্দর রূপে উপস্থাপন করতে তোমাদের মন তোমাদের প্রতারিত করেছে। সুতরাং (এখন) উত্তম ধৈর্য (ধরাই আমার জন্য শ্রেয়)। হয়তো আল্লাহ্ তাদের সবাইকে[১৪০২] আমার কাছে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।'

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿۸۵﴾

৮৫। আর সে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললো, 'হায় আমার ইউসুফ!' তখন দুঃখে তার চোখ ছল ছল[১৪০৩] করে উঠলো। কিন্তু সে (তার দুঃখ) চেপে রাখলো।

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬। তারা বললো, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি অসুখে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত বা মরে[১৪০৪] না যাওয়া পর্যন্ত ইউসুফের কথা বলতেই থাকবে।'

قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۷﴾

৮৭। সে বললো, 'আমি আমার বিপন্ন অবস্থা ও মনোবেদনা কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই নিবেদন করি। আর আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমি সেই জ্ঞান রাখি, যে জ্ঞান তোমরা রাখ না[১৪০৪-ক]।

১৪০২। 'হয়তো আল্লাহ্ তাদের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন' ইয়াকুব (আ.) তাঁর এই বাক্য দ্বারা ইউসুফ, বেনজামিন এবং ইহূদাকে বুঝিয়েছেন।

১৪০৩। বাইয়াযাস্ সাকায়া'আ অর্থ সে পানি অথবা দুধ দ্বারা চামড়ার থলে পূর্ণ করেছিল। 'ইব্‌ইয়ায্‌য়াত আইনাহু' তখন ব্যবহার হয় যখন কোন ব্যক্তির অতি দুঃখ-কষ্ট বা ব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে। সুতরাং উক্ত আয়াত ব্যক্ত করেছে যে দুঃখ-কষ্টে ইয়াকুব (আ.)-এর নিকট দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হলো এবং চক্ষু-সজল হয়ে উঠলো (লেইন, রাযী, বিহার)।

১৪০৪। 'হারাযা' অর্থ সে রোগে বা অতিরিক্ত আসক্তিতে দুর্বল হয়ে গেল, নিজের অবস্থাকে নষ্ট করেছিল, দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তার শরীর এত দুর্বল ও কৃশ হয়ে গেল যে সে নড়াচড়ার উপযুক্ত রইলো না বা মরণাপন্ন হলো (লেইন)।

১৪০৪-ক। এথেকে বুঝা যায় হযরত ইয়াকুব (আ.) আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন যে ইউসুফ, ইহূদা এবং বেনজামিন জীবিত আছে।

হাদীস শরীফ

পবিত্র ও উত্তম বস্তু থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার নির্দেশ

❑ কুরআন :

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু থেকে যা তোমরা উপার্জন কর এবং তা হতেও যা আমরা তোমাদের জমি হতে উৎপন্ন করি। এবং তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তুর সংকল্প করো না যা তোমরা খরচ কর বটে, কিন্তু তোমরা স্বয়ং চক্ষু বন্ধ না করে আদৌ তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ স্বয়ং সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য।"

(২ : ২৬৮)

"তোমাদের মধ্যে কেউ সত্যিকার ঈমানদার বান্দা হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্যও তা পছন্দ করে।"

❑ হাদীস :

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, **তোমাদের মধ্যে কেউ সত্যিকার ঈমানদার বান্দা হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্যও তা পছন্দ করে।** (বুখারী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, **যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে কোন জিনিষের এক জোড়া খরচ করে, তাকে বেহেশ্‌তের দ্বার সমূহ হতে ডাক দেয়া হবে এবং বেহেশ্‌তের অনেক দরজা আছে।**

(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেন, **"অনেক লোক এরূপ আছে যে, বাসি পঁচা পুরান রুটি যা কোন কাজে আসতে পারে না ভিখারীকে দিয়ে দেয় এবং মনে করে যে, সে খয়রাত করেছে। এরূপ কার্যকলাপে আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এরূপ দান খয়রাত মকবুল বা গৃহীত নয়। আল্লাহ্‌ বলেন, 'হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন' অর্থ্যাৎ 'কোন নেকী বা পুণ্য হতে পারে না যে পর্যন্ত আপন প্রিয় মাল বা প্রিয় জিনিষ আল্লাহ্‌র পথে, তাঁর ধর্মের প্রচার এবং তাঁর সৃষ্ট জীবগণের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ তোমরা খরচ না কর'।"** (মলফুযাত, ৮ম খন্ড)

অমৃতবাণী

খোদা তাআলার সাহায্যেই খোদা তাআলাকে লাভ করা যায়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার নাম পরাক্রমশালী। তিনি স্বীয় সম্মান কাউকেও দেন না; কেবল তাদেরকেই দেন যাঁরা তাঁর ভালবাসায় নিজেদেরকে (সত্তাকে) হারিয়ে ফেলে। খোদার এক নাম যাহের। যারা তাঁর তৌহীদ ও এক-অদ্বিতীয় গুণের প্রকাশস্থল এবং যারা তাঁর প্রেমে বিলীন হয়ে যায় তারা তাঁর গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এদের ব্যতীত তিনি অন্য কারও নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন না। স্বীয় জ্যোতি: হতে তিনি তাদেরকে জ্যোতি: দান করেন। স্বীয় জ্ঞান হতে তিনি তাদেরকে জ্ঞান দান করেন। তখন তারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও ভালবাসা দ্বারা সেই নি:সঙ্গ বন্ধুর উপসনা করে এবং তার সন্তুষ্টি এইভাবে চায় যেভাবে তিনি নিজেই চাহেন।

মানুষ খোদার উপসনার দাবী করে। কিন্তু কোন্ উপাসনা। কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকু ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয়? অথবা যারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে, তাদেরকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যেতে পারে? বরং উপাসনা তার দ্বারা হতে পারে যাকে খোদার ভালবাসা এই পর্যায়ে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে যে, তার নিজের সত্তা মধ্য হতে উঠে যায়। প্রথমত: খোদার অস্তিত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। অত:পর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হবে যেন প্রেমের বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে চেহারায় বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকতে হবে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁর সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তাঁর বিরহ বেদনায় কাতরতার স্বাদ লাভ করতে হবে। তাঁর সাথে একান্তে স্বস্থি লাভ করতে হবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাবে না। যদি অবস্থা এরূপ হয়ে যায় তবে এর নাম উপাসনা। কিন্তু খোদা তাআলার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই জন্য খোদা তাআলা এই দোয়া শিখিয়েছেন : **ইয়াকানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন** অর্থাৎ আমরা তোমার উপসানা তো করি। কিন্তু তোমার পক্ষ হতে বিশেষ সাহায্য না পেলে আমরা কখনো উপাসনার হক্ আদায় করতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত প্রেমিক সাব্যস্ত করে তাঁর উপাসনা করাই **'বেলায়েত'** (বন্ধুত্ব)। এরপর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু তাঁর সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। এটা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্তর তাঁর উপর ভরসা করবে, তাঁকে পছন্দ করবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁর স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করবে। যদি ইব্রাহীমের ন্যায় নিজের হাতে নিজ প্রিয় পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার জন্য ইঙ্গিত হয় তবে এইরূপ কঠোর আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হতে হবে যাতে তাঁর আনুগত্যে কোন ফাঁক না থাকে। এটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দরজা এবং এই শরবতটি অত্যন্ত তিক্ত শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং শরবত পান করে। ব্যভিচার হতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নয় এবং কাউকেও অন্যায় ভাবে হত্যা না করা বড় কাজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নয়। **কিন্তু সব কিছুর উপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর জন্য খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করা বরং নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐ মর্যাদা, যা সিদ্দীকগণ (সত্যবাদী) ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। এটা সেই ইবাদত যা সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি এই ইবাদত সম্পাদন করে তার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হতেও একটি কর্ম সম্পাদিত হয়। এর নাম পুরস্কার।** (হাকীকাতুল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ৪৪-৪৫ পৃ: থেকে উদ্ধৃত)

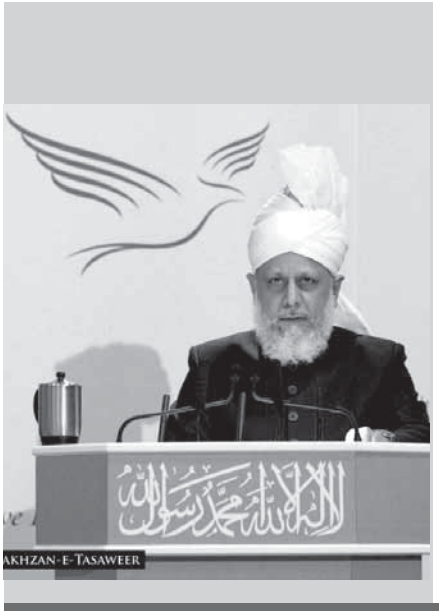

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৪ নভেম্বর ২০১১-এর (৪ নবুয়ত, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ آمِيْن

(বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন, **'মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই এ অধমকে প্রেরণ করা হয়েছে যে, এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত সকল ধর্মের মধ্যে কেবল সেটি-ই আল্লাহ্-মনোনীত সত্যধর্ম যা পবিত্র কুরআন এনেছে আর মুক্তিনিকেতনে প্রবেশের চাবী হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'।**

অতএব এ যুগে পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষা জগতময় প্রচার এবং কুরআনের শিক্ষাকে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কাছে তার নিজস্ব ভাষায় পৌঁছানোর দায়িত্ব খোদার যে বীরপুরুষের উপর ন্যাস্ত ছিল, তিনি হলেন কুরআন প্রেমিক ও মহানবী (সা.)-এর দাস হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি আল্লাহ্‌র সেই বীর, যাঁর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'র পতাকা পৃথিবীতে উড্ডীন করে পথহারা মানুষকে মুক্তির পথের দিশা দেবার কথা । আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ তাঁর সাহিত্য ও পুস্তকাদি এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এ কথার সাক্ষ্য যে, তিনি তাঁর প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। সে যুগে, যখন তাঁর কাছে জাগতিক কোন উপকরণও ছিলো না, তখন এত বড় কাজ সম্পাদন করা সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। কিন্তু খোদা তা'লার প্রেরিতরা যেহেতু সম্পুর্ণরূপে আল্লাহ্‌তেই নির্ভর করেন তাই তিনি (আ.) তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনরূপ জাগতিক উপকরণের উপর নীর্ভর করেন নি, বরং প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ্‌র কাছে চেয়েছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আল্লাহ্‌রআল্লাহ্‌রআল্লাহ্‌রতাঁকে সাহায্য করেছেন। অবশ্য খোদাতালাই যেহেতু জাগতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টারও নির্দেশ দিয়েছেন, তদনুযায়ী তিনি (আ.) তাঁর নিকটজন ও অনুসারীদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্যাগে উদ্বদ্ধ করেছেন আর আর্থিক কুরবানীও এর অন্তর্গত ছিল কিন্তু কখনো তিনি কারো উপর নির্ভর করেন নি।

আদিকাল থেকে আল্লাহ্‌র মনোনীতগণ ও নবীদের এই রীতিই চলে এসেছে, অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁরা বিভিন্ন কুরবানীরও তাহরীক করতেন, তিনি (আ.)-ও তাহরীক করেছেন তবে সর্বদা একথাই বলেছেন, আমি সে খোদার ওপরই নীর্ভর করি যিনি স্বয়ং আমার প্রতি ন্যস্ত এ মহান কাজ সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । অতএব উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত একটি গন্ডগ্রামে বসবাসকারী এক ব্যক্তির এই ঘোষণা যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রসার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব মানব হৃদয়ে প্রোথিত করার দায়িত্ব খোদা আমার প্রতি ন্যস্ত করেছেন, কোন সাধারণ ঘোষণা ছিল না। এরপর জগদ্বাসী দেখেছে, এ বাণী সেই গ্রামের গন্ডি পেরিয়ে কেবল ভারত বর্ষের বড় বড় শহর এবং প্রান্তে প্রান্তেই পৌঁছায়নি বরং ইউরোপ ও আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আরম্ভ হয়। ইসলাম বিরোধী বড় বড় পাদ্রী অথবা অপরাপর ধর্মের নেতারা যারা নিজেদেরকে শক্তিশালী ও বিত্তবান মনে করতো, তারা যখন তাঁর (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো এবং তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করলো– তখন হয় তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে অথবা ঐশী তকদীর তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ইসলাম বিরোধীদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার এ দৃশ্য কেবল ভারতবর্ষের লোকেরাই দেখেনি বরং ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষও দেখেছে। কিন্তু পরিতাপ সেসব মুসলমান আলেম ও পীরদের জন্য– এ সকল দৃষ্টান্ত দেখেও তাদের চোখ খুলেনি বরং তারা আরো বেশী বিরোধিতা আরম্ভ করে, তবে খোদার তকদীরের মোকাবেলা করার সাধ্য কার?

আপনপর সকলের এই বিরোধিতা ও শত্রুতা চলছিলই এবং এখনো চলছে যা ফসল ও গাছ-পালার জন্য সার ও পানির কাজ করে। আজ পর্যন্ত আমরা এমন দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করছি। যখনই কোথাও কোন ভাবে জামাতের অগ্রগতি ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়েছে তখনই এক নতুন মহিমায় খোদার সিংহের সেই জামাত তাঁর অনুগ্রহে ভূষিত হয়ে উন্নতির নিত্য নতুন সোপান অতিক্রম করেছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সর্বদা জামাতের সাথে থাকার কারণ হচ্ছে, জামাত সর্বদা সেই উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখেছে যে লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। জামাতের সদস্যরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশকে সামনে রেখেছে যা তিনি আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকায় লিখেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে বসবাসরত মানুষ তা ইউরোপে হোক বা এশিয়ায়, যেখানেই হোক না কেন, খোদাতালা যারা সৎ প্রকৃতির অধিকারী তাদের সকলকে তৌহিদের প্রতি আকৃষ্ট করতে চান এবং নিজ বান্দাদের একমাত্র ধর্মে (ইসলামে) একত্রিত করতে চান।

আল্লাহ্‌র এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। কাজেই তোমরা সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য কাজে লেগে যাও তবে নম্রতা, চারিত্রিক গুণাবলী এবং দোয়ার উপর জোর দেয়ার মাধ্যমে'।

অতএব জগদ্বাসীকে অদ্বীতিয় খোদার ধর্মে একত্রিত করে একত্ত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং পবিত্র কুরআনের অনুশাসন ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করা এর শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া আর পবিত্র স্বভাবী লোকদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করা– সেই মহান ও গুরুদায়িত্ব যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর (মৃত্যুর) পর জামাতের কাধে ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধন এবং ত্যাগ ও দোয়া ছাড়া এ কাজ করা সম্ভব নয়। আমরা যতদিন এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখবো উন্নতি দেখবো– কেননা আল্লাহ্ তা'লা এটি জামাতের জন্য অবধারিত রেখেছেন। এটিই জামাতের সৌন্দর্য ও মহিমা, আজ পর্যন্ত জামাত এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছে। নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং এর জন্য ত্যাগও স্বীকার করে চলেছে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যদি দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে তাহলে আল্লাহ্ চাহেনতো আমরা অগ্রগতির দৃশ্য অবলোকন করতে থাকবো।

যখনই এই উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নের জন্য জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র কৃপায় জামাত সর্বদা 'আমরা উপস্থিত' বলে সাড়া দিয়েছে। আর জামাত এবং ইসলামের উন্নতির জন্য পূর্বের তুলনায় অধিক দোয়ায় রত হয়েছে এবং অন্যান্য ত্যাগেও ব্রতী হয়েছে। সম্প্রতী আমি যখন নফল রোযা ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করি তারপর থেকে আমি যে সকল চিঠিপত্র পাচ্ছি তাথেকে মনে হচ্ছে, গভীর আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে জামাত এডাকে সাড়া দিয়েছে। প্রত্যেকে দোয়ায় রত হয়েছে। কেবল পাকিস্তানীরাই নয়, আফ্রিকা , ইউরোপে ও আমেরিকার মানুষ যারা পাকিস্তানী বংশভূত নয়, তাঁরাও দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। তাঁরা পাকিস্তানী ভাইদের জন্য, প্রত্যেক সেই আহমদীর জন্য, যে কোন না কোন ভাবে কষ্টে নিপতিত অথবা যাকে কষ্টে ফেলা হয়েছে– তার জন্য দোয়ায় নিমগ্ন রয়েছে। আর্থিক কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আর্থিক কুরবানীতে এগিয়ে এসেছে। ধর্মের খাতিরে ত্যাগের এরা এমন এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে যা দেখে অবাক হতে হয়। বর্তমান সময় ইসলাম প্রচারের জন্য প্রচুর বই পুস্তক ছাপানো প্রয়োজন। মুবাল্লেগ প্রশিক্ষণ , মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণ এবং বর্তমান গতিশীলতার যুগে যে সকল প্রচার মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে এসবের জন্য প্রচুর আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন।

আজকাল শুধুমাত্র এমটিএ-ই তবলীগের এক বিশাল মাধ্যমে পরিণত হয়েছে যা এখন চারটি ভিন্ন-ভিন্ন ভূ-উপগ্রহকে ব্যবহার করছে। এরফলে আজ পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত নেই যেখানে আহমদীয়াত ও সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌঁছাচ্ছে না । এবং সাত আটটি প্রধান ভাষায় এ সংবাদ পৌঁছানো হচ্ছে। কাজেই এটি তবলীগের তথা ইসলামের বাণী প্রচার ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য সাধনের অনেক বড় একটা মাধ্যম। আর এ জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন পড়ে থাকে যা জামাত সদা ক্রমবর্ধমান আন্তরিকতার সাথে করে থাকে।

আজ আমি প্রচলিত রীতি অনুসারে তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিব। যখন আহমদী বিরোধীরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক আনীত বাণীকে ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন করার ঘোষণা দিয়েছিল তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন এর প্রত্যুত্তরে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এই বাণীকে পৌঁছানোর মানসে আর্থিক কুরবানীর জন্য উদ্বুদ্ধ করেন তখন এতে স্বতঃস্ফূর্ত-সাড়া দেওয়ার এক অসাধারণ দৃশ্য জগদ্বাসী অবলোকন করেছে। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আজ আমরা পৃথিবীর দু'শ দেশে বিদ্যমান আছি আর যেভাবে আমি বলেছি, শুধুমাত্র এমটিএ'র কল্যাণেই আজ পৃথিবীতে এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, খিলাফতের ছত্রচ্ছায়ায় তাঁর উদ্দেশ্যকে সফল করার নিমিত্তে জামাত ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে। হায়! সেসব মুসলমান, যারা নবী-প্রেমের দাবী করে তারা যদি এই ঐশী পরিকল্পনাকে বুঝতো আর তৌহিদ প্রতিষ্ঠা, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা জগতময় প্রসার এবং মহানবী (সা.)-এর অনুশাসন বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌র এই বীর পুরুষের সাথে যুক্ত হয়ে কাজে নিয়োজিত হতো তাহলে দেখতে পেতো! তাদের হারিয়ে যাওয়া সম্মান পুনরায় কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কিভাবে বড় বড় পরাশক্তিগুলো তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করছে। তারা দেখতো,তখন কোন হতভাগা কার্টুনিষ্ট এবং পত্রিকার সম্পাদক বা যে-ই হোক না কেন সে মহানবী (সা.) সম্পর্কে কোন প্রকার অপালাপ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে না। কয়েক দিন হলো, ফান্সে আবার একটি পত্রিকা ন্যাক্যারজনক আচরণ করেছে এরফলে আমদের হৃদয় ক্ষত-ক্ষিত হয়েছে। আমি ফান্সের জামাতকে বলেছি, আইনের গন্ডিতে থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন, এদেরকে বুঝান। জনগণকে সচেতন করুন, এ ধরনের কর্মকান্ডে খোদা তা'লার ক্রোধ বা শাস্তি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লার অসন্তোষ ও ক্রোধকে ভয় কর। বর্তমানে পৃথিবী এমনিতেই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কোথাও দৈব দুর্বিপাক, কোথাও অর্থনৈতিক বিপর্যয় বেড়ে চলেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে খোদাকে ভুলে যাওয়া। তাঁর প্রিয়দের সম্পর্কে কদর্য ও অশালীন কথাবার্তা বলা হয়, হাসি-বিদ্রুপ করা হয়। বস্তুতঃ খোদার আত্মভিমানকে এরা চ্যেলেঞ্জ করছে। জগদ্বাসীর হৃদয়ে খোদাভীতি সঞ্চারের প্রয়োজন আর আজ আহমদীরাই এ কাজ করছে। এখন মুসলমানরা যদি এই মর্মবাণী অনুধাবনে সক্ষম হয় তাহলে যেখানে তাদের ইহ ও পরকাল সুনিশ্চিত হবে আর আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার লাভ করবে সেখানে নিয়ামতের উত্তরাধিকারী গণ্য হবে। হায়! যদি তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হতো।

মোটকথা, আমি যেভাবে বলেছি, যখন মুসলমানদের একটা দল আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য হাকডাক দিচ্ছিল তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামকে জগতময় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি বিশেষ তাহরীকের ঘোষণা দেন। এতে জামাতের শিশু, নারী, পুরুষ সব সদস্যরা সাড়া দেয়। আর লাব্বায়েক বা আমি উপস্থিত বলে কুরবানীর এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আর আজ আমরা সমগ্র জগতে তাহরীকে জাদীদের ফল দেখতে পাচ্ছি। বরং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এসকল কুরবানীর ফলশ্রুতিতেই জগতব্যাপী আহমদীয়াতের ফলবতী বৃক্ষ অর্থাৎ ফলে সুশোভিত বৃক্ষ দেখছি ।

জামাতের সদস্যরা যেখানে আবশ্যকীয় চাঁদা ও অন্যান্য খাত সমূহের অধীনে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করছেন, সেখানে তাহরীকে জাদীদ খাতেও তাদের কুরবানী অসাধারণ। বর্তমান পৃথিবী যেখানে অর্থনৈতিক মন্দায় বিপর্যস্ত, সেখানে আহমদীরা যে ত্যাগ স্বীকার করছে তাতে হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় আপ্লুত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ বাণী স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়, 'জামাতের নিষ্ঠা, ভালবাসা ও ঈমানী উদ্দীপনা দেখে স্বয়ং

আমরা আশ্চর্য ও বিস্মিত হই'।

অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে এটিও বলে দেই, এখনো বোঝা যাচ্ছে না যে এটি কোথায় গিয়ে ঠেকবে এবং কত ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। তাই আহমদীদের সর্বদা কিছু দিনের খোরাক অবশ্যই ঘরে মওজুদ রাখা উচিত। দরিদ্র দেশসমূহের এসব পরিস্থিতি সামাল দেয়ার অভ্যাস আছে এবং তাঁরা কিছু না কিছু খাবার রেখেও থাকে। কিন্তু এসব (উন্নত বিশ্বে) দেশের সে অভ্যাস নেই। এজন্য তাঁরা জানেই না মন্দা কি জিনিষ। এরা সর্বশেষ অর্থনৈতিক সংকট দেখেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, এরপর আর দেখেনি। এজন্য তাদের নতুন প্রজন্ম ধারণাই করতে পারে না যে, কি ঘটতে পারে? কিন্তু কোনভাবে আতঙ্কগ্রস্থ হবার প্রয়োজন নেই। সাবধানতা হিসেবে আহমদীদের যতদূর সম্ভব কিছু না কিছু শুকনো খাবার অবশ্যই ঘরে রাখা প্রয়োজন। আর এ দোয়া করা প্রয়োজন, আল্লাহ্ তা'লা যেন জগদ্বাসীকে সৃষ্টিকর্তাকে চেনার এবং খোদা তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার সৌভাগ্য দান করেন। আল্লাহ্ করুন যেন এমনই হয়।

এখন আমি পুনরায় জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠা-আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা প্রসঙ্গে আসছি এবং তাদের অর্থিক কুরবানী সম্পর্কে কিছু বলব। যা থেকে বুঝা যায়, পৃথিবীর সকল প্রান্তে জামাতের সদস্যরা বিভিন্ন প্রকার অর্থিক কুরবানী প্রদানে কতটুকু নিষ্ঠা ও অন্তরিকতা প্রদর্শন করছেন এবং ঈমানে উন্নতির জন্য কীভাবে তাঁরা ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত। যদিও যারা জামাতকে নিশ্চিহ্ন করার বুলি আওড়াতো আজ কোথাও তাদেরকে দেখা যায় না। কিন্তু তাদের চ্যালা-চামুন্ডা এবং সমপ্রকৃতির লোকেরা দেখে নিক, মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে অসচ্ছলতা সত্ত্বেও কীভাবে ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

আইভরিকোষ্টের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেছেন, আমাদের এক বন্ধু আলিডু দরাগু সাহেব ২০০৯ সালের শেষদিকে বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আতের প্রথম দিন থেকেই নিজের আয়ের হিসেব করে নিয়মিত চাঁদা দিতে শুরু করেন। এ সময় তিনি চাঁদার অগণিত কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেন। একদিন তিনি জামাতের পুরনো সদস্যদের সাথে এসব কল্যাণের কথা আলোচনা করছিলেন। ঐসব পুরনো সদস্যের মধ্যে একজন যিনি ২০০৪ সালে বয়আত করেছিলেন, এসব ঘটনা শুনে তাঁর নিজের চাঁদা দু'হাজার ফ্রাঙ্ক থেকে বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কে উন্নীত করার সংকল্প করেন। তিনি বলেন, তখনো তিনি আদায় করা আরম্ভই করেন নি অথচ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁর আয় অসাধারণ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই প্রবীণ সদস্য আমার কাছে আসলেন এবং সব ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক দেয়ার সংকল্প করেছিলাম, কিন্তু আজ থেকে আমি মাসিক পাঁচ হাজার এর পরিবর্তে দশ হাজার 'ফ্রাঙ্ক সীফাহ্' আদায় করব। তিনি সে অনুযায়ী আদায় করাও আরম্ভ করেছেন। অনুরূপভাবে আরো অনেক সদস্য রয়েছেন যারা চাঁদা বৃদ্ধি করছেন।

গীনি কোনাকুরির মুবাল্লেগ লিখেছেন, মোহতরম মুহাম্মদ মারিগা সাহেব নামের এক যুবক দীর্ঘদিন তবলীগের পর খোদা তা'লার কৃপায় জামাতভূক্ত হয়েছেন। পেশায় তিনি একজন স্থপতি। বয়আত গ্রহণের সময় তিনি একটি নির্মাণ কোম্পানীতে চাকরী করতেন এবং খুবই কম বেতন পেতেন। বয়আতের পর তাকে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এসব চাঁদার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাঁদা কোনটি? তাকে বলা হয়– ওসীয়্যতের চাঁদা, চাঁদা আম ও সালানা জলসার চাঁদা, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে প্রচলিত। তাকে ওসীয়্যতের গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত করা হয়। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, আমি আজ থেকেই ওসীয়্যতের চাঁদা দেয়া আরম্ভ করব। মুবাল্লেগ সাহেব তাকে বলেন, ওসীয়্যতের চাঁদা ও ওসীয়্যতের কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে। আপনি এতে অন্তর্ভূক্ত হবার পরই এ খাতে চাঁদা আদায় করতে পারবেন। তিনি বলেন, আমি এই ব্যবস্তাপনায় অন্তর্ভূক্ত হচ্ছি। অতঃপর তিনি আল ওসীয়্যত পুস্তিকা পাঠ করেন এবং ওসীয়্যত করেন। অত্যন্ত সততার সাথে নিজের আয়ের এক দশমাংশ চাঁদা হিসেবে আদায় করেন। ওসীয়্যতের মঞ্জুরীর জন্য কিছু সময় লাগে, মঞ্জুরী আসার আগ পর্যন্ত তিনি নিয়মিত ওসীয়্যতের চাঁদা প্রদান করতে থাকেন। কিছুদিন পর তিনি অন্যান্য আর্থিক তাহরীকেও অংশগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি চাকরী ছেড়ে দেন এবং ব্যবসা আরম্ভ করেন। এখন তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিজ কোম্পানির মালিক। সততার কারণে সারা দেশে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এ কারণে তার ব্যবসাও যথেষ্ট উন্নতি করছে। সবার সামনে প্রকাশ্যে তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভূক্ত হবার কারণে এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অর্ন্তভূক্ত হবার কল্যাণে আল্লাহ্ এ নিয়ামত দান করেছেন।

এরপর ঘানা থেকে আমাদের মুবাল্লেগ জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব লিখেন, এক বন্ধু 'আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু বে' সাহেব আমার সাথে তবলীগি সফরে টোগো যান। সেখানকার নাজোঙ্গ নামক স্থানে আমরা (খোলা আকাশের নীচে) রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে যোহরের নামায পড়ি। আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু বে বলেন, মসজিদ এদের প্রাপ্য অধিকার। একেবারেই নতুন কিন্তু একটি ছোট্ট গ্রামের ছোট একটি জামাত। অতএব তিনি আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে সেখানে তাদের জন্য খুব সুন্দর একটি মসজিদ বানিয়েছেন। এই হাজী সাহেব বেশ বিত্তবান মানুষ। ঐ মসজিদে তিনশত মুসল্লী নামায পড়তে পারবেন। এখন এই মসজিদের মিনারও তৈরী হচ্ছে। যেহেতু এই স্থানটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত, তাই নির্মাণ সামগ্রী সেখানে পৌঁছানো দুস্কর তা সত্ত্বেও এই হাজী সাহেব অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার ও ব্যয় বহন করে নির্মাণ সামগ্রী সেখানে পৌঁছাচ্ছেন।

আইভরিকোস্টের লাজনার (আহমদীয়া মহিলা সংগঠন) প্রেসিডেন্ট সাহেবা বলেন, এ বছর মজলিসে শূরায় আইভরিকোস্ট জামাতের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদার তাহরীক করা হলে লাজনার সদস্যাগণ প্রত্যেকে তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ করে 'ফ্রাঙ্ক সীফাহ্' দেয়ার ওয়াদা করেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ একজন নিবেদিতপ্রাণ আহমদী তিনি তখনই এক লাখ 'ফ্রাঙ্ক সীফাহ্' পরিশোধ করেন। তাদের জন্য এটি অনেক বড় একটি অংক। যদিও স্থানীয় মুদ্রায় এক লক্ষ কিন্তু পাউন্ডে হিসেবে মাত্র একশত পয়ত্রিশ পাউন্ড। কিন্তু আফ্রিকার জন্য এটি অনেক বড় অংক। কেননা সেই মহিলার ছোট্ট একটি সবজির দোকান ছিল মাত্র আর তার পরিবার ছিল অনেক বড়।

বুর্কিনাফাঁসোর আমীর সাহেব লিখেন, বাওলাহ্ নামক জামাতের একজন বন্ধু আত্তারা আব্দুল হাই সাহেব আমাদের মুবাল্লেগ সাহেবের একটি বক্তব্য শুনে এই বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, আমি যে দরিদ্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং ফসল ছাড়া আয়-রোজগারের আর কোন উপায় নেই। কিন্তু এই অঙ্গীকার করছি, চাষাবাদের আয় থেকে প্রতি মাসে একশত ফ্রাঙ্ক চাঁদা দিব। এ অঙ্গীকারের পর মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হতেই অনাবৃষ্টি ও খরার কবলে পড়তে হয়। যে কারণে সবাই দুঃশ্চিন্তগ্রস্থ ছিল। তিনি বলেন, সবাই যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে তা হলো, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমার ফসল খুবই

ভাল ফলেছে। এ ঘটনাটি চাঁদার ব্যাপারে আমার ঈমানকে আরও দৃঢ় করে। আর আমি অঙ্গীকার করেছি, ছয় হাজার 'ফ্রাঙ্ক সীফাহ' তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করবো। আর এই অঙ্গীকারের পর মাত্র কিছু দিনই অতিবাহিত হয়ে থাকবে– ফসল কাটার মৌসুম এসে যায়। আমার ফসলের উৎপাদনের মাত্রা সব চেয়ে আলাদা ও বেশি ছিল। এ ব্যাপারে আমি ভাবলাম, এই যে ব্যাপক ফসল উৎপন্ন হয়েছে তা চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে। তাই আমি তাহরীকে জাদীদের চাঁদার অঙ্ক বৃদ্ধি করে বার হাজার ফ্রাঙ্কে উন্নীত করেছি।

বুকিনাফাঁসোর আমীর সাহেব লিখেন, সুরি নামক গ্রামের একজন বয়স্ক আহমদী কাবুরে সাহেব, বংশে একমাত্র তিনিই আহমদী হয়েছেন। তিনি নিজেই বলছেন, দীর্ঘদিন যাবত বার্ধক্য এবং রোগব্যাধির কারণে নামায পড়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল আর এ কারণে সব সময় অনুশোচনা ও অনুতাপ করতেন। এ বছর তিনি বয়আত করার পর সত্তর হাজার ফ্রাঙ্ক সীফাহ্ বিভিন্ন খাতে চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। তিনি বলেন, চাঁদা দিতেই বহুদিনের ভগ্নস্বাস্থ্য বহাল হতে লাগলো। নামাযের হারিয়ে যাওয়া সামর্থ বহাল হতে আরম্ভ করে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন তাহাজ্জুদ সহ অন্যান্য নামায পড়ার সামর্থ হচ্ছে। তিনি বলেন, এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা এবং আমার আর্থিক কুরবানীর কল্যাণেই হয়েছে, এই চাঁদা নামাযেরও সুযোগ করে দিয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার আমীর সাহেব বলেন, ২০১০ সালের নভেম্বরে তাহরীকে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা হয় তখন তাহরীকে জাদীদ প্রসঙ্গে আমি তাদের যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলাম তার আলোকে সকল জামাতকে তাহরীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। জামাতে আহমদীয়া মেলবোর্ন অঙ্গীকার করেছে, আল্লাহ্ চাহেনতো আমরা দ্বিগুণ চাঁদা দেবো। আর তারা অনেক পরিশ্রম করেছে এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গত বছরের চেয়ে ১শ' ৬৪ভাগ বৃদ্ধি করে নিজেদের চাঁদা উপস্থাপন করেছেন। আহমদীয়া জামাত কানাডা গত বছরের তুলনায় ৭৫ ভাগ বেশি চাঁদা দিয়েছে। এভাবে সমষ্টিগত কুরবানীর ক্ষেত্রেও জামাতগুলো অসাধারণভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

ভারত থেকে তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর লিখেন, ফেব্রুয়ারীতে খাকসার উকিলুল মাল সাহেবের সাথে তামীলনাড়ু সফরে গিয়েছিলাম। আমরা আহমদীয়া জামাত কিউমবাড়'এ পৌঁছি। মাগরীবের নামাযের পর একটি তরবিয়তী সভা ডাকা হয়। যেখানে উকিলুল মাল সাহেব তাহরীকে জাদীদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ও এর পটভূমী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভা শেষে মসজিদে উপস্থিত বন্ধুদের কাছে নতুন বছরের ওয়াদা চান। একজন নিষ্ঠাবান বন্ধুর পূর্বের ওয়াদা ছিল বিশ হাজার রূপী। উকিলুল মাল সাহেব তাকে নববর্ষের জন্য একলক্ষ রূপী ওয়াদা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল, সচরাচর কেরালা অঞ্চলের মানুষ সম্পদশালী। যাহোক, প্রথমে তিনি স্বীয় সীমাবদ্ধতার কথা বলেন কিন্তু পরে এই কুরবানীতে সম্মত হন। সে সময় তার দু'জন ওয়াকফে নও মেয়েও সেখানে উপস্থিত ছিল। মসজিদ থেকে বের হয়ে ঘরে যেতেই (স্থানীয়) সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ সাহেব ইন্সপেক্টর সাহেবকে বলেন, যিনি এক লাখ রূপী দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন তার ফোন এসেছে। তিনি বলেন, আমার বড় মেয়ে (তার দুই মেয়েই ওয়াকফে নও) বলছিলেন, আব্বা জান, আপনি তাহরীকে জাদীদের যে ওয়াদা লিখিয়েছেন তা আমাদের হিসেবে কম, বাড়িয়ে দেড় লাখ রূপী লিখান। কাজেই আমার ওয়াদা দেড় লাখ রূপী লিখে নিন।

এরপর তাহরীকে জাদীদের প্রতিনিধি কাশ্মীর অর্থাৎ ভারতীয় কাশ্মীর সফরান্তে বলেন, আহমদীয়া জামাত আসনূর'এর একজন পৌঢ় নিষ্ঠাবান বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হয়েছে। তার জীবন-যাপন ও চিকিৎসাদী সামান্য সরকারী পেনশনে চলতো। ইদানিং পেনশনের তুলনায় ঔষধ-পত্রের খরচ বেড়ে যায়। অবস্থা দৃষ্টে তার বাজেট বৃদ্ধি করা আমাদের কাছে সমীচীন মনে হয়নি। কিন্তু দোয়ার পর আমরা যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম তখন তিনি বললেন, আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য বলুন। সেই প্রতিনিধি বলেন, আমার (খলীফাতুল মসীহ্) পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার বাজেট বাড়ানোর যে নির্দেশনা তাঁর কাছে গিয়েছিল তিনি সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরম উৎসাহের সাথে বললেন, যতক্ষণ পযর্ন্ত আমি জীবিত আছি খলীফাতুল মসীহ্র প্রত্যেক নির্দেশে সাড়া দিয়ে যাবো। এটি বলতে বলতে তাঁর চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'লা আমার পার্থিব ঔষধ-পথ্যের বাজেট বাড়িয়ে দিয়েছেন তখন আমি পরকালের বাজেটের ক্ষেত্রে কেন ঘাটতি রাখবো বা কার্পণ্য করব। অতঃপর তার কথার আনুগত্যে তিনি শুধু বাজেটই বৃদ্ধি করেনি বরং অর্ধেক চাঁদা তখনই পরিশোধ করে দিয়েছেন।

পাকিস্তানের এডিশনাল উকীলুল মাল লিখেছেন, সিন্ধু প্রদেশের এক ব্যক্তির বাজেট ছিল পঞ্চাশ হাজার রূপী। তিনি বলেন, যদিও গত কিছুদিন ভারী বর্ষণের কারণে সিন্ধুর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় , ফসলেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় কিন্তু তিনি সম্পদশালী মানুষ ছিলেন তাই তার অবস্থা দেখে বললাম, আপনার ওয়াদা আরো বেশি হওয়া উচিত। এতে তিনি তার ওয়াদা পাঁচ লাখ রূপীতে উন্নীত করেন এবং তৎক্ষণাৎ তা পরিশোধ করে দেন। কিন্তু কিছু দিন পর যখন তিনি হায়দ্রাবাদ ফিরে আসেন তখন সেই ভদ্রলোক ফোন করে বলেন, আপনি আমার কাছে খলীফাতুল মসীহ্র প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন এবং আমি পাঁচ লাখ রূপী দেয়ার ওয়াদা করেছি কেননা, আমার অবস্থা দেখে আপনিও আমাকে এতটুকু লিখাতে বলেছেন, আমি বয়আতের অঙ্গীকারের দাবী অনুসারে মনে করি ওয়াদা আরো বৃদ্ধি করা উচিত আমার যা আছে সে অনুসারে যেন দেই। তিনি তখনই দশ লাখ রূপী ওয়াদা করেন। এরপর ঘরে ফিরে গেলে তাঁর স্ত্রী বলেন, আমার যে অলংকারাদী রয়েছে আমি তা তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিতে চাচ্ছি। তার ফোন আসে, এখন রাত কিন্তু আমার স্ত্রী বলছেন, এখনই গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিকে এসব অলংকারাদী দিয়ে আস, আমি এক রাতের জন্যও এগুলো কাছে রাখবো না।

তিনি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ফোনে তার স্ত্রীকে বুঝালেন, এখন রাত; সিন্ধুর পরিস্থিতিতে এখন আসা উচিত হবেনা।

সকালে পেয়ে যাব। কিন্তু তিনি অত্যন্ত নাছোড়বান্দা ছিলেন। বললেন, আমাকে এখনই এগুলো পৌঁছাতে হবে, অবশেষে স্বামীকে বাধ্য হয়ে আসতে হলো। কিন্তু যখন নিয়ত করা হয় তখন তা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে পৌঁছে যায়। এত বেশী আবেগ প্রবণ হওয়া উচিত নয়, অবস্থা দেখেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যদিও সেখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ, রাতের সফর ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন কোন ক্ষতি হয়নি, তবে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কোন কারণ ছাড়া নিজেকে পরীক্ষায় নিপতিত করা উচিত নয়। কাজাকিস্তানের এক নবাগত বন্ধু সম্পর্কে আমাদের মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ লিখেন, জামাতের কেন্দ্রীয় মসজিদ ও মিশন হাউজের জন্য তিনি জমি ক্রয় করে দিয়েছেন। এছাড়া নির্মাণাধীন একটি দ্বিতল ভবনও ক্রয় করেন। অন্য এক শহরেও মসজিদ নির্মাণের জন্য

জমি ক্রয় করে জামাতকে প্রদান করেন আর এর জন্য তিনি সর্বমোট চার লাখ পঁচানব্বই হাজার ডলার খরচ করেন অথচ তিনি নিজেই নতুন বয়আতকারী।

জার্মানীর সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ লিখেন, একবার তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তখন এর বরকত ও কল্যাণের কথা শুনে এক বোন এক হাজার ইউরো প্রদান করেন যা তিনি অলংকার ক্রয়ের জন্য রেখেছিলেন। জার্মানী জামাতের অনেক মহিলা নিজেদের অলংকারাদী তাহরীকে জাদীদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। এক বোন সমিতিতে যে অর্থ জমা রেখেছিলেন তাঁর পুরো অর্থ দিয়ে দিয়েছেন। তিনি(সেক্রেটারী) বলেন, আমি এক জায়গায় সফরে যাই। এক বন্ধু তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর সাহেবকে একটি চিরকুট দেন, তাতে লিখা ছিল বিশ হাজার ইউরো তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিচ্ছি আর সেই চিরকুটের নিচে লিখা ছিল আমার নাম যেন প্রকাশ করা না হয়। তিনি বলেন, আমি যখন অন্য জায়গায় যাই তখন আমি এ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি আর বলি যে এভাবেও মানুষ কুরবানী করে থাকেন। সেখানে এক বন্ধু মিটিং শেষ হলে একটি চিরকুট আমাকে দেন যাতে লিখা ছিল একুশ হাজার ইউরো তাহরীকে জাদীদের খাতে চাঁদা হিসেবে প্রদান করছি। আর নিচে লিখা ছিল, আমার নাম প্রকাশ করবেন না।

এই কয়েকটি ঘটনা আমি নিয়েছি শোনানোর জন্য। আরো বহু ঘটনা রয়েছে সম্ভবত এর চেয়েও বেশী ঈমান উদ্দীপক ঘটনা রয়েছে। আমি বিশেষ কোন ধারাবাহিকতা মোতাবেক নির্বাচন করিনি।

আল্লাহ্ তা'লা ত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এসব লোকদের ধন ও জনসম্পদে অশেষ কল্যাণ দান করুন। এরপর রীতি অনুসারে বিগত বছরের পরিসংখ্যান তুলে ধরছি আর তাহরীকে জাদীদের ৭৮তম বছরের ঘোষণা করছি। আল্লাহ্ তা'লা এ নতুন বছরকেও অশেষ কল্যাণ ও ফলে ভরে দিন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গত বছর ছিল তাহরীকে জাদীদের ৭৭তম বছর যা ৩১ অক্টোবর শেষ হয়েছে। এখন পযর্ন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধীনে জামাত এ বছর ছিষট্টি লক্ষ একুশ হাজার পাউন্ড আদায় করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। যা গত বছরের তুলনায় এগারো লক্ষ বাষট্টি হাজার পাউন্ড বেশী। কেবল এক বছরে এ রকম বৃদ্ধি পূর্বে কখনও তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ক্ষেত্রে ঘটেনি। চাঁদা আদায়কারীদের সংখ্যায়ও এ বৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। এছাড়া কুরবানীর মানও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রম অবনতি হচ্ছে আর বিশেষ করে ইউরোপের অবস্থার অবনতি ঘটছে। আল্লাহ্ তা'লা এ অর্থে প্রভূত কল্যাণ রেখে দিন আর জামাতের সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তৌফীক দিন এবং কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তা বাস্তবায়িত হোক। যেভাবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের চাঁদায় ঘাটতি আনতে পারে নি আর্থিক কুরবানীতে কোন ঘাটতি আসে নি, তদ্রূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা করুন যেন এ অর্থনৈতিক মন্দা যেন আমাদের পরিকল্পনায়ও কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে।

পাকিস্তানের ভয়াবহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা নিজেদের কুরবানীর যে মান ছিল তা ধরে রেখেছে আর প্রথম স্থান অক্ষুন্ন রয়েছে। এরপর এ বছর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, তৃতীয় জার্মানী এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করে যুক্তরাজ্য। গত বৎসর পাকিস্তানের পর দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল যুক্তরাজ্য। তৃতীয় যুক্তরাষ্ট্র ছিল আর চতুর্থ স্থান ছিল জার্মানীর। এ বছর জার্মানী চতুর্থ থেকে তৃতীয়তে উঠে এসেছে আর অনেক বড় আর্থিক কুরবানী দিয়ে এসেছে। কানাডা পূর্বের ন্যায় পঞ্চম স্থানে, ভারত ষষ্ঠ, ইন্দোনেশীয়া যদিও অনেক অর্থনৈতিক কুরবানী দিয়েছে তথাপি ভারতের জামাতসমূহের কুরবানী সে তুলনায় অনেক বেশী। এজন্য ইন্দোনেশীয়া সপ্তম অবস্থানেই আছে, অস্ট্রেলিয়া অষ্টম। একটি আরব দেশ যার নাম উল্লেখ করতে চাই না নবম স্থানে রয়েছে। সুইজারল্যান্ড দশম স্থান অধিকার করেছে।

জনপ্রতি আদায়ের ক্ষেত্রেও সেই আরব দেশটির পর যুক্তরাষ্ট্র একশ' আঠরো পাউন্ড প্রদান করে দ্বিতীয় স্থানে আছে। এরপর সুইজারল্যান্ড তাঁরপর রয়েছে বেলজিয়াম।

স্থানীয় মুদ্রায় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জার্মানী সর্বাগ্রে। আমি যেভাবে বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কুরবানীকারীদের সংখ্যার ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি ঘটেছে। এ বছর নতুন এক লক্ষ নয় হাজার চাঁদা দাতা অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। এভাবে এ সংখ্যা গত বছরের তুলনায় এক লক্ষ নয় হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। আর যদিও যেভাবে বলেছিলাম, এক্ষেত্রে এখনও কাজের অনেক সুযোগ আছে। আফ্রিকান জামাতসমূহের মধ্যে নাইজেরিয়া আমার নির্দেশ অনুসারে এক্ষেত্রে ভাল কাজ করেছে।

আফ্রিকান জামাতসমূহের মধ্যে সামগ্রীকভাবে চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে তালিকার শীর্ষে রয়েছে ঘানা। এরপর মরিশাস তারপর নাইজেরিয়া। যারা উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে, তাদের মধ্যে গাম্বিয়া আর বুর্কিনাফাঁসোও যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে নাইজেরিয়ার অবস্থান প্রথম। এ বছর তারা ছাপ্পান্ন হাজার সদস্য বাড়িয়েছে। এরপর সিয়েরালিয়ন, আইভরিকোস্ট, বুর্কিনাফাঁসো ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় রেকর্ড অনুযায়ী 'প্রথম দফতর' এর সর্বমোট মুজাহিদের সংখ্যা পাঁচ হাজার নয় শত সাতাশ জন। আল্লাহ্‌র কৃপায় তাদের মধ্যে তিন শত চল্লিশ জন এখনো জীবিত আছেন আর তাঁরা স্বয়ং নিজেদের চাঁদা প্রদান করছেন। অবশিষ্ট মরহুমদের চাঁদা তাঁদের উত্তরাধিকারীরা দিয়ে থাকেন।

চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের তিনটি বড় জামাত যথাক্রমে, প্রথম লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়াহ্ এবং তৃতীয় করাচি। আর শহুরে জামাতগুলোর মধ্যে শীর্ষ দশটি জামাত হচ্ছে, প্রথম রাওয়ালপিন্ডি, দ্বিতীয় ইসলামাবাদ, তৃতীয় কোয়েটা, চতুর্থ উকাড়া, পঞ্চম হায়দ্রাবাদ, ষষ্ঠ পেশওয়ার, সপ্তম মিরপুর খাস, অষ্টম ভাওয়ালপুর, নবম ডেরাগাজী খান, দশম নওয়াব শাহ্। জেলা পর্যায়ে কুরবানীর ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার মধ্যে শিয়ালকোট প্রথম স্থানে রয়েছে আর দ্বিতীয় ওমরকোট। এ বছর মিরপুর খাস এবং ওমরকোট জেলায় প্রবল বর্ষণের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আর এ জেলাসমূহের অধিকাংশ জামাত কৃষি নির্ভর জামাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের কুরবানীকে বহাল রেখেছেন। সারগোদা তৃতীয়, শেখুপুরা চতুর্থ, গুজরাট পঞ্চম, ভাওয়ালপুর ষষ্ঠ, বদীন সপ্তম, নারওয়াল অষ্টম, সাঙড় নবম আর আযাদ কাশ্মীরের মিরপুর এবং হাফিযাবাদ দশম স্থানে আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দশটি জামাত হচ্ছে, লস এঞ্জেলেস ইনল্যান্ড এ্যাম্পায়ার, ডেট্রয়েট, সিলিকন ভেলী, শিকাগো ওয়েস্ট ও হ্যারিসবার্গ, ডালাস, লস এঞ্জেলস ওয়েস্ট, বোস্টন, সিলভার স্প্রিং এবং পোর্টম্যাক।

জার্মানীর শীর্ষ দশটি জামাত হলো, রোয়েডারমার্ক, নেউস, কোলন,

ফ্লোয়েরজহাম, আগসবার্গ, নূইজেনবুর্গ, কার্লসরূহে, মাহদী আবাদ, উনযাভে,মারবার্গ

আদায়ের দিক থেকে জার্মানীর প্রথম দশটি ইমারত হলো, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফোর্ট, গ্রোসগিরাও, ডার্মাস্ট্রাড, উইযেনবাদেন, ম্যানহেইম, রেডস্টেট, ডেডসন বাফ, আফেন বাখ।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের শীর্ষ দশটি জামাত হচ্ছে, মসজিদ ফজল লন্ডন, নিউ মালডেন, ওস্টার পার্ক, চীম, স্ক্যান্থর্ফ, মস্ক ওয়েস্ট, ওয়েস্ট হিল, বাইতুল ফুতুহ্, রেইন্স পার্ক এবং ম্যানচেস্টার সাউথ।

যুক্তরাজ্যের প্রথম তিনটি রিজিওয়ন হচ্ছে, যথাক্রমে লন্ডন রিজিওয়ন, নর্থ ইস্ট এবং মিডল্যান্ডস রিজিওন। ছোট জামাতসমূহের মধ্যে ব্রোমলে ও লুইশ্যাম, লেমিংটন স্পা, ওলভা রোহ্যাম্পটন, স্পেন ভ্যালী এবং ক্যাইলী।

কানাডার জামাতগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে এ্যাডমন্টন, ভন ওয়েষ্ট, পিস ভিলেজ ওয়েষ্ট, সারে ইষ্ট এবং সাসকাটুন।

ইন্ডিয়া যদিও ষষ্টস্থানে রয়েছে কিন্তু তাদের নাম এজন্য নিচ্ছি, এটি সেই স্থান যেখানে কাদিয়ান অবস্থিত এবং এ স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। এটি তাঁর শহর।

ভারতীয় জামাতসমূহের মধ্যে এক নাম্বারে আছে কেরালা, তামিল নাড়ু দ্বিতীয়, এবং এরপর রয়েছে অন্ধ্র প্রদেশ্, প্রদেশগুলোর স্থান হলো জম্মু কাশ্মীর, পশ্চিম বঙ্গ, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, ইউ-পি, এবং দিল্লী। এবং জামাতগুলোর মধ্যে যথাক্রমে আছে কিরোলাই, কালিকাট, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা, কানানোর টাউন, কাদিয়ান ষষ্ঠ, কইম্বাটোর, চেন্নাই, বেঙ্গাডী এবং দিল্লি।

তাহরীকে জাদীদের চাঁদা কেন্দ্রীয় চাঁদা আর এতে দেশীয় বা স্থানীয় জামাতের কোন অংশ থাকে না। কেন্দ্রীয় যেসব প্রজেক্ট ইন্ডিয়া, অন্যান্য দরিদ্র দেশ, আফ্রিকা অথবা কেন্দ্রের যে খরচাদি রয়েছে তা এর মাধ্যমে নির্বাহন হয়। কিন্তু এবার জামাতসমুহ অসাধারণভাবে চাঁদা আদায় বৃদ্ধি করেছে আমেরিকাও অসাধারণ ভাবে বেশি আদায় করেছে যা প্রায় এক লক্ষ অষ্টআশি হাজার ডলার বেশী। এতে তাদের কোন অধিকার না থাকা সত্ত্বেও আমি এবার এথেকে তাদেরকে এক লক্ষ ডলার দিয়ে দিচ্ছি। জার্মানীও অসাধারণ ভাবে বর্ধিত চাঁদা আদায় করেছে যার পরিমাণ তিন লক্ষাধিক হবে। এজন্য তাদেরকে দেড় লক্ষ ইউরো দেয়া হচ্ছে। এ অর্থ দেয়ার কারণ হলো, আমেরিকা এবং জার্মানীতে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে এ অর্থ মসজিদ নির্মাণ খাতে ব্যায় করবে। যুক্তরাজ্যও অনেক বর্ধিত করেছে। কিন্তু যতটুকু প্রথম দু'টি জামাতে হয়েছে ততটুকু নয় কিন্তু তাদেরকেও পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দেয়া হচ্ছে মসজিদ নির্মাণের জন্য, কেননা এখন মসজিদের প্রতি আপনাদেরও মনোযোগ বেড়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল দিক থেকে তা কল্যাণময় করুন এবং ভবিষ্যতেও অধিক ত্যাগ স্বীকারের তৌফিক দিন। এদের সবার ধন-সম্পদ ও জনবলে আল্লাহ্ তা'লা অশেষ বরকত দিন।

এখন নামাযের পরে আমি আমাদের একজন বুজুর্গ মোকাররম মাসুদ আহমদ খাঁন দেহলভী সাহেবের গায়েবানা জানাযা পড়াব। তিনি ৩রা নভেম্বর ভোর তিনটায় একানব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, জামাতের একজন প্রবীণ কর্মী, ওয়াকফে যিন্দেগী এবং দৈনিক আল্ ফযলের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯২০ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাহাবী ছিলেন, যিনি ১৯০০ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। এবং তাঁর দাদাও সাহাবী ছিলেন, যিনি ১৮৯০ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মোকাররম দেহলভী সাহেব ১৯৪৪ সালে জীবন উৎসর্গ করেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে দৈনিক আল্ ফযলের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন। অতঃপর লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর করিয়েছেন। তিনি ১৯৪৬ থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত দৈনিক আল্ ফযলের সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন এবং ৭১ থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত দৈনিক আল্ ফযলের সম্পাদক হিসাবে খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এভাবে মোট ৪৩ বছর পর্যন্ত তিনি কাদিয়ান, লাহোর এবং রাবওয়াহ্র আল্ ফযলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ভারপ্রাপ্ত উকিলুত তবশীর হিসেবেও কাদিয়ানে খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৪৭ এর গোলযোগের সময় তদানিন্তন নাযের উমুরে খারেজার সাথে সহকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। এরপর ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ গন্ডগোলোর সময় তিনি রির্পোটিং এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৬০ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের মাসিক আনসারুল্লাহ্ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৪ সালেও তিনি সাংবাদিকতার দায়িত্বাবলী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছেন। ১৯৭৫,১৯৭৬ এবং ১৯৮০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.)-এর সাথে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা এবং পশ্চিম আফ্রিকা সফরে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথে স্পেনের মসজিদে বাশারত'এর উদ্বোধনের সময় সফরসঙ্গী হন। ১৯৮৯ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে জামাতে আহমদীয়া জার্মানীর 'কাযা' বা বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বই 'আল্লাহ্র নামে নর হত্যা'র যে অধ্যায় হুযুর (রাহে.) ইংরেজীতে লিখেছিলেন তিনি এর উর্দূ অনুবাদ করেন। অনুরূপভাবে **Christianity A journey from facts fiction,** 'র উর্দূ অনুবাদ করেছেন। 'সফরে হায়াত' ছাড়া আরো দুই তিনটি বইও লিখেছেন।

তাঁর ছেলে ইরফান আহমদ খাঁন সাহেব জার্মানীতে আছেন। উসমান খাঁন সাহেব জার্মানীতে এবং ডাক্তার ইমরান খালেদ সাহেব রাবওয়াহ্তে রয়েছেন। অত্যন্ত সহজ-সরল সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রত্যেক বছরই জার্মানীর জলসায় আসতেন আর এখানেও আসতেন। এবার জার্মানীতে আমি যখন দ্বিতীয় বার গেলাম তখন তাঁর শারিরীক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। অসুস্থ্যতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু আমার আসার কথা শোনা মাত্রই হাসপাতাল থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসে মসজিদে আমার পিছনে নামায পড়ার সুযোগ লাভের জন্য বিচলিত হয়ে পড়েন। যাহোক, জুমুআর দিন মসজিদে আসেন আর জুমুআর নামাযও পড়েন। জুমুআ অথবা অন্য কোন নামাযের পর সাধারণত আমি মসজিতে সাক্ষাত করি না। কিন্তু সেদিন তাঁর সাথে সাক্ষাত করার খুব ইচ্ছা হলো। কাজেই জুমুআর পর তাঁর সাথে সেখানেই শেষ সাক্ষাত হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

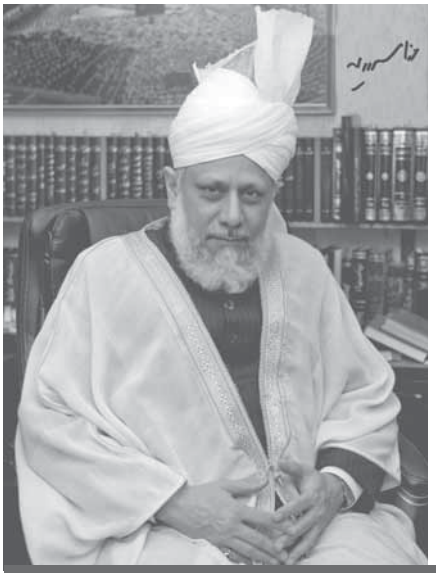

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৮ অক্টোবর ২০১১-এর (২৮ ইখা, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِين

'আমার মতে পবিত্র হবার এটিই সবচে উত্তম পদ্ধতি আর এর চাইতে উত্তম অন্য কোন পদ্ধতি পাওয়া সম্ভব নয়। আর তা হলো মানুষ যেন জ্ঞান, বংশ ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনরূপ অহংকার না করে।'

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা যে জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই জামাতকে তিনি পূর্ববর্তীদের (সাহাবীদের) সাথে সম্পৃক্ত হবার সম্মানে ভূষিত করেছেন যা কোন সাধারণ সম্মান নয়। এটি কোন সাধারণ জামাত নয়। সহস্র সহস্র এবং লক্ষ-লক্ষ সৎ প্রকৃতির মুসলমান এই যুগ পাবার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। অতএব আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক সে ব্যক্তিকে যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সাথে সম্পর্কের দাবী করে, সেসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক যে অনুসারে পূর্ববর্তীরা জীবন যাপন করেছেন।

তারা মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁর উম্মতভূক্ত হয়েছেন এবং তাঁর সুশিক্ষার প্রভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাথে এমন দৃঢ় বন্ধন গড়েছেন যে, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ

(সূরা আল্ বাকারা:২০৮)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এরা নিজেদের প্রাণ বিক্রি করে দেয়।

অতএব এটি সেই সত্য ইসলাম যা খোদার সাথে বান্দার সম্পর্ক গড়ে আবার বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে। আর এই সত্য ইসলাম-ই সাহাবাগণ (রা.) পেয়েছেন এবং শিখেছেন, আর এর ব্যবহারিক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন আর এটিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে শিখানোর জন্য এসেছেন। আমাদেরকে বলার জন্য এসেছেন। আমাদেরকে সেই পথে পরিচালিত করার জন্য এসেছেন।

কাজেই আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে এখন আমি আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো যা আমাদের আত্মবিশ্লেষণ এবং নিজের অবস্থা খতিয়ে দেখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। সর্বপ্রথম আমি যে উদ্ধৃতিটি নিয়েছি তাতে তিনি (আ.) এ যুগের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এরপর তাঁর জামাতের (আদর্শ) কেমন হওয়া উচিত তা ব্যক্ত করেছেন। এ যুগের সাধারণ আলেম যারা তাঁকে গ্রহণ করে নি সে সব আলেম-উলামাদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমি লক্ষ্য করছি, এ যুগে আলেম-উলামার অবস্থা অনেকটা لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ এর অনুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা সে কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরা বাস্তবায়ন কর না? বর্তমানে আলেমদের দশা এমনই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, এদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এ কথার প্রতিফলন দেখা যায়। কুরআন শরীফের প্রতি কেবল মৌখীক ঈমানটিই অবশিষ্ট আছে বাস্তবে পবিত্র কুরআনের অনুশাসনের গন্ডি থেকে এরা সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গেছে। হাদীস শরীফ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, এমন এক যুগ আসার কথা যখন কুরআন শরীফ আকাশে চলে যাবে। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এটিই সেই যুগ। কোথায় সেই প্রকৃত পবিত্রতা ও তাক্বওয়া যা কুরআন শরীফের শিক্ষা বাস্তবায়ন করলে লাভ হয়? অবস্থা যদি সত্যিই এমনটি না হতো তাহলে খোদা তা'লা কেনই বা এ জামাত প্রতিষ্ঠা করলেন? আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা

এ বিষয়টি বুঝতে পারে না, কিন্তু তারা অবশেষে আমাদের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হতে দেখবে। খোদা তা'লা নিজে এমন একটি জামাত গঠন করছেন যারা কুরআন শরীফের মান্যকারী হবে'। লক্ষ্য করুন, তিনি এ স্থলে জামাতের উপর অনেক বড় একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। জামাত পবিত্র কুরআনের মান্যকারী হবে, এটিই তাঁর প্রত্যাশা। পবিত্র কুরআনকে মান্য করা বলতে কেবল একটি গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনা বুঝায় না বরং এর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ এর বাস্তবায়ন করা বুঝায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'সব ধরনের মিশ্রণ বা ভেজাল এর মাঝ থেকে বের করে দেয়া হবে'। সর্ব প্রকার মিশ্রণ অর্থাৎ পার্থিবতার মিশ্রণ বের করে দেয়া হবে। আমাদেরকে নিজেদের বেলায় এটি যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। 'আর নিষ্ঠাবানদের একটি দল সৃষ্টি করা হবে এবং এটি হচ্ছে সেই জামাত। কাজেই আমি তোমাদেরকে তাগাদা দিয়ে বলছি, তোমরা খোদা তা'লার নির্দেশাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চল আর নিজেদের জীবনধারায় এমন পরিবর্তন সাধন কর যেমনটি সাহাবায়ে কেরাম সাধন করেছিলেন। তোমাদের আচরণ দেখে কেউ হোঁচট খাবে, এমনটি যেন না হয়'। প্রত্যেককে অর্থাৎ প্রত্যেক আহমদীকে আদর্শ হতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'হ্যাঁ, আমি আরও বলছি, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো, মিথ্যারোপ ও মিথ্যাচারকে বর্জন করা। অতএব তোমরা লক্ষ্য কর এবং নবুয়তের মানদন্ডে এই জামাতকে যাচাই কর'। নবুয়তের পদ্ধতিতে যে জামাত পরিচালিত হয়েছে আর নবুয়ত যেভাবে তোমাদের পরিচালিত করতে চায় সেভাবে চল। 'আমি জানি, যখন খোদা তা'লার অনুগ্রহে পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন একদিকে যেমন উপকারী সব গাছপালা ও উদ্ভিদ উদ্‌গত হয় একই সাথে সেখানে ক্ষতিকর আগাছাও গজায়'। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, কিছু সংখ্যক এমন মানুষও মাথাচাড়া দেবে যারা ভুল ও বিভ্রান্তিকর দাবী উপস্থাপন করবে। যাহোক, এরপর তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হবে, এ সময় খোদা তা'লার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তাঁর কাছে দোয়া করা'। অর্থাৎ যে সব কাজ রয়েছে সেগুলো যেন পূর্ণ হয় আর যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন তা যেন সাধিত হয়। 'আর এর জন্য দোয়ায় রত থাকা। এই জামাতের ভিত্তি পবিত্র কুরআন এবং হাদীস-ভিত্তিক দলিল প্রমাণের ওপর রচিত। আবার এই জামাতের সমর্থন ও সত্যায়নের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আকাশ ও পৃথিবী সংশ্লিষ্ট নিদর্শনাবলীর একটি সিল মোহর আমাদেরকে প্রদান করেছেন'। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশের জন্য যেসব স্বর্গীয় ও পার্থিব নিদর্শন দান করেছেন, সমস্ত মানবজাতির জন্য এগুলো তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'ভালভাবে মনে রাখবে, যে ব্যক্তি খোদার পক্ষ থেকে আবির্ভূত হয় তাঁকে একটি সিল মোহর প্রদান করা হয় আর সেই সিল মোহরটি মুহাম্মদী সিল মোহর যেটিকে অপরিনামদর্শী বিরুদ্ধবাদীরা বুঝতে পারেনি'।

এখন, এ যুগে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পর যিনিই আসবেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসরণেই আসবেন। তাঁরই সিল মোহরের অধীনে তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু লোকেরা তা বুঝে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'তোমরা উত্তম আদর্শ দেখাও যেন পৃথিবীবাসী বুঝতে পারে, খোদার সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনকারী জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, 'হে আমার জামাত! খোদা তা'লা তোমাদের সহায় হোন। সর্বশক্তিমান, মহাসম্মানিত খোদা পরকালের সফরের জন্য তোমাদের সেভাবে প্রস্তুত করুন যেভাবে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সাহাবীদের প্রস্তুত করা হয়েছিল। ভালো ভাবে স্মরণ রেখো! এই পার্থিব জীবনের কোন মূল্য নেই। সে জীবন অভিশপ্ত যা কেবল এ পৃথিবীর জন্য নিবেদিত এবং হতভাগা সে, যার সব দুঃখ-বেদনা (চিন্তা-ভাবনা) শুধু এ জগতকে কেন্দ্র করে। এমন কোন ব্যক্তি যদি আমার জামাতে থেকে থাকে তবে সে বৃথা নিজেকে আমার জামাতের অন্তভূর্ক্ত মনে করে। কেননা সে শুকনো ডালের মত যাতে কোন ফল ধরবে না'।

এরপর আমাদের সংশোধন ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার যথাযথ রীতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আমার মতে পবিত্র হবার এটিই সবচে উত্তম পদ্ধতি আর এর চাইতে উত্তম অন্য কোন পদ্ধতি পাওয়া সম্ভব নয়। আর তা হলো মানুষ যেন জ্ঞান, বংশ ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনরূপ অহংকার না করে।'

অর্থাৎ এ ধরনের অহংকার মানুষের মাঝে সাধারণত দেখা যায়। কারো মাঝে জ্ঞানের অহংকার রয়েছে, কারো বংশের আর কারো রয়েছে অর্থ-সম্পদের গরিমা। তিনি (আ.) বলেন, 'কোন ধরনের অহংকার করা যাবে না। আল্লাহ্ যখন কাউকে চোখ (অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি) দান করেন তখন সে সেই আলো দেখতে পায় যা এসব অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে পারে আর তা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়। আর মানুষ সর্বদাই এ আলোর মুখাপেক্ষী। সূর্যের আলো আকাশ থেকে না আসা পর্যন্ত চোখও দেখতে পায় না। ঠিক এভাবেই আধ্যাত্মিক জ্যোতি আকাশ থেকে এসে থাকে যা সব ধরনের অন্ধকার দূরীভূত করে এবং তাক্বওয়া ও পবিত্রতার জ্যোতি সৃষ্টি করে। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি মানুষের তাক্বওয়া, ঈমান, ইবাদত এবং পবিত্রতা সবই আকাশ (অর্থাৎ খোদার পক্ষ হতে) থেকে আসে। আর এটিও খোদার কৃপার ওপর নির্ভর করে। তিনি চাইলে একে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেন অথবা দূর করে দিতে পারেন'।

বুঝা গেল, সকল অনুগ্রহ বা দান আল্লাহ্ তা'লারই আর তা কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই লাভ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ চাইলে তা বলবৎ রাখেন নচেৎ প্রত্যাহার করেন। তাহলে এসবের জন্য অহংকার কেন? কারো নিজের তাক্বওয়া, ঈমান, ইবাদত, দোয়া ও পবিত্রতা নিয়ে গর্ব থাকা উচিত নয়। অনুরূপভাবে যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে জাগতিক বিষয়েও গর্ব করা উচিত নয়। সব কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসে থাকে এজন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবত থাকা উচিৎ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'অতএব প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হলো নিজেকে নির্বোধ ও অর্থহীন জ্ঞান করা'। অর্থাৎ তার যেন কোন অস্তিত্বই নেই আর কোন গুরুত্বও নেই। 'খোদার দরবারে নতজানু হয়ে সবিনয়ে ও সকাতরে তাঁর আশিস অন্বেষণ করা। তাঁর সেই তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি যাচনা করা যা প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে ভস্মীভূত করে দেয় এবং হৃদয়ে এক জ্যোতি এবং পুণ্য কর্মের জন্য শক্তি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এরপর যদি সে তাঁর একান্ত অনুগ্রহ থেকে অংশ পায় এবং কোন সময় তার মন খুলে' অর্থাৎ হৃদয় আলোকিত হয় ও দোয়া গৃহীত হয় এবং কৃপার দ্বার উম্মোচিত হয়। 'এতে অহংকার ও গর্ব করা উচিত নয় বরং বিনয়ের ক্ষেত্রে তার আরো উন্নতি লাভ করা উচিত'। অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র আশিসের দ্বার উম্মুক্ত হয়, দ্বার খুলে যায় এবং সে অনুভব করে যে খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হচ্ছে তখন অধিক বিনয় প্রকাশ পাওয়া উচিত। 'কেননা সে নিজেকে যতটা অর্থহীন মনে করবে সে অনুপাতে বিশেষ আধ্যাত্মিক আস্বাদ ও খোদার জ্যোতি অবতীর্ণ হবে যা তাকে আলোকিত করবে ও শক্তি যোগাবে। মানুষ যদি এমন বিশ্বাস রাখে তাহলে আশা করা যায় যে আল্লাহর কৃপায় তার চারিত্রিক অবস্থা শুধরে যাবে। পৃথিবীতে নিজেকে কিছু একটা মনে

করাও অহংকার। এরপর মানুষের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, সে অন্যকে অভিশাপ দেয় এবং তাকে খুবই তুচ্ছ জ্ঞান করে'। অর্থাৎ যখন অহংকার হৃদয়ে দানা বাঁধে তখন তার কাছে অন্যের কোন মূল্যই থাকে না। অতএব আমি যেমন বলেছি, আমাদের প্রত্যেকেরই খতিয়ে দেখা উচিৎ, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত এই সুন্দর পথে চলার চেষ্টা করছি কি?

পুনরায় একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'লক্ষ্মীরা! তোমরা গভীর আগ্রহের সাথে সেই শিক্ষার গন্ডিতে প্রবেশ কর যা তোমাদের মুক্তির জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে। তোমরা খোদাকে এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান কর এবং আকশ বা পৃথিবীর কাউকে তাঁর অংশীদার স্থির করো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপকরণ ব্যবহার করতে বারণ করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে কেবল উপায় উপকরণের উপরই নির্ভর করে সে অংশীবাদী। আদিকাল থেকে খোদা বলে এসেছেন, পবিত্রচেতা না হলে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব তোমরা পবিত্রচেতা হয়ে যাও এবং নিজেদের প্রবৃত্তিগত বিদ্বেষ ও ক্রোধ পরিহার কর'। অর্থাৎ এই বিদ্বেষ এবং ক্রোধও মানুষকে খেয়ে ফেলে, তার চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। তিনি (আ.) বলেন, 'বিদ্বেষ ও ক্রোধ থেকে পৃথক হয়ে যাও। মানুষের অবাধ্য আত্মায়' অর্থাৎ মন্দকর্মে উৎসাহ দাতা প্রবৃত্তি 'অনেক প্রকার নোংরামী থাকে। কিন্তু সবচেয়ে বড় নোংরামী হলো অহংকার। অহংকার সবচেয়ে বড় নোংরামী ও পাপ। যদি অহংকার না হত তাহলে কেউ কাফির হতো না। কাজেই তোমরা নির্বিবাদী হয়ে যাও। মোটের উপর মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও। যেখানে তোমরা তাদেরকে বেহেশ্‌ত পাইয়ে দেবার কথা বলে থাক'। আমাদের আলেমগণ এবং তবলীগকারীরা নিজেদেরকে ধমসেবার জন্য উপস্থাপন করে থাকেন। বড় বড় সেবাকাজে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তিগত বিষয় যখন আসে তখন সব নীতিবাক্য ভুলে যায়। অনেক সময় অহংকার বিপত্তি হয়ে দাঁড়ায়। তার 'অহমিকা' মাথা চাড়া দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'তোমরা যে বেহেশ্‌ত পাইয়ে দেয়ার সদুপদেশ দিয়ে থাক- তোমাদের এমন উপদেশ কী করে সঠিক হতে পারে যদি তোমরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে তাদের অহিতাকাঙ্খী হও'। অর্থাৎ যখন ব্যক্তিগত বিষয় সামনে আসে তখন যদি হিতাকাঙ্খার চেতনা উবে যায় বরং মন্দ আকাঙ্খা মাথা চাড়া দেয়...। 'খোদা তা'লা কর্তৃক অর্পিত আবশ্যকীয় নির্দেশাবলী ভীতিসহকারে পালন কর কেননা, তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যেসব কর্তব্য পালন অত্যাবশ্যকীয় করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এ জন্য মনে ভয় থাকা চাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, 'নামাযে অনেক বেশী দোয়া কর, যেন আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন আর তোমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করেন। কারণ মানুষ বড়ই দুর্বল। প্রত্যেক পাপ যা দূরিভূত হয় তা কেবল আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তির বলেই দূরিভূত হয়। মানুষ খোদা থেকে শক্তি লাভ না করা পর্যন্ত কোন পাপ দূর করতে সক্ষম হতে পারে না। কেবল প্রথাগত ভাবে কালেমা পাঠকারী আখ্যায়িত হবার নামই ইসলাম নয়। বরং প্রকৃত ইসলাম হলো, খোদার আস্তানায় তোমাদের আত্মার লুটিয়ে পড়া; সকল অর্থে জাগতিকতার ওপর খোদা ও তাঁর নির্দেশ সমূহের অগ্রাধিকার পাওয়া'।

আজকাল প্রত্যেক আহমদীকে বিশেষভাবে নিজের অবস্থায় এমন পরিবর্তন আনা উচিত যেন আমরা বেশি বেশি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি লাভ করতে পারি।

তিনি (আ.) বলেছেন, 'হে আমার প্রিয় জামাত! নিশ্চয় জেনো, যুগ সমাপ্তপ্রায় এবং একটি সুস্পষ্ট বিপ্লব প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই তোমরা আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত হয়ো না, সত্বর সততার পরম মার্গে পৌঁছো'। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এটি, সততা অবলম্বন কর। আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা হচ্ছে, বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর ইবাদত করা। বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। আল্লাহ্ তা'লার দু'টোই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান যা কিনা হাকুকুল্লাহ্- এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার বা হাকুকুল ইবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠতা আবশ্যক। তাদের মাঝে সততা ও ন্যায় পরায়ণতা থাকা উচিত। জামাতী খিদমত, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরলতা ও সততা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'পবিত্র কুরআনকে তোমাদের পথের দিশারী বানাও এবং সকল বিষয়ে এথেকে তোমরা আলো গ্রহণ করো। আর হাদীসকে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় পরিহার করবে না কারণ এগুলো অনেক কাজের জিনিষ এবং অনেক কষ্টে এর ভান্ডার গড়ে উঠেছে। কিন্তু হাদীসের কোন কথা যদি কুরআনের ঘটনাবলীর সাথে বিরোধ রাখে তাহলে এমন হাদীসকে পরিত্যাগ কর, যেন তোমরা ভ্রষ্টতায় নিপতিত না হও। পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কাজেই এ পবিত্র বাণীর যথাযথ মূল্যায়ণ করো। কোন বস্তুকে এর ওপর প্রাধান্য দিবে না। কেননা সকল প্রকার সদাচরণ ও সততা এর ওপরই নির্ভরশীল'। অর্থাৎ সততা ও সদাচরণের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাতেই নিহিত। 'তত্ত্বজ্ঞান ও তাক্বওয়ার প্রতি যতটা একজন মানুষের বিশ্বাস থাকবে সেই অনুপাতে ঐ ব্যক্তির কথা মানুষের মনে প্রভাব ফেলবে'। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও খোদাভীতি যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের কথায়ও প্রভাব পড়বে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে তিনি (আ.) বলেন, 'নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখ! যাদের পোষাক-পরিচ্ছদ উন্নত এবং যারা ধনাঢ্য ও সম্পদশালী কেবল তারাই আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় নয় বরং প্রিয় তারা– যারা ধর্মীয় বিষয়কে পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দেয় এবং সম্পূর্ণরূপে খোদার হয়ে যায়। কাজেই তোমরা এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হও পূর্বোক্ত বিষয়ের প্রতি নয়'। অর্থাৎ পার্থিবতার মোহে আকৃষ্ট হয়ো না বরং ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দাও। যদিও তাঁর সময় জামাতের সদস্যদের মাঝে প্রভূত পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তথাপি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জামাতের বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমি গভীর ভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হই। কেননা, অবস্থা এখনো অনেক দুর্বল এবং এক্ষেত্রে এখনো অনেক পথ পাড়ি দেয়া বাকী আছে। কিন্তু যখন আমি, আমাকে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন আমার মনোবেদনা আশায় বদলে যায়। তাঁর প্রতিশ্রুতি সমূহের মাঝে এটিও একটি, **وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** *(সূরা আলে ইমরান:৫৬)'* অর্থ: যারা তোমার অনুসরণ করেছে তারা অস্বীকারকারীদের ওপর কিয়ামত-কাল পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করবে। সে সময়ই যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমন দুঃচিন্তা থেকে থাকে এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন তবে, এতকাল পর এখন আমাদের আরো অধিক চিন্তিত হওয়া উচিত। কোথাও আবার কালের ব্যবধানে আমাদের অবস্থার অবনতি না ঘটে। কাজেই অনেক ভাবা উচিত এবং অনেক বেশি আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। 'এ কথা সত্য যে, তিনি আমার অনুসারীদেরকে আমার অস্বীকারকারী ও বিরোধীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করবেন কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, কেবল আমার হাতে বয়আত করলেই কোন ব্যক্তি অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত হয় না। নিজের মাঝে অনুসরণের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না করা পর্যন্ত সে অনুসারীদের দলভূক্ত হতে পারে না। আনুগত্য শব্দটি ততক্ষণ প্রজোয্য

হতে পারে না যতক্ষণ পূর্ণ আনুগত্য না করবে অর্থাৎ এমন আনুগত্যে বিলীন বা আত্মবিলীনতার গুণে গুণান্বিত হয়ে সে পদাঙ্ক অনুসরণ না করবে'। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য এমন একটি জামাত নির্ধারণ করে রেখেছেন যা আমার আনুগত্যে বিলীন হবে এবং পরিপূর্ণরূপে আমার অনুসরণ করবে। এতে আমি আশ্বস্ত হই এবং আমার কষ্ট আশায় রূপান্তরিত হয়'।

তিনি (আ.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি আমার দৃষ্টি রয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্-ই আমার প্রশান্তি ও সান্ত্বনার বিধান করেন। জামাত যখন দুর্বল এবং অনেক তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এমতাবস্থায়, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অটুট সম্পর্ক বন্ধন রচনা করো এবং তাঁকেই প্রাধান্য দাও। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জামাতকে আদর্শ জ্ঞান করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর'।

তিনি (আ.) ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদীর ওপর প্রাধান্য দেয়া সম্পর্কে বলেন, 'স্মরণ রাখবে, জামাতে অন্তর্ভূক্ত কোন ব্যক্তি যদি পার্থিব রীতিনীতিই অনুসরণ করে, তবে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সে এ জামাতের অন্তর্ভূক্ত নয়। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সে-ই এ জামাতের অন্তর্ভূক্ত যে জগত-বিমুখ। কেউ এমনটি মনে করবেন না যে, আমি এমন ধারণার কারণে ধ্বংস হয়ে যাব। এরূপ ধারণা খোদাপ্রাপ্তির পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লার হয়ে যায় খোদা এরূপ ব্যক্তিকে কখনো বিনষ্ট করেন না। বরং খোদা স্বয়ং তাঁর অভিভাবক হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা পরম দয়ালু, অতএব যে ব্যক্তি তাঁর পথে কিছু হারায় সে-ই কিছু পায়। আমি সত্য সত্যই বলছি, খোদা তাদেরকেই ভালবাসেন এবং তাদের সন্তানরাই কল্যাণমন্ডিত হয়ে থাকে যারা খোদা তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলেন। কেউ আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার আজ্ঞাবহ অথচ তাদের সন্তানরা বিনষ্ট হয়ে গেছে এমনটি কখনো হয়নি আর হবেও না। কেবল ঐসব লোকদের ইহজীবন ধ্বংস হয় যারা খোদা তা'লাকে পরিত্যাগ করে এবং পার্থিবতার মোহে আচ্ছন্ন হয়। একথা কি সত্য নয় যে, সব কিছুর লাগাম আল্লাহ্ তা'লার হাতে? তিনি ব্যতীত কোন মামলা জয় করা সম্ভব নয় এবং কোন সাফল্য আসতে পারে না, কোন ধরনের সুখ-স্বাচ্ছন্দও লাভ হতে পারে না। সম্পদ থাকতে পারে কিন্তু কে বলতে পারে, মৃত্যুর পর তাঁর সম্পদ অবশ্যই তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের কাজে আসবে? এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর এবং নিজেদের মাঝে এক নব পরিবর্তন সাধন কর'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামাতকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা যারা আমার সাথে সম্পৃক্ত, স্মরণ রেখ! প্রত্যেকের সাথে তোমরা সহমর্মিতার আচরণ করবে, তা সে যে ধর্মের-ই হোক না কেন। সকল বৈষম্যের উর্ধ্বে থেকে প্রত্যেকের সাথে সদাচরণ কর কেননা এটিই কুরআনের শিক্ষা। وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (সূরা আদ্ দাহ্‌র-৯) অর্থ: এবং তারা এতিম, অভাবী এবং বন্দীদেরকে স্ব-প্রণোদিত হয়ে খাবার খাওয়ায়'।

[মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর যুগে] যারা যুদ্ধবন্দী হয়ে আসতো তাদের অধিকাংশ-ই ছিল অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের পরম সহানুভূতি দেখুন! আমার মতে পূর্ণ নৈতিক শিক্ষা ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মে নাই।

তিনি (আ.) আরও বলেন, 'যখন আমি আরোগ্য লাভ করবো (তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন) নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করব'। যাহোক, তিনি (আ.) আরও বলেন, 'আমি, এতে আমার আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখতে চাই যেন আমার জামাতের জন্য একটি উৎকর্ষ শিক্ষামালা সাব্যস্ত হয় আর যেন এতে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথগুলো বিধৃত হয়। আমি অনেক দুঃখিত হই যখন প্রায়শঃই দেখি বা শুনি যে, কারো দ্বারা এ কাজ সংঘটিত হয়েছে বা কারো দ্বারা ঐ কাজ। এসব কথায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমি জামাতকে এখনও সেই শিশুর ন্যায় দেখছি যে দু'পা হাটতে গিয়ে চার বার পড়ে যায়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, খোদা তা'লা এ জামাতকে উৎকর্ষতা দান করবেন। তাই তোমরাও চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সংগ্রাম এবং দোয়ায় রত থাক যেন খোদা তা'লা অনুগ্রহ করেন, কেননা তাঁর অনুগ্রহ বিনে কিছুই সম্ভব নয়। যখন তাঁর অনুগ্রহবারি বর্ষিত হয় তখন তা সকল পথই উন্মুক্ত করে দেয়'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিশেষ দোয়া ও দৃষ্টির কারণে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় এই জামাত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ পরিপক্কতা লাভ করেছে। সেই দোয়া ও আকাঙ্খাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও আল্লাহ্ তা'লা পূর্ণ করেছেন এবং তিনি তাঁর সাহাবীদের উত্তম আদর্শ দেখেছেন আর এ যুগেও আল্লাহ্ তা'লা তা পূর্ণ করে যাচ্ছেন। কিন্তু কালের প্রবাহে কতক পাপও শেকড় গজাচ্ছে। অহংকার, স্বার্থপরতা প্রভৃতির মত কতক ঘৃণ্য বিষয়ও কোন কোন স্থানে উল্লেযোগ্যভাবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে; যেমনটি কিনা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা-মোকাদ্দমা, ঝগড়া-বিবাদ এবং হিংসা-বিদ্বেষ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এদিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। অতএব কেউ যদি সত্যিকার অর্থেই মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের অর্ন্তভূক্ত আখ্যায়িত হতে চায় তাহলে প্রতিনিয়ত নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের জ্ঞান যদি উপযুক্ত সময়ে আমাদের নৈতিক আদর্শ প্রকাশ না করে তাহলে এমন জ্ঞান দিয়ে কি লাভ? যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'তোমরা তবলীগ করে থাক, অন্যদের সদুপদেশ দাও কিন্তু যখন সময় আসে তখন তোমাদের ব্যবহারিক জীবনে তার ছাপ দেখা যায় না। তোমাদের নিজেদের অবস্থায় এর প্রতিফলন ঘটে না'। অতএব কাজের জ্ঞান কেবল সেটিই যার প্রতিফলন নিজেদের ব্যবহারিক জীবনেও ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পারস্পারিক সম্পর্কের গন্ডিতে আমাদের ভেতর-বাহির এক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান নিরর্থক। বর্তমানে যখন কিনা জামাতের বিরুদ্ধে বিরোধিতাও তুঙ্গে, তখন সর্বস্তরে আমাদের ব্যক্তিস্বার্থ ও কামনা-বাসনাকে পিছনে ফেলে ঐক্যের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'লা এই জামাতকে সাহাবীদের আদর্শে পরিচালিত করতে চান'। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর শক্তি ও সামর্থ দান করুন।

গত জুমুআয় সানী খুতবার সময় আমার কাশী কিছুটা দীর্ঘ হওয়ায় অনেকে বিচলিত হয়েছেন। অনেক ফ্যাক্স এবং চিঠিও এসেছে। আরব দেশসমূহ থেকেও এসেছে যে আমাদের জন্য আর অপেক্ষা (ধৈর্য ধারণ) করা সম্ভব নয়। এমন আরো অনেক দেশ থেকেও এসেছে। আর এর সাথে এত ব্যবস্থাপত্রও এসেছে, যদি আমি সবগুলো ব্যবহার করা আরম্ভ করি তাহলে হয়ত আমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়বো। যাহোক, মানুষ তাদের পক্ষ থেকে নিজেদের আন্তরিক আবেগ প্রকাশ করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। এই সকল ছোঁয়াচে রোগ ভাল হতে কিছুটা সময় লেগেই থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবেও হোমিও চিকিৎসা করছি এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারেও চিকিৎসা নিচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। দোয়ায় স্মরণ রাখবেন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

হযরত সোলায়মান (আ.)

মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন

আল্লাহ্ হযরত দাউদ (আ.)-কে দান করেছিলেন হযরত সোলায়মান (আ.)-কে, তিনি আল্লাহ্‌র বড়ই চকৎকার বান্দা ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র দিকে বার বার ঝুঁকতেন। হযরত সোলায়মান (আ.) পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজ্য পুন:বিন্যস্ত করে সুদৃঢ় করছিলেন এবং তাঁরা উভয়ে বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মু'মিন বান্দা থেকে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা হযরত সোলায়মান (আ.)কে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাকে প্রত্যেক আবশ্যকীয় বস্তু দিয়েছিলেন। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য অনুগ্রহ। তিনিও একজন মহা রাষ্ট্রনায়ক এবং উত্তম নৃপতি ছিলেন। স্বদেশের ব্যবসা বাণিজ্য তিনি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং উন্নীত করেছিলেন। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর রাজ্য এক দিকে উত্তরে সিরিয়া থেকে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব উপকুল বাহিয়া একেবারে লোহিত সাগর পর্যন্ত এবং অপরদিকে আরব সাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এলাকা জুরে বিস্তৃত ছিল। বস্তুত: ইসরাঈলী সাম্রাজ্য হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সময়ে সম্পদে শক্তিতে, ধনে, জনে ও মানে-মার্যাদায় চরম উন্নতি লাভ করছিল। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর বিরাট সমুদ্রগামী বাণিজ্যবহর ছিল, শিল্প ও কারিগরী বিদ্যা তাঁর আনুকূল্যে প্রসার লাভ করেছিল। তিনি অসভ্য ও দূধর্ষ জংলী বিদ্রোহী পর্বত্য জাতিগুলিকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে তাদেরকে রাজ্যের অনেক কাজ কর্মে লাগিয়েছিলেন। তিনি একজন সম্পদশালী, শক্তিধর সুসভ্য রাজ্যাধিপতি হওয়া ছাড়াও হযরত সোলায়মান (আ.) ছিলেন ইসরাঈলী শাসকদের মধ্যে একজন অনুপম নির্মাণাবিদ। নির্মাণ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মাণ শিল্প খুব উন্নতি সাধন করছিল।

যেরুযালেমের বিখ্যাত উপাসনালয়টি স্থাপত্য ক্ষেত্রে তাঁর অত্যুচ্চ রুচি-বোধের পরিচয় বহন করে। এই উপাসনালয়ই ইসরাঈলীদের 'কিবলায়' উপাসনার কেন্দ্র স্থলে পরিণত হয়েছিল।

হযরত সোলায়মান (আ.) এর সওদাগরী জাহাজ বা বড় নৌকাগুলি পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর এবং ভূমধ্য সাগরে সচরাচর চলাচল করতো এবং পারস্য উপসাগর ও উক্ত দুই সাগরের চারদিকে অবস্থিত দেসমূহ এবং প্যালেষ্টাইনের মধ্যে নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতো। তিনি তাইর (Tyre) এর রাজা হিরাম (Hiram) এর সাথে যৌথ মালিকানায় সমুদ্রগামী জাহাজের এক বহর চালাতেন। জাহাজগুলি ভূমধ্য সাগরের বন্দরসমূহে নিয়মিতভাবে বাণিজ্য করতো এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, বানর এবং ময়ূর নিয়ে আসতো। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আদেশে সেই সকল বশীভূত অ-ইসরাঈলী লোকদেরকে বিভিন্ন কষ্ট সাধ্য কাজে লাগান হয়েছিল। তারা সুতার, কামার, ডুবুরী ইত্যাদির কাজ করতো। যারা তাঁর জন্য ডুবুরীর কাজ করতো তাদেরকে বাহরাইন ও মস্কটের ডুবুরীদের প্রতি ঈশারা করে, যারা পারস্য উপসাগরের মণি-মুক্তা আহরণ করতো। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সময় অনুরূপ কাজের জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হতো।

নামল উপত্যাকায় সফল : 'নামল ইয়েমেনে অবস্থিত। সবার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় হযরত সোলায়মান (আ.) যখন এই উত্যকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন সেখানে নামল উপজাতির লোকেরা বসবাস করতো।

একদা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সামনে তিনটি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদেরকে একত্রিত করা হলো। তাদের মধ্যে প্রথম শাখা 'তায়ের' অর্থাৎ পাখী। যে সকল পাখীদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধের সময় সংবাদ বাহনের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। উহারাও তাঁর সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিগণিত ছিল এবং পাখীর ঝাঁক হযরত সোলায়মান (আ.)-এর বিজয়ী সেনাবাহিনীর পশ্চাতে আসতো এবং তাঁর পরাজিত শত্রুর সৈন্যের মৃত লাশগুলির ভোজ উৎসব করতো।

দ্বিতীয় শাখায়, সাধারণ মানুষের একটি দল ছিল। তারাও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অশ্বরোহী সেনাবাহিনী ছিল। তৃতীয় শাখায় 'জিন' অর্থাৎ পর্বত শ্রেণী বা অন্য জাতি। তারা সেনাবাহিনীর বিশেষ শাখা ছিল। তারা পৃথক ভাবে দলবদ্ধ হল, এবং সুদক্ষ ও সুশৃংখল বাহিনীর মত দুর্বার অগ্রযাত্রা করলো। তাদের অগ্রভাগকে রুখে দেওয়া হল যাতে তাদের পাশ্চাদভাগ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। এমন কি যখন তারা নামল উপত্যকায় পৌঁছলো। তখন তাদের এক নেতা নামলীয় বললো, হে নামলীয়রা তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সোলায়মান ও তার সেনাদল তারা তাদের অজ্ঞতা সারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে (২৭ ; ১৯)। তখন হযরত সোলায়মান (আ.) তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও তাঁর সেনা বাহিনীর ক্ষমতা ও সাধুতা সম্বন্ধে নামল বাসী লোকটির সুধরানো বিষয়টিতে খুশী হলেন এবং বললেন, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে সামর্থ দাও যেন আমি তোমার নেয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি। যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে দিয়েছ এবং যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পসন্দ কর এবং তুমি তোমার রহমতের দ্বারা আমাকে নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর (২৭ :২০)।

হুদ্ হুদ্ : হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জনগণের মধ্যে হুদ্ হুদ্ খুব প্রচলিত

জনপ্রিয় নাম ছিল। অনেক ইজেমাইট রাজার নাম এরূপ ছিল। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর এক পুত্রেরও এ নাম ছিল। অনুরূপভাবে এক ইজেমাইট রাজপুত্র যে, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নির্বিচার হত্যার ভয়ে মিশরে পালিয়ে গিয়েছিল, সেও এ নামে পরিচিত ছিল। সাবার রানী বিলকিসের পিতার নামও হুদ্ হুদ্ বলে কথিত আছে। সেই হুদ্ হুদ্ আল্লাহ্‌র একত্বের সম্বন্ধে জ্ঞান বিশারদ ছিল। সে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা এবং সেনাপতি ছিল, যার উপর হযরত সোলায়মান (আ.) সারা দেশের রানী বিলকিসের নিকট গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়িত্ব অর্পন করছিলেন। তখনকার যুগে দুত বিনিময় বেশ প্রচলিত ছিল।

সাবার রানী বিলকিস : হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.) পাখীদের ভাষা বুঝতে পারতেন হযরত সোলায়মান (আ.) পক্ষীকুলের পরিদর্শন করলেন, তখন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে এবং হুদ্ হুদ্‌কে নীরিক্ষা করলেন। রাজকীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা প্রধান সেনাপতি হুদ্ হুদ্, গুরুত্বপূর্ণ সময় অনুপস্থিত ছিল, এ জন্য তিনি তাঁর সম্বন্ধে বার বার জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ব্যাপার কি? আমি যে হুদ্ হুদ্‌কে দেখতেছিনা, সেকি জেনে বুঝে অনুপস্থিত আছে? নিশ্চয় আমি তাকে কঠোর শাস্তি দিব অথবা যবেহ করবো; আর না হয় সে আমাকে অনুপস্থিতির কারণ দর্শাবে (২৭ : ২১-২২)।

এদিকে সাবার রানী বিলকিস অতি উন্নত জাতিকে শাসন করতেন, যারা সভ্যতার এক উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল এবং তাঁর আয়াত্তে ঐ সমস্ত উপকরণ ছিল যা তাকে এক শক্তিশালী রানীরূপে প্রতিষ্ঠিত করছিল। সাবার অধিবাসীরা সূর্য এবং নক্ষত্রের পূজা করতো, যা ইরাক থেকে ইয়েমেনে আমদানীকৃত ধর্ম বিশ্বাসের অনুরূপ ছিল, কারণ ইয়েমেনবাসীরা পারস্য উপসাগর ও সমুদ্র পথে ইরাকবাসীদের নিকটতর সংসর্গে ছিল। সানা থেকে তিনদিনের পথের দূরত্বে সাবা ইয়েমেনের অন্তর্গত একটি শহর ছিল এবং এখানে সাবার রানী বিলকিসের রাষ্ট্রীয় সদর দপ্তর ছিল। অধিকন্তু কাহ্‌তানি উপজাতির এক বিখ্যাত গোত্রের নামও সাবা।

হযরত সোলায়মান (আ.) স্বল্পক্ষণই অবস্থান করলেন, ইতিমধ্যে হুদ্ হুদ্ এসে উপস্থিত হলো এবং সে বললো, আমি এমন এক বিষয় অবগত হয়েছি যা আপনি অবগত হন নি এবং সে বলল, আমি আপনার নিকট সাবা থেকে নিশ্চয় এক সংবাদ এনেছি (২৭ : ২৩)। আমি এক রমনীকে তাদের উপর এক রাজত্ব করতে দেখেছি এবং তাকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটি বিরাট সিংহাসন আছে (২৭ ; ২৪)। আমি তাদেরকে ও তার জাতিকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্য্যকে সেজদা করতে দেখেছি এবং শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের নিকট সুন্দর করে দেখিয়েছে তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। ফলে তারা হেদায়াত পায়নি (২৭ ; ২৫) এবং তারা বদ্ধপরিকর যে, তারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করছে না, যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেক গুপ্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন; বস্তুত: মানবজাতি যা কিছু গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে সব কিছুই তিনি জানেন, আল্লাহ্ তিনি যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি আরশের অধিপতি (২৭ :২৬-২৭)।

পত্র : হযরত সোলায়মান (আ.) বললেন, আমরা অবশ্যই দেখবো, তুমি সত্য বলছো অথবা তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত, (২৭ : ২৮)। তুমি আমার এ পত্রটি লয়ে যাও এবং তাদের সামনে পেশ কর, অত:পর তাদের নিকট থেকে সরে পর এবং দেখ তারা কি উত্তর দেয় (২৭ : ২৯) তখন হুদ্ হুদ্ তাঁর নিকট থেকে পত্র বহন করে নিয়ে গেলেন এবং প্রতিনিধিরূপে বাক্যালাপ করলেন।

হযরত সোলায়মান (আ.)-এর পত্রখানা এরূপ এক চমৎকার নমুনা যে এক গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক উদ্দেশ্যকে অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষা বর্জিত অল্প কয়টি কথার মধ্যে সংক্ষিপ্ত ছিল। সেই সময়ে রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে মাথা উঁচু করবার সম্ভাব্য বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণাৎ এ পত্র সরাসরি এক হুঁশিয়ারী ছিল এবং রক্তক্ষয় এড়াতে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য ও ছিল এ পত্রে আমন্ত্রণ।

তখন রানী বললেন, 'হে প্রধানগণ! আমার সামনে একটি সম্মানিত পাত্র পেশ করা হয়েছে (২৭ : ৩০)। ইহা সোলায়মানের নিকট থেকে এবং এটা আল্লাহ্‌র নামে, যিনি আযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময় (২৭ : ৩১)। এতে বলা হচ্ছে যে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করোনা এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার নিকট আস (২৭ : ৩২)।

রানী বললো হে প্রধানগণ! তোমরা আমার বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দেও। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আমার সামনে পরামর্শ দেয়ার জন্য হাযির হও, আমি কখনো কোন ফয়সালা করি না (২৭ : ৩৩)।

তারা বললো, আমরা অতি শক্তিশালী এবং কঠোর যুদ্ধা, কিন্তু আদেশ দান করা আপনার কাজ, সুতরাং চিন্ত করে দেখুন আপনি কি আদেশ দিবেন (২৭ : ৩৪)।

রানী বললেন, বাদশাহ্‌গণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তারা তাকে ধ্বংস করে দেয় এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করে এবং তারা এরূপই করে থাকে (২৭ : ৩৫)। এবং নিশ্চয় আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাবো, অত:পর দেখবো যে আমার দূতগণ কি উত্তর লয়ে আসে (২৭ : ৩৬)।

রানীর উপহার পাঠাবার ব্যবহারে হযরত সোলায়মান (আ.) খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি এতে অপমান বোধ করছিলেন। তিনি রানীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য চিটি লিখেছিলেন, আর জবাবে তুচ্ছ উপহার প্রদান করা হয়েছিল। সাবার অধিবাসীরা প্রথমে হয়তো হযরত সোলায়মান (আ.)-এর রাজ্য আক্রমণ করতে চেয়েছিল এবং উপহার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু রানী তাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, প্রথমে আক্রমণ করে যুদ্ধ সূচনা করা উচিত নয়। তোমরা অপেক্ষা কর আমি কিছু উপঢৌকন পাঠিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিবো, সে কারণে রানী কর্তৃক উপহার প্রেরণ তাঁকে মনক্ষুন্ন ও বিরক্ত করছিল। সাধারণ অবস্থায় উপঢৌকন পাঠালে হয়তো তিনি খুশী হতেন; কিন্তু এ উপঢৌকন থেকে তো হযরত সোলায়মান (আ.)-এর প্রতি লোভ লালসার দোষারোপ করার গন্ধ আসতেছিল।

যখন দূতগণ হযরত সোলায়মান (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হলো তখন তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দ্বারা

সাহায্য করতে চাও? তাহলে স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে তিনি যা দিয়েছেন তা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। তথাপি মনে হয় যে, তোমরা তোমাদের উপঢৌকন গর্বিত (২৭ : ৩৭)। তাদের নিকট ফিরে যাও এবং বলো যে, নিশ্চয় আমরা তাদের নিকট এমন এক বড় সৈন্য বাহিনী লয়ে আসবো যে তারা এর মোকাবিলা করতে সমর্থ হবে না এবং আমরা অবশ্যই তাদেরকে তথা হতে অপদস্থ করে বের করে দেবো এবং তাদেরকে তুচ্ছ হতে হবে (২৭ : ৩৮)।

রানীর সিংহাসন : হযরত সোলায়মান (আ.) সাবার যাত্রাপথে যেখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন, সে স্থানকে মাকামিকা বলা হয় এবং সেখানেই তিনি সাবার রানীকে প্রেরিত তাঁর দ্বিতীয় পত্রের উত্তর নিয়ে দূতের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করতেছিলেন এবং তিনি সাবার রানীর জন্য একটি সিংহাসন নির্মাণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সে যুগে প্রচলিত প্রথা ছিল, যখন এক রাষ্ট্রের শাসনকর্তা আর এক রাষ্ট্রের শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন তখন রাজকীয় অতিথির অভ্যর্থনার জন্য একটি পৃথক সিংহাসন নির্মাণ করা হতো। হযরত সোলায়মান (আ.) ও রানীর অভ্যর্থনার জন্য এক সিংহাসনের নির্মাণের জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। এটাকে স্ত্রীলিঙ্গের সিংহাসন বলা হয়েছে, কারণ এটা বিশেষভাবে রানীর ব্যবহারের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। তিনি বললেন, 'হে প্রধানগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কে আছে যে তারা অনুগত হয়ে আমার নিকট হাযির হবার পূর্বে তার সিংহাসনে আমার নিকট নিয়ে আসবে (২৭ ; ৩৯)? তখন অসাধারণ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এক শক্তিশালী সরদার বললো, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠবার পূর্বেই আমি তা আপনার নিকট নিয়ে আসবো এবং নিশ্চয় আমি এ কাজ করতে ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত (২৭ : ৪০)। তখন একজন রাজস্বমন্ত্রী বললো, আমি আপনার নিকট এটা আপনার চক্ষুর পলক ফেলার অর্থাৎ আপনার দূত ইয়েমেন থেকে আপনার নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই নিয়ে আসবো।

যখন হযরত সোলায়মান (আ.) তাকে নিজের সামনে সংস্থাপিত দেখলেন, তখন তিনি বললেন, এটা আমার প্রভুর এক অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা করি অথবা কৃতজ্ঞতা করি এবং যে কৃতজ্ঞতা করে সে নিজের কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞতা করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা করে সে জেনে রাখুক যে আমার প্রতিপালক অসীম সম্পদশালী পরম দাতা (২৭ : ৪১)।

হযরত সোলায়মান (আ.) রানীর জন্য সিংহাসন নির্মাণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে সিংহাসনটিকে এমন সৌন্দর্য মন্ডিত করে প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা এ সিংহাসনকে অধিক সুন্দর কর এবং রানীর সিংহাসনকে তার জন্য সাধারণ তুচ্ছ করে দেখাও, আমরা দেখবো যে, সে হেদায়াত পায় অথবা ঐ সকল লোকের অন্তর্গত হয় যারা হেদায়াত পায় না (২৭ : ৪২)। অত:পর যখন রানী আসলেন তখন বলা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই?

রানী বললেন, মনে হয় এটা যেন তাই। আসালে আমাদেরকে এর পূর্বেই জ্ঞানদান করা হয়েছিল, আমরা পূর্বেই আত্মসমর্পিত হয়ে গিয়েছিলাম (২৭ : ৪৩)। এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তিনি যার ইবাদত করতেন তা থেকে হযরত সোলায়মান (আ.) তাকে বিরত রাখলেন, নিশ্চয় রানী কাফের জাতির অন্তর্গত ছিল (২৭ : ৪৪)।

হযরত সোলায়মান (আ.) চেয়েছিল যে, রানী প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করুক এবং সত্যের প্রতি ঈমান আনুক। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞতার সাথে এমন উপায় অবলমস্বন করছিলেন যাতে অভিজাত এবং বিচক্ষণ এ রাণী আপন পথ ভ্রান্ত বুঝতে পারেন।

এ দৃষ্টি কোন থেকে হযরত সোলায়মান (আ.) রানীর জন্য সিংহাসনটি নির্মাণ করছিলেন। তার নিজ সিংসান যার জন্য রানী গর্ববোধ করতো, উহা থেকেও এটাকে সর্বতোভাবে অধিক সৌন্দর্যমন্ডিত এবং উৎকৃষ্টতর করা হয়েছিল। হযরত সোলায়মান (আ.) সে জন্য এরূপ করছিলেন যাতে রানী উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি (আ.) আল্লাহ্‌র প্রেরিত ছিলেন এবং তাকে রানী অপেক্ষা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সহজাত গুণাবলীর অধিকতর প্রাচুর্যে ভূষিত করা হয়েছে।

সোলায়মানী মহল : হযরত সোলায়মান (আ.) রানীর জন্য একটি প্রাসাদ নির্মান করেছিলেন। প্রাসাদের প্রবেশে পথ কাঁচের আস্তরণ দ্বারা আবৃত করা হয়েছিল যার তলদেশ দিয়ে স্ফটিক তুল্য স্বচ্ছ শ্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল। রানীকে বলা হল, তুমি এ মহলে প্রবেশ কর। যখন রানী তা দেখলেন তখন উহাকে তিনি এক ঢেউ খেলানো গভীর জলাশায় মনে করলেন এবং তিনি নিজের নলাদয় থেকে কাপড় উঠিয়ে নিলেন।

হযরত সোলায়মান (আ.) বললেন, এটা একটি স্বচ্ছ শীশা খচিত মহল। তখন রানী বল্লেন, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রানর উপর যুলুম করছি; আমি সোলায়মানের সাথে সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করলাম (২৭ : ৪৫)।

এর পরিকল্পিত কৌশল দ্বারা হযরত সোলায়মান (আ.) রানীর মনোযোগ এ বাস্তব ঘটনার প্রতি পরিচালিত করছিলেন যে, কাঁচের আস্তরণকে তিনি যেমন পানি বলে ভুল করছিলেন, ঠিক সেই রূপ সূর্য এবং অন্যান্য আসমানী অস্তিত্ব সমূহ যেগুলিকে তিনি পূঁজা করতেন সেগুলি আলোর প্রকৃত উৎস নয়। এরা কেবল আলো বিকরণ করে, কিন্তু ঐগুলি নির্জীব পদার্থ। সর্বশক্তিমান খোদা তাআলা উহাদেরকে আলো দ্বারা বিভূষিত করেছেন যা তারা বিস্তীর্ণ করে। এভাবে হযরত সোলায়মান (আ.) তাঁর পরিকল্পিত লক্ষে কৃত কার্য হয়েছিলেন। সাবার রানী তার ভুল স্বীকার করেছিলেন এবং কাঠ ও পাথর তৈরী প্রতিমার উপাসনা ছেড়ে এক আল্লাহ্‌র তৌহিদে তথা তাঁর একত্বে ঈমান এনেছিলেন।

সাবাতের ঘটনা : সানা থেকে প্রায় তিন দিনের পথ দূরে ইয়েমেনের একটি শহর ছিল সাবা। সানাকে মাআরিব ও বলা হতো। এখানে সাবার রানী বিলকিসের রাষ্ট্রীয় সদর দপ্তর ছিল। পুরাতন বিধানে এবং গ্রীক রোমান ও আরবি সাহিত্যে বিশেষভাবে দক্ষিণ আরবের খোদিত শীলালিপি গুলিতে এ শহরের নামটি উল্লেখ প্রয়াশ: দৃষ্ট হয়েছে। সাবার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্ বহু বহু আশীর্বাদে ভূষিত করছিলেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের জীবন পূর্ণ ছিল। তারা উন্নত সভ্য ছিল। সে ব্যবস্থা ও বাঁধ নির্মাণ দ্বারা নদ-নদীর সদ্ব্যবহার করে সারা দেশেকে তারা বাগানে পরিণত করছিল। কৃষি কর্মে সুবিধার জন্য এ খাল ও বাঁধের মধ্যে মা'আরিবের বাঁধ' অত্যন্ত প্রসদ্ধি ছিল। ফারওয়াহ বিন মালিকের

বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করে তিরমিযী বলেছেন যে, হযরত নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, সাবা কোন দেশের বা কোন মেয়ে লোকের নাম কিনা।

মহানবী (সা.) বললেন, 'এটা কোন দেশের বা কোন কোন স্ত্রীলোকের নামও নয়। এটা ইয়েমেনের একজন লোকের নাম যার দশজন পুত্র ছিল। ছয় পুত্র ইয়েমেনেই থেকে গলো আর চার জন সিরিয়াতে গিয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে রয়ে গেল (তাজ) (২৩৮৩)।

সাবার জন্য তার নিজ আবাস ভূমিতে এক নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। তাদের দুইট বাগান ছিল, একটি ছিল ডানদিকে, অপরটি ছিল বামদিকে। আল্লাহ্ বললেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া রিযিক হতে খাও এবং তাঁর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমাদের শহর একটি সুন্দর শহর এবং তোমাদের প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল (৩৪ : ১৬)। কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিল; তখন আল্লাহ্ তাদের উপর এক প্রবল ধ্বংসকারী প্লাবন পাঠিয়ে দিলেন (৩৪ :১৭)। এক ভয়াবহ প্লাবন সৃষ্টিকারী বৃষ্টি এসে উপত্যকায় স্রোত ধারার উপর নির্মিত মা'আরিবে বাঁধকে ভাসিয়ে নিল। বহুদূর ব্যাপিয়া চতুর্দিকের সবকিছু বন্যার তোড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। অথচ এ বাঁধই সাবাবাসীদেরকে উন্নতির মূলে ছিল এবং তাদের সেই সুন্দর সুন্দর কুঞ্জবন, মনোরম বাগান, মন মাতানো শ্রোতস্বিনী ও মহান শিল্প কর্মগুলি পরিত্যক্ত আবর্জনার স্তুপে পরিণত হল। অত:পর আল্লাহ্ বিস্বাদ ফল, ঝাউ এবং অল্প কিছু কুল বৃক্ষ বিশিষ্ট দুইটি বাগান দান করলেন। এ বাঁধটি ছিল দুই মাইল দীর্ঘ এবং একশত বিশ ফুট উঁচু। প্রথম বা দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতাব্দীতে এই ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছিল ২৩ : ৮৪)। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন এ প্রতিফল দিয়েছিলেন এবং তিনি কেবল অকৃতজ্ঞ লোকদেরকেই এরূপ প্রতিফল দিয়ে থাকেন (৩৪ : ১৮)।

জেরুযালেমের শহরগুলি হযরত সোলায়মান (আ.) এর শাসন কার্যের কেন্দস্থল ছিল। এগুলির সাথে সাবাবাসীদের অর্থনৈতিক লেনদেন ও লাভজনক ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। শহরগুলি এমন কাছাকাছি ছিল যে, একটি থেকে অপরটি দৃষ্টিগোচর হতো এবং শহরগুলি ছিল বড় বড় সুপ্রসিদ্ধ , উহা ইয়েমেন হতে সিরিয়া ও জেরুযালেম পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ পথের মধ্যে অবস্থিত। এ পথে যাতায়াত ও চলাফেরা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ও নিরাপদ এবং ইয়েমেন হতে সিরিয়া পর্যন্ত যত্রাপথে, হাজার মাওত হতে আয়লা নামক স্থান পর্যন্ত ৭০টি সুন্দর ও উপযুক্ত থামবার স্থান ছিল। এ সুদীর্ঘ সড়ক পথটি ছিল দুই পার্শ্বে বৃক্ষরাজ দ্বারা সুশোভিত ও ছায়া ঘেরা নিরবচ্ছিননন চলার নিরাপদ রাস্তা (৩৫৮৫)। আল্লাহ্ ঐগুলির মধ্যে সফরকে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করে ছিলেন এবং বলেছিলেন যে তোমরা তাতে দিবারাত্রি নিরাপদে সফর কর (৩৪ : ১৯)। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতার করার পরিবর্তে বললো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সফরগুলির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও এবং তারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করলো, সুতরাং আল্লাহ্ তাদের নাম মুছে দিয়ে তাদেরকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করছিলেন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দিলেন। ফলে সম্পদ আহরণের ও অহোরত চলার এ দীর্ঘপথ পরিত্যক্ত ও জনহীন হয়ে গেলো এবং পথিপার্শ্বে বহু শহর-বন্দর ও মঞ্জিল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে থামবার এক মঞ্জিল হতে অন্য মঞ্জিলের দুরত্ব অনেক বেরে গেলো ও নিরপত্তা কমে গেলো। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কতৃজ্ঞ বান্দার জন্য বহু নিদর্শন আছে (৩৪ : ২০)।

সবার অধিবাসীরা নিজেদের কুকর্মের দ্বারা শয়তানের ধারণাকে সত্যায়িত করলো। শয়তান সাবার লোকদের সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করছিল যে, সে তাদেরকে বিপথগামী করতে পারবে (২৩৮৭)।

মূলত, মানুষের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই। মানুষ স্বীয় ভ্রান্ত-বিশ্বাসও অসৎ কাজের দ্বারা নিজেই নিজের আধ্যাত্মিক ধ্বংস ডেক আনে (২৩ : ৮৮)।

ঘোড়ার প্রতি ভালোবাসা : আল্লাহ্ হযরত সোলায়মান (আ.)-কে বহু ধন দৌলত ও শান শওকত দান করেছিলেন। এক বিরাট এলাকা ব্যাপী ছিল তার রাজত্ব। এ কারণে, বিরাট ও শক্তিশালী এক সেনা বাহিনী ছিল তাঁর। সাধারণতই উচ্চ বর্ণের ঘোড়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল, কেননা তাঁর সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী সেনারও বড় অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করতো। ঘোড়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও ভালোবাসার আসল উৎস হলো তাঁর আল্লাহ্‌র প্রেম, কেনন ঐ অশ্বগুলিকে আল্লাহ্‌র নামে জিহাদের কাজে তিনি ব্যবহার করতেন (২৫ : ৩০)। একদিন সন্ধ্যাকালে বাদশাহ্ হযরত সোলায়মান (আ.) অশ্বারোহী সেনাদের কুচকাওয়াজ দেখতে ছিলেন। তাঁর সামনে উৎকৃষ্টতম দ্রুতগামী অশ্বরাজীকে উপস্থিত করা হলো (৩৮ : ৩২)। তখন তিন বললেন, আমি দুনিয়ার উৎকৃষ্ট বস্তুর ভালোবাসাকে একারণে পসন্দ করি যে এরা আমার প্রতিপালককে আমায় স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন কি যখন তারা পর্দার পিছনে গুপ্ত হয়ে গেল (৩৮ : ৩৩) তখন হযরত সোলায়মান (আ.) বললেন, এদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। যখন এরা আসলো তখন তিনি সেনাদের মনে উৎসাহ গোযাবার জন্য এদের পায়ের নলা ও ঘাড়ের উপর হাত বুলাতে লাগলেন (৩৮ : ৩৪)।

রাজ্য খন্ড : আল্লাহ্ হযরত সোলায়মান (আ.) পরীক্ষা করলেন এবং তাঁর সিংহাসনে তাঁর অযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী অপদার্থ দেহ রহবিয়মকে স্থাপন করার ফয়সালা করলেন (৩৮ : ৩৫)। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী রহবিয়াম, যার দুর্বল ও অযোগ্য শাসনের ফলে, হযরত সোলায়মান (আ.) এর এত বড় ও এত শক্তিশালী রাজ্য ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেল (২৩ : ৮২)। হযরত সোলায়মান (আ.) বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্ররা তাঁর রাজ্যের অখন্ডতা রক্ষা করতে পারবে না। তাই তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন (২৫৩২)। তিনি বললে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার ত্রুটি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজ্য দান কর যা আমার পরে অন্য কারও জন্য এর উত্তরাধিকারী হওয়া সমীচীন না হয়, নিশ্চয় তুমি পরমদাতা, ৩৮ : ৩৬)। তাঁর দোয়া আল্লাহ্ কবুল করলেন এবং আধ্যাত্মিক রাজত্ব তাঁকে দান করেছেন। কেননা, তাঁর মৃত্যুর পরে এমন একজন রাজত্ব ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করেন নি, যাকে ক্ষমতা প্রতাপও সম্মানের দিক দিয়ে তাঁর সাথে তুলনা করা যেতে পারে (২৫ : ৩৩)।

হযরত আলী (রা.)

মূলঃ ফজল আহমদ, ইউকে

ভাষান্তরঃ সিকদার তাহের আহমদ

ভূমিকা

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি শিয়া মুসলমান হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) কাররাম আলাহু ওয়াজহাহু (আলাহ তার চেহারাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুগৃহীত করুন) - কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। মহানবী (সা.)-এর পর তারা হযরত আলীর (রা.) প্রতিই বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ইসলামের একেবারে প্রথম পর্যায়ের অল্প কিছু মুসলমানের মধ্যে তিনি অন্যতম। পরবর্তীকালে তিনি ইসলামের চতুর্থ খলিফার দায়িত্ব পালন করেন। পবিত্র কুরআন এবং ইসলামী আইন-কানুন সম্পর্কে তাকে একজন বিশেষজ্ঞ/অথরিটি হিসেবে অত্যন্ত সম্মান করা হতো।

এই প্রবন্ধে আমরা তার জীবন এবং ইসলামে তার ভূমিকা খতিয়ে দেখবো, রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টিও এখানে আলোচিত হবে। এছাড়া, শিয়া-সুন্নী বিভেদের পেছনের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হবে এখানে। এক্ষেত্রে, শিয়া-সুন্নী দুই পক্ষের কাছেই গৃহীত ইতিহাসের কোনো একটিকে চোখ বুঁজে গ্রহণ করার পরিবর্তে একটি ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র অঙ্কনের প্রতিই সবিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে।

পটভূমি

৫৯৯ সালে আরবের মক্কায় আলী বিন আবু তালিব (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ছিল আবু তালিব এবং মা ফাতিমা বিনতে আসাদ। কুরাইশদের বনু হাশিম শাখার নেতা ছিলেন আবু তালিব। মহানবী (সা.) বাল্যকালে তার দাদা শাইবা ইবনে হাশিমের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছেন। তিনি আব্দুল মুত্তালিব নামেই সমধিক পরিচিত। শাইবা ইবনে হাশিমের (আব্দুল মুত্তালিবের) মৃত্যুর পর বালক মুহাম্মদ (সা.) চাচা আবু তালিবের ঘরেই বহু বছর আশ্রয় লাভ করেছিলেন। এরপর তিনি (সা.) ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন। মহানবী (সা.) পরবর্তীতে খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসা দেখাশোনা করেন এবং তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর বিয়ের তিন বছর পর তার চাচাতো ভাই আলীর জন্ম হয়; তখন মহানবীর (সা.) বয়স ছিল ত্রিশ বছর। [*সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে পঁচিশ বছর বয়সে মহানবী (সা.) বিয়ে করেছিলেন। সেই হিসেবে এর তিন বছর পর আলীর জন্ম হলে তখন মহানবীর (সা.) বয়স আঠাশ বছর হওয়ার কথা -- অনুবাদক।*]

মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক

মহানবী (সা.) আবু তালিবের সংসারে প্রতিপালিত হওয়ার সময়ে তাঁর চাচা আবু তালিবের দারিদ্র্য ও কাঠিন্যময় জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই, আলী যখন বাল্যাবস্থায় উপনীত হলো, মহানবী (সা.) তার পরিপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। আলীর উপর তার (সা.) অনেক প্রভাব ছিল। বিশেষত, তিনি (সা.) যখন মক্কার নিকটবর্তী হেরা গুহায় ধ্যান করতে যেতেন, বালক আলীই তখন সেখানে খাবার পৌঁছে দিত। অন্যান্য বিষয়ে অনেকগুলো ওহীর পর মহানবী (সা.) নিম্নোক্ত ওহী পেলেন:

এরপর, সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.) কুরাইশদের সবগুলো গোত্রকে নাম ধরে ডাকলেন এবং তাদেরকে সতর্ক করে বললেন, যদি তারা মন্দপথ পরিত্যাগ না করে, তবে তাদের মাথার উপর ঐশী শাস্তি অপেক্ষমান রয়েছে। (বুখারী)। মহানবী (সা.) তাঁর নিজের পরিবারের এবং বংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন:

"হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, আমি জানি আমার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোনো বাণী নিয়ে আর কোনো আরব তার লোকদের কাছে আসেনি। আমি তোমাদের জন্য এই জগতের এবং পরজগতের উৎকৃষ্টতম বিষয় নিয়ে এসেছি। আলাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন তাঁর প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান করতে। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে কে আমাকে এক্ষেত্রে সাহায্য করবে? কে আমার ভাই হয়ে, আমার কার্য-সম্পাদনকারী বা নির্বাহক হবে? কে আমার উত্তরাধিকারী হবে?"

আলীর (রা.) বয়স তখন ছিল দশ বছর। তার চাচাতো ভাই [মুহাম্মদ (সা.)] এবং আন্টি খাদিজাকে [খালা নাকি ফুপু এটা নিশ্চিত নই-- অনুবাদক] সেজদা করতে দেখে এবং তাদের উপাস্য আলাহর প্রশংসা করতে দেখে আলী কৌতুহলী হলো। এই বিষয়ে সে মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন করলে জবাব এলো: "আমরা অদ্বিতীয় আলাহর ইবাদত করছিলাম। আমিও তোমাকে একইভাবে ইবাদত করতে বলছি। লাত, উজ্জা কিংবা অন্য কোনো মূর্তির প্রতি কখনো মাথা ঝুঁকিয়ো না।"

লাত, উজ্জা এবং অন্যান্য মূর্তিগুলো ছিল স্থানীয় নাবাতিয়ান [Nabatean] গোত্রগুলোর এবং মক্কাবাসীদের প্রধান উপাস্য দেব-দেবী। আর, সেই যুগে এসব

মূর্তিতে কাবাগৃহ পরিপূর্ণ ছিল।

বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর পেয়ে আলী সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হলো। অচিরেই সে ইসলাম গ্রহণ করলো। এক্ষেত্রে স্বাধীন ও মুক্ত পুরুষদের মধ্যে আলীই ছিল প্রথম। হযরত রাসূল (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে বলেছিল:

"আমার চোখে ঘাঁ/ক্ষত এবং আমার পা-দুটো সরু; কিন্তু, হে আলাহর রাসূল, আমি আপনার পাশে থাকবো।"

আলাহর সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর সরাসরি সম্পর্কের বিষয়টি আলী (রা.) জানতো। এক্ষেত্রে কারো মধ্যবর্তীতার প্রয়োজন হয়নি। একই সঙ্গে বসবাসের কারণে আলী তা প্রত্যক্ষ করেছে। মহানবী (সা.) আলী (রা.)-কে ঈমান সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগলেন, তাদের দুজনের মধ্যকার সম্পর্কও ক্রমশ গভীর হতে থাকলো। আলীর ইসলাম গ্রহণের আগেই তার বাবা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। তবে, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততোদিনই তার ভাতিজা মুহাম্মদ (সা.)-কে নিরাপত্তা দিয়ে গেছেন। মক্কার নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া প্রশমিত করার চেষ্টা করে গেছেন আবু তালিব। মক্কার এই নেতারা মনে করতো মুহাম্মদ (সা.)-এর নতুন বাণী [ইসলাম] তরুনদের সঙ্গে তাদের বাবা-মায়ের দূরত্ব সৃষ্টি করবে এবং দাসদের সঙ্গেও তাদের মালিকদের সম্পর্ক নষ্ট করবে।

৬২২ সালে যখন মুসলমানরা জুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হলো, তখন একটি আশঙ্কা ছিল যে, মক্কাবাসীরা হয়তো মহানবী (সা.)-কে আক্রমণ করবে এবং হত্যা করার চেষ্টা করবে। কারণ, তখনো তিনি (সা.) তার ঘরেই অবস্থান করছিলেন। আলী (রা.)-কে তখন বলা হলো মহানবী (সা.)-এর বিছানায় ঘুমাতে, যেন পৌত্তলিকরা মনে করে যে, মুহাম্মদই (সা.) বিছানায় শুয়ে আছে। আর, ইত্যবসরে মহানবী (সা.) নিরাপদে মক্কা থেকে চলে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে আলী (রা.) তার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং আলাহর ফযলে রক্ষা পেয়েছিলেন। কিছু কিছু বর্ণনায় দেখা যায়, কুরাইশ ষড়যন্ত্রকারীরা মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘর ঘেরাও করে রেখেছিল এবং বিছানায় শায়িত আলীকে মুহাম্মদ (সা.) মনে করে হত্যা করার জন্য ঘরে প্রবেশ করেছিল। যখন তারা কম্বল সরিয়ে তরুণ আলীকে দেখলো, তারা হতভম্ব হয়ে গেল। মাঝ রাতে ঐশী নিরাপত্তায় মহানবী (সা.) ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, কুরাইশরা কেউই তা খেয়াল করেনি। বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে, মুশরেক যুবকরা তখন আলীকে (রা.) প্রহার করেছিল এবং আটক করেছিল, এমনকি কেউ কেউ তাকে হত্যা করার কথাও বলছিল। কিন্তু, তার প্রশান্ত হাবভাব দেখে তারা তাকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়।

হযরত আলী (রা.) অবশ্য এরপর আরো তিন দিন সাহসিকতার সঙ্গে সেখানো অবস্থান করেছেন। তার কারণও ছিল। মক্কার লোকেরা তাদের মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী মহানবী (সা.)-এর কাছে আমানত/গচ্ছিত রাখতো। সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই আলীকে সেখানে অবস্থান করতে হয়েছিল। সেই সময়ে, মক্কার অধিকাংশ লোক যদিও ইসলাম গ্রহণ করেনি, তবুও তাদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদই (সা.) ছিলেন সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত ও আমানতদার ব্যক্তি। তাই তারা তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র তার (সা.) কাছে জমা রাখতো। ইয়াসরিবে (মদিনায়) হিজরত করার আগে এসব আমানত ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আলীকেই (রা.) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়টিতে আলীর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাসত্ত্বেও তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবেই পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর চরিত্রে এই নিঃস্বার্থ মনোভাব এবং সাহসিকতার দৃঢ় ছাপ প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মুসলমানদের জামা'ত মদিনায় দশ বছর নির্বাসনে ছিল। এই সময়কালে বিভিন্ন অভিযানে ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন হযরত আলী। এছাড়া, দূত হিসেবেও তাকে ভূমিকা রাখতে হয়েছে। ৬২৪ সালের বদরের যুদ্ধই ছিল তার প্রথম বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ। সেই সময়টাতে মুসলমানরা প্রবল জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। মক্কার লোকেরা মুসলমানদেরকে সমূলে উৎখাত করতে এসেছিল। বদরের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। ইবনে হিশাম ও আল মাগাযির বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি কমপক্ষে ২০ জন মুশরেক হামলাকারীকে হত্যা করেছেন। এমনকি তিনি তাদের চ্যাম্পিওন/বীর যোদ্ধা আল-ওয়ালিদ ইবনে উৎবাকেও হত্যা করেছেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে, সেই যুগের রীতি অনুসারে মক্কার যোদ্ধারা তাদের চ্যাম্পিওনদের সঙ্গে মুসলমান চ্যাম্পিওনদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল। তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে আলী (রা.) সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন।

যাহোক, তাঁর বীরত্বই তাঁর সবকিছু নয়। উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে তিনি সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। তবে তিনি আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন ছিলেন না, অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছিলেন। আবেগের বশবর্তী হয়ে কখনোই তিনি উগ্রতা প্রদর্শন করেন নি। ইসলামের প্রতি দায়িত্ব অনুভব করার কারণে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন।

এমন একটি উলেখযোগ্য ঘটনায় দেখা যায়, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আলী (রা.) একবার এক বিরুদ্ধবাদীকে পরাস্ত করেছিলেন। তিনি যখন তাকে চূড়ান্ত আঘাত করতে যাচ্ছেন, তখন সেই লোকটি হতাশ হয়ে আলীর (রা.) চেহারার উপর থুতু নিক্ষেপ করলো। যারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল, তাদেরকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি (রা.) তার শত্রুকে ছেড়ে দিলেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো: শত্রুকে বাগে পেয়েও কেন তাকে ছেড়ে দিলেন? জবাবে হযরত আলী (রা.) বলেন, তিনি যদি তখন তাকে হত্যা করতেন, তাহলে তার হত্যার উদ্দেশ্য হয়তো ইসলামের প্রতিরক্ষার খাতিরেই না হয়ে তার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ-স্পৃহা থেকে উৎসরিত হতো। কারণ, সেই ব্যক্তি তার মুখমন্ডলে থুতু দিয়েছিল।

[অর্থাৎ, লড়াইয়ের সময় শত্রুকে হত্যা করার ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত আবেগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু, এক্ষেত্রে লোকটি তার মুখে থুতু দেওয়াতে তার রাগ উঠে গিয়েছিল। আর, তিনি রাগের বশবর্তী হয়ে হত্যা করতে চাননি। অনুবাদক]।

এক্ষেত্রে তিনি শুধু সাহসিকতাই প্রদর্শন করেন নি; বরং, একইসঙ্গে নৈতিকতার অসাধারণ নমুনাও তুলে ধরেছেন। লড়াইয়ের ময়দানে চূড়ান্ত আবেগের সময়েও তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তার সৎ-উদ্দেশ্য এবং উত্তম মন-মানসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে, যেমন উহুদের যুদ্ধে, তিনি আবারো একই রকম শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেছেন। "জুলফিকার" নামে তার একটি বিশেষ ধরনের তলোয়ার ছিল। সেই তলোয়ারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে লোকে তাকে সহজে চিনে ফেলতো। তলোয়ারটি দো-ধারি/ডাবল-পয়েন্টেড ছিল ও কিছুটা বাঁকানো ছিল। আল-তাবারি মনে করেন, মুসলিম সেনাদলের বৈশিষ্টসূচক পতাকা/ নিশান বহন করতেন আলী (রা.)। পৌত্তলিকদের পতাকা বহনকারীদেরকে আক্রমণ করে ভূপাতিতও করতেন তিনি। সেই যুদ্ধে [উহুদের যুদ্ধে] শত্রুরা গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল এবং সেগুলো ঘাস ও ডালপালা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। মহানবী (সা.) এ রকম একটি গর্তে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন আলী (রা.) এবং আবু বকর (রা.) তাকে (সা.) গর্ত থেকে বের হতে সাহায্য করেছিলেন। পরে আলী (রা.) ও তার স্ত্রী ফাতেমা (রা.) মহানবী (সা.)-এর ক্ষত পরিষ্কার করে পট্টি বেঁধে দেন।

শান্তির সময়ে, মুসলমানরা যখন নতুন শহর মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করছিল, তখন আলী (রা.) ইসলামের খাতিরে কায়িক পরিশ্রম করছিলেন। মদিনার বিভিন্ন খামারে পানি সেচের জন্য কুয়া থেকে পানি উত্তোলনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি।

মহানবী (সা.)-এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তিনি। বদরের যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তার এক বছর পর, ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.)-এর কনিষ্ঠ মেয়ে ফাতেমার সঙ্গে আলীর (রা.) বিয়ে হয়। নতুন মেয়ে-জামাইয়ের প্রতি অশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেছেন মহানবী (সা.)। আলী (রা.) এবং ফাতেমা উভয়ের প্রতিই তিনি (সা.) বিয়ের দিন বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। আর, এমনভাবে অংশ নিয়েছিলেন যা তিনি (সা.) আগে আর কারো বিয়েতে করেননি। সেই সময়ে মুসলমানরা খুবই সাদামাটা অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতো। তাদের হাতে অর্থ-কড়িও তেমন একটা ছিল না। কারণ, তাদের অনেকেই মক্কা থেকে হিজরত করে এসেছিলেন এবং সেখানে তাদের সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিয়ের দেনমোহর হিসেবে আলী (রা.) তার ঢাল প্রদান করলেন। এথেকে তার অবস্থা কেমন ছিল তা বুঝা যায়। তখন, মহানবী (সা.) তার মেয়েকে একটি সাধারণ তোশক, একটি পানির মশক [চামড়ার ব্যাগ], একটি খাট এবং দু'টি যাতা ও দু'টি মাটির কলস দিয়েছিলেন। এথেকে বুঝা যায় প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অবস্থা কেমন ছিল।

হযরত আলী (রা.) এবং ফাতিমার (রা.) তিন ছেলে ছিল: হাসান, হোসেন এবং মোহসিন। মোহসিন শৈশবে মারা যায়। জয়নাব নামে তাদের একটি মেয়েও ছিল। এই বিয়ের মাধ্যমে মহানবী (সা.) ও আলীর (রা.) মধ্যকার সম্পর্কের বন্ধন আরো দৃঢ় হলো। সাহিল ইবনে সাদ বর্ণনা করেন:

"'আবু তুরাব' নামটি সবচে' বেশি পছন্দ করতেন আলী (রা.)। (এর অর্থ 'ধূলি-ধূসরিত'; আক্ষরিক অর্থে 'ধূলার বাপ')। কেউ তাকে এ নামে ডাকলে তিনি খুশি হতেন। মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য কেউ তাকে এই নাম দেয়নি। কারণ, একদিন আলী (রা.) ফাতিমার প্রতি রাগ করেছিলেন। ঘর থেকে বের হয়ে তিনি মসজিদের দেয়ালে হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তখন মহানবী (সা.) এসে দেখেন তার পিঠ ধূলাতে ঢেকে গেছে। তিনি (সা.) তার পিঠ থেকে ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'বসে পড় আবু তুরাব'।"

এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.) আলীকে কি রকম পছন্দ করতেন।

এভাবে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) আলীর পাশে বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। তখন তিনি (সা.) দুষ্টুমি করে বিঁচিগুলো আলীর সামনে রাখছিলেন আর আলীও একইভাবে তার (সা.) দিকে রাখছিল। যখন মহানবী (সা.)-কে বলা হলো যে, তিনি অনেক বেশি খেজুর খেয়ে ফেলেছেন [কারণ, সবগুলো বিঁচি তার সামনে ছিল], তখন তিনি (সা.) তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন: কেউ কেউ তো বিঁচিসহই খেয়ে ফেলেছে।

অবশেষে, ৬৩০ সালে যখন মুসলমানরা মক্কা বিজয় করলো, আলী (রা.) তখন এক ডিভিশন সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে শহরটি দখল করেছিলেন। কাবা-প্রাঙ্গনে অবস্থিত পুরনো বহু প্রস্তর-মূর্তি ভাঙ্গার ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা রেখেছেন। যারা তাদেরকে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করেছিল এবং যারা এরপরও মদিনাতে একাধিকবার আক্রমণ করেছিল, সেই পুরনো শত্রুদের প্রতি মুসলমানদের মহানুভবতার ঘটনা ইতিহাসের একটি অন্যতম অধ্যায়। এতোকিছুর পরও মহানবী (সা.) মক্কাবাসীদের ক্ষমা করেছিলেন।

৬৩১ খ্রিস্টাব্দে আলী (রা.)-কে ইয়েমেনে ইসলাম প্রচারের মিশনের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়। জীবদ্দশায় মহানবী (সা.) যতগুলো তবলীগি মিশন প্রেরণ করেছিলেন, এটি ছিল সেগুলোর মধ্যে সর্বশেষ। শীতের মধ্যভাগে আলী (রা.) ইয়েমেনে পৌঁছান। প্রথমে যদিও সেখানকার গোত্রগুলো শত্রুভাবাপন্ন ছিল; কিন্তু, অচিরেই মাজাজ ও হামাদান গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর কয়েক বছর আগে খালিদ বিন ওয়ালিদ

(রা.) এখানে এসে তবলীগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, তাদের সামনে ইসলাম তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি সেরকম সফল হন নি, তার কুরআনী জ্ঞানও ততোটা ছিল না। এক্ষেত্রে, হযরত আলী (রা.) এই গোত্রীয় লোকদের মন জয় করতে সক্ষম হন।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে অন্যান্য মুসলমানদের মতো আলী (রা.)ও শোকাহত ও বিমূঢ় হয়ে যান। মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তার পরিবারের একজন সদস্য ও ঘনিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে আলী (রা.) তাঁর (সা.) সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর (সা.) পবিত্র মৃতদেহের গোসল যারা করিয়েছেন, সেই দলের মধ্যেও তিনি (রা.) ও তার চাচা আব্বাস (রা.) ছিলেন। এছাড়া, মৃতদেহ কবরে শায়িত করার সময়েও হাত লাগিয়েছেন আলী (রা.)।

বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলমানদের একটি অংশ খলিফা নির্বাচনের জন্য ভোট দিয়েছিলেন। তাদের ভোটে হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এখান থেকেই শিয়ারা সুন্নীদের থেকে পৃথক হয়ে বিপথগামী হয়ে যায়। কারণ, তারা বিশ্বাস করতো আলী (রা.) খলিফা হওয়ার হকদার ছিলেন। সেজন্য তারা প্রথম তিন খলিফা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর পদমর্যাদা লাভ করাটা পছন্দ করেনি। কিছু শিয়া আরো অগ্রসর হয়ে পূর্ববর্তী এই খলিফাদেরকে অভিশাপ দিয়ে থাকে। এই রীতিকে "তাবাররা" বলা হয়। এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য আমাদের উচিৎ পূর্ববর্তী খলিফাদের অধীনে হযরত আলীর (রা.) ভূমিকা কী ছিল তা পর্যালোচনা করে দেখা। এক্ষেত্রে সত্যিকারের তথ্য-উপাত্ত, ঘটনা ও বিভিন্ন প্রমাণাদি খতিয়ে দেখতে হবে। তিনি হয়তো কিছু চিন্তা করছিলেন... ইত্যাদি আনুমানিক বিষয়ের উপর ভরসা করা যাবে না। অথবা, তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে ভান করেছেন-- তাও বলা যাবে না।

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর আনুগত্য স্বীকার করে বয়আত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে-সব বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলোতে দেখা যায়, হযরত আলী (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে বয়আত করেছেন। আবার, কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি কয়েকদিন পর বয়আত করেছেন। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে বলা যায়, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনের রায় মেনে নিয়েছেন এবং নতুন খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন। কারণ, মুসলমানদের একতা রক্ষার বিষয়ে তিনি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। একদিকে শিয়ারা দাবি করে যে, তিনি নিজেকে এসব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন এই চিন্তা করে যে, তার খলিফা হওয়ার হক ছিল। যাহোক, এমনকি তাদের তথ্যের উৎস, শেখ আলি আল-বাহরানী সম্পাদিত 'মিনার উল-হুদা'-তে হযরত আলী (রা.)-এর একটি উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়েছে যেখানে আলী (রা.) বলেছেন:

"আমি নিজেকে পশ্চাদপটে/ব্যাকগ্রাউন্ডে সরিয়ে রেখেছিলাম ততোক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমি উপলব্ধি করেছি যে, কতিপয় গোষ্ঠী ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে এবং মানুষদেরকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান জানাচ্ছে যেন তারা ইসলামের ধ্বংসসাধন করতে পারে ... । অতএব, আমি আবু বকরের কাছে গেলাম এবং তার আনুগত্যের শপথ নিলাম এবং সর্বদা তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে সে-সব বাঁধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেলাম এবং সেগুলো অচিরেই মিটে গেল।"

আলেম ইবনে-জরির আল-তাবারি (৮৩৮-৯২৩) তার "তারিখ-উর-রাসূল ওয়াল মুলক" গ্রন্থে হাবিব ইবনে সাবিতের সাক্ষ্যের বরাতে লিখেছেন:

"আলী তার ঘরে বসে ছিলেন যখন এক ব্যক্তি এসে তাকে বললো যে, আবু বকর মসজিদে বসে আছেন এবং সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের বয়আত গ্রহণ করছেন। একথা শুনে আলী তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন। এমনকি তিনি ভাল পোশাকও পরিধান করার পরোয়া করলেন না। তখন তিনি একটি লম্বা সার্ট/কোর্তা/আলখেলা পরে ছিলেন। তিনি এতো তাড়াহুড়া করেছিলেন; কারণ, তিনি এ বিষয়ে পিছনে পড়ে থাকতে চাননি। তাই, তিনি সেখানে গেলেন এবং বয়আত গ্রহণ করলেন এবং আবু বকরের কাছেই বসে থাকলেন।" (আল-তাবারি, History of the Prophets and Kings, Vol.2)

এটা সুনিশ্চিত যে, আলী (রা.)-এর কোনো মোহ/ভ্রম ছিল না। পরবর্তীতে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করো হয়েছে, ইবনে-ই-আশকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি [আলী] জবাব দিয়েছেন, মহানবী (সা.) অকস্মাৎ মারা যান নি। দীর্ঘ দিন অসুস্থ্য থাকার পর তিনি (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। সেই সময়টিতে তিনি কখনোই কোনো ইঙ্গিত দেন নি যে, তার পরে আলী (রা.)-ই হবেন ন্যায়সঙ্গত খলিফা। বস্তুত, সেই দিনগুলোতে তিনি (সা.) আবু বকরকে (রা.) নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আর সাহাবীদের জন্য এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর পর কে খলিফা হবেন।

এটি আরো বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকরের (রা.) খেলাফতকালে ফাতিমা (রা.) মহানবী (সা.)-এর একটি সম্পত্তি দাবী করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) সেই দাবী এই কারণে নাকচ করে দিয়েছিলেন যে, মহানবী (সা.)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাইতুল মালের অধিকারভূক্ত। পরবর্তীকালে হযরত আবু বকরের (রা.) সঙ্গে হযরত আলীর (রা.) দেখা-সাক্ষাৎ হলেও তিনি কখনোই এই বিষয়ে কোনো কথা বলেন নি। বরং, তিনি সর্বদাই আবু বকরের (রা.) প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। (চলবে)

[The Review of Religions, December 2007 অবলম্বনে]

ধর্মীয় সন্ত্রাস ইসলামে নাই

মৌলবী এনামুল হক রনী

মহান আল্লাহ্ এই জগতকে সৃষ্টি করেছেন আর জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো মানবজাতি। এ মানবকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য নবী রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেছেন। এ সমস্ত শিক্ষা হলো ধর্মীয় শিক্ষা যাকে বা দ্বীনি শিক্ষা বলা হয়। আমরা মুসলমান আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। আর ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। পাক কালামের ঘোষণা "নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম"। (সূরা আলে ইমরান : ২০) আল্লাহ্ পাক যে ধর্মকে পছন্দ করেছেন বা মনোনীত করেছেন সে ধর্মতো অবশ্যই শান্তির ধর্ম। তাই ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্মের নাম। যার অর্থ শান্তি। যে এ ধর্ম পালন করে সে শান্তি চায়, শান্তিকে লালন-পালন করে এবং শান্তির শিক্ষা জনসমক্ষে তুলে ধরে তাও শান্তির সাথে। একই সাথে কলহ বিবাদ, ফ্যাসাদ, হানা-হানিসহ সকল প্রকার অশান্তির পথ পরিহার করে। শুধু তাই নয় এই শিক্ষা তুলে ধরা হয় যে, মহান আল্লাহ্ কলহ্ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না। তাই সকল ক্ষেত্রে ইসলাম শান্তির শিক্ষা পালন করে ও প্রচার করে এবং যারা এ শিক্ষা পালন করতে চায় তাদের উৎসাহিত করতে থাকে। ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা হলো 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' ধর্মে কোন বলপ্রয়োগ বা জবরদস্তির শিক্ষা নাই, কিংবা কারো প্রতি ত্রাস বা ভয়ভীতি সৃষ্টি করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে এরূপ শিক্ষা ইসলামে নাই। মূলত: ইসলাম শান্তির ধর্ম।

সন্ত্রাস কি এবং কেন?

সন্ত্রাস হলো কোন কারণে কোন এলাকা বা স্থানে ত্রাসের অবস্থা সৃষ্টি করা বা কায়েম করা। যা কোন ধর্মই এরূপ ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের অনুমোদন দেয় না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি কিংবা গোষ্ঠী সকল প্রকার ধর্মীয় নীতি ও আদর্শ ও ন্যায় বিচার বিসর্জন দিয়ে নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অপরের উপর হামলা চালিয়ে এমন কোন কাজ বা আচরণ করে যা জান মালের ক্ষতি সাধন হয় যা সাধারণ্যে এক প্রকার ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে একেবারে নিরূপায় হয়ে জিম্মি অবস্থায় আটকা পড়ে। এমন অসহায় পরিস্থিতির স্বীকার হলে তাকে সন্ত্রাস বলে। আর যে বা যারা এ সকল কার্য কলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তাদের সন্ত্রাসী বলে।

ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা থেকেই সন্ত্রাসের জন্ম হয়। তবে অনেক সময় এর পিছনে অন্যান্য কারণ লুক্কায়িত থাকে। যেমন, চীর বঞ্চিত অবহেলিতদের আক্রোশ, আত্মীয়স্বজন হারানোদের প্রতিশোধ প্রবণতা, রাজনৈতিক অপতৎপরতা, বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক বন্টন নীতি, ধর্মীয় উন্মাদনা, অসহায়দের উপর সবলের অত্যাচার শ্রমিক অসন্তোশ, আন্তর্জাতিক চক্রের স্বার্থ ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন চক্র নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করে থাকে। আর তাদেরকে প্রয়োজনে এসব চক্র কাজে লাগায় আর ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন স্থানে। আর এসবের পিছনে থাকে হীন স্বার্থ সিদ্ধির চক্রান্ত। এরূপ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কখনও ইসলাম অনুমতি দেয় না। ইসলামে এসবের কোন বৈধতা নেই।

ধর্মীয় সন্ত্রাস কি এবং কেন?

ধর্মে কোন সন্ত্রাসের স্থান নেই তবুও ধর্মকে পুঁজি করে কোন ব্যক্তি, জাতি বা গোষ্ঠী জনমনে যে ত্রাসের বা ভয়ভীতির সৃষ্টি করে তাকে ধর্মীয় সন্ত্রাস বলে। বর্তমান বিশ্বের নেটওয়ার্ক অত্যন্ত শক্তিশালী। এর ভিতর থেকে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সাধাণত: গরীব অসহায় ও নিম্নমানের সন্তানদের শিশু বয়স থেকে ধর্মীয় শিক্ষার নামে তাদের ব্রেন ওয়াশ করা হয়। তাদেরকে শিক্ষার দোহাই দিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়। সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীলতা ও বিনয়ীর পরিবর্তে ধর্মীয় গোঁড়ামী ও উগ্রতা সৃষ্টি করা হয়। যার ফলে তারা ক্রমান্বয়ে কট্টর মতবাদের শিকারে পরিণত হয়। এরূপ মনমানসিকতায় এক শ্রেণীর মানুষ তাদেরকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য বর্ম বা আত্মঘাতি হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। ফলে ধর্মীয় সন্ত্রাস বিস্তার লাভ করতে থাকে। আমাদের দেশে এক সময় বাংলা ভাই, শাইখ আব্দুর রহমান এ রাজত্ব কায়েম করেছিল। এক সময় বড় বড় সন্ত্রাসী কার্যকলাপে এদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ধর্মের মূল শিক্ষা শান্তিপ্রিয়তা, ধৈর্যশীলতা, বিনয়ী, সহমর্মিতা, অপরের কল্যাণ কামনা করা। এসব নীতির কথা ও কাজ ভুলে গিয়ে তারা নিজ ধর্মের বিপরীত সকল ধর্ম ও কর্মকান্ডকে শত্রু জ্ঞান করে তাদের পিছনে সন্ত্রাসী হিসাবে আগ্রাসী হয়। আর এভাবে কোমল মতি শিশুরা এক সময় যুবক হয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর জন্য আত্মঘাতী হিসাবে তৈরী হয়। তারা মনে করে এটাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এর কারণ তাদের মগজ সেভাবেই ছোট থাকে ধোলাই করা হয়ে থাকে।

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ছড়িয়ে যাচ্ছে :

ব্যক্তি স্বার্থ থেকে সন্ত্রাসের উৎপত্তি হলেও সন্ত্রাস এখন বিশ্বজুড়ে জাতিগত বিরোধ পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করেছে। সন্ত্রাস এখন আতংকগ্রস্থ কার্যকলাপের নাম। পরের সম্পদ আহরণ করা বা নিজ অধীনস্থ করা বা যে কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হানাহানি। আজ সন্ত্রাস নামে পরিচিত। বিশ্বের ছোট

বড় সব দেশেই আজ সন্ত্রাসের আতংকে আতংকগ্রস্থ। কোন কোন রাষ্ট্র সন্ত্রাসীদের লালন-পালন প্রশ্রয় দেয়ার অপরাধে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এক রাষ্ট্র অপর সন্ত্রাসী রষ্ট্রকে আক্রমণ করছে এই বাহানায় যে সেখানে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় কেন্দ্র। এভাবে একদেশ অপর দেশের উপর আক্রমণ করে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে সন্ত্রাসী আচরণ করে যাচ্ছে। এভাবে দেশে দেশে আজ ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে ইসলামের নামে একশ্রেণীর স্বার্থবাদী মহল ইসলামের দূর্নাম করছে। অথচ ইসলামে কোন প্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপের স্থান নাই। তাই এহেন হীন কর্ম মুসলমানরা করতে পারে না। এমন করলে ইসলামের বদনামের কারণ হবে। তাই মুসলমানদের এসব কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকা উচিত।

জিহাদ শব্দের ভুল ব্যাখ্যা সন্ত্রাসী সৃষ্টি করেছে :

কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী জিহাদ করার শিক্ষা মুসলমানদের প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু জিহাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ ও এর তাৎপর্য সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। জিহাদ শব্দের অর্থ জোর প্রচেষ্টা চালানো, চেষ্টাও কঠোর সাধনা করা, বিরতীহীনভাবে সংগ্রাম করা আর এমন সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়। আর সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো নফসের জিহাদ অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির জিহাদ। যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয় কিন্তু এটাকে জিহাদে আসগর বা ছোট জিহাদ বলা হয়। কিন্তু ভুলক্রমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জিহাদ অর্থ যুদ্ধ করা আর জিহাদ অর্থ কাফির মারা। আর যুদ্ধে মারা গেলে জীবন দান করলে শহীদ এর মর্যাদা লাভ। কিন্তু সত্যিকার অর্থে 'জিহাদ অর্থ কাফির মারা নয়'–ধর্মীয় যুদ্ধের প্রয়োজনে কাফির মারা যেতে পারে আর মুসলমানরাও শহীদ হতে পারে তাই ইচ্ছাকৃত যেমন কাউকে হত্যা করা যাবে না তেমনি নিজপ্রাণ আত্মহত্যা করা যাবে না। তবে হ্যাঁ যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি কোন কাফিরকে মারার প্রয়োজন হয় তবে কাফিরকে মারবে। আর ঘটনাক্রমে (কোনভাবেই ইচ্ছাকৃত নয়) যদি যুদ্ধে নিহত হয় তবে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। তাই বলে কখনও বুকে টাইম বোমা বেঁধে আত্মহত্যা করলে শহীদ হবে না, এরূপ আত্মহত্যার শিক্ষা ইসলামে নেই। বরং ইসলাম এরূপ আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছে। তেমনি ভাবে বিনাযুদ্ধে কাফিরদের হত্যা করাও নিষেধ।

আত্মঘাতীর শিক্ষা ইসলামে নেই:

ইসলামে আত্মহত্যা করা হারাম। ধর্মীয় উন্মদনায় মত্ত হয়ে জিহাদ করছি বলে যারা নিজের জীবনকে নি:শেষ করার জন্য বুকে টাইম বোমা বেঁদে আত্মহত্যা করে তারা ধর্মের কোন শিক্ষার উপর আমলতো করেই না বরং ধর্মের দূর্ণাম করে। আর তাদের পরিণাম ভয়াবহ। যারা এ ভাবে নিজেদেরকে হত্যা করে তারা নিজেদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ইসলামে এরূপ আত্মহত্যার অনুমতি নাই। বরং ইসলাম আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলে উল্লেখ করেছে। তাই যে বা যারা আত্মহঘাতী আক্রমণ করে তারা সন্ত্রাসী। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এসব সাহাবীদের (রা.) মাঝে কাউকে এমন শিক্ষা প্রদান করেন নাই। এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেসী মহল ইসলামে নব্য আবিষ্কার করেছে। আর এসবের নাম দিয়েছে, তালেবান ইসলাম, আল কায়েদা, হিজবুল্লাহ্, হরকাতুল জিহাদ, তৌহিদী জনতা ইত্যাদি। যা কোন কালে ইসলামে ছিল না। **ধর্মের নামে রাজনীতি :**

ধর্মকে আশ্রয় করে যারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে তারাই নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ধর্মীয় রাজনীতি করে। অথচ ধর্ম ব্যক্তিকে মহৎ করে কল্যাণজনক কাজে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে। কিন্তু যারা ধর্মকে পুঁজি করে সন্ত্রাস ও রাজনীতি করে তারা ধর্মের দোহায় দিয়েই সকল সন্ত্রাসী কাজ গুলোকে উসকে দেয়। যখন রাজনৈতিক দিক থেকে সুবিধা পায় তখন রাজনীতির কথা বলে আর যখন ধর্মের দিক কথা বলার সুযোগ হয় তখন তারা বলে আমরা তো ধর্মের কাজ করছি। সাধারণ জনগণ এদের সুচতুর কলা-কৌশল না বুঝে এদের ফাঁদে আটকে যায়। আর একবার এ ফাঁদে পা দিলে ধীরে ধীরে স্বার্থের মোহে আটকে যায় সেখান থেকে বেড়িয়ে আসা সম্ভব হয় না। এসব রাজনৈতিক সংগঠনের মূল অস্ত্র হলো ধর্মীয় অনুভূতির দূর্বলতা, চরম স্বার্থপরতা, সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অসহায় এতিম পরিবার ও সন্তান। এসব এর ওপর ভর করে চলতে থাকে সুযোগ বুঝে কাজ করে। কোথাও ধর্মকে কাজে লাগায় আর কোথায় রাজনীতি আর এর উভয়ের মাঝে সমন্বয় করে নেয় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দ্বারা। যে ধর্ম ব্যক্তিকে মহিয়ান করে নৈতিক মানকে উন্নত করে স্রষ্টার সান্নিধ্য নিয়ে যায়। সে ধর্মকে পুঁজি করে রাজনৈতিক সন্ত্রাসী তৈরী করে। এক সময় এ সন্ত্রাসীরা হয়ে উঠে আত্মঘাতী আক্রমণকারী মাইন। তাই এসব রুখতে হবে ধর্ম যেন রাজনীতির হাতিয়ার বা সন্ত্রাসের হাতিয়ার না হয়।

ধর্ম সর্বদা শান্তির শিক্ষা দেয় :

ধর্ম ব্যক্তিকে মহিয়ান করে। পূত-পবিত্র পরিবর্তনের মাধ্যমে শান্তিময় সমাজ গঠনে সহায়তা দান করে। সে সমাজে সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার, যুলুম, নির্যাতন, হত্যা রাহাজানি, সন্ত্রাস বিরাজ করে না সে সমাজে সুখময় ও শান্তিময় কল্যাণকামী অবস্থা বিরাজমান থাকে। আর এরূপ সমাজ ব্যবস্থায় যে কোন জাতী, গোত্র, ধর্ম গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের উপর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি না করে ধর্মের সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে আমরা পরিবার সমাজ তথা জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারি। আবার জাতি গঠনের জন্য যে, শান্তিময় পরিবেশ পরিস্থিতি প্রয়োজন তা আমাদের ধর্ম ইসলামই শিক্ষা দেয়। তাই আমাদের উচিত ধর্মীয় সঠিক শিক্ষা জনসমক্ষে প্রকাশ করা যেন জাতি উপকৃত হয়। সর্বাঙ্গীন কল্যাণমন্ডিত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সঠিক ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে যেন জগৎ শানিত্র শিক্ষা লাভ করে। তাই আহমদীদের শ্লোগান 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই', সন্ত্রাস নয় কল্যাণ চাই, Love for all hatred for none (ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো পরে)।

মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

প্রাকৃতিক উপায়ে মৎস্য সংরক্ষণ

মাহমুদ আহমদ সুমন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে বঙ্গোপসাগরের তীরে সৈকত শহর কক্সবাজার। এখানকার সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম সৈকতের অন্যতম। বাংলাদেশে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে সবচে আকর্ষণীয় জায়গাটি মাইলের পর মাইল বালুকাময় সৈকত, দুষ্প্রাপ্য ঝিনুক, বৈচিত্র্যময় প্যাগোড়া, উপজাতিদের অভিনব জীবনযাত্রায় পূর্ণ। ঘন সবুজ পাহাড়ঘেরা এই শহর একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রও বটে।

শুঁটকি খেতে ইচ্ছা করছে। একেবারে টাটকা শুঁটকি, যা লবন দিয়ে শুকানো হয়নি। খোলা থেকে নিয়েই রান্না করা যায় এমন। হোক তা লইট্টা, ছুরি কিংবা চিংড়ি। অনেক জায়গায় এমনটা মিলে, তবে সেই সঙ্গে জায়গাটা যদি সুন্দর হয় তাহলে রথ দেখা, কলা বেচা-দুই-ই হবে। এমনি একটা জায়গা কক্সবাজারের মহেশখালীর শুটকি পল্লী।

কক্সবাজারের মহেশখালীতে গড়ে উঠেছে ছোট বড় অনেক শুঁটকি খোলা। এসব শুটকি খোলাগুলো কেউ বা ব্যক্তিগতভাবে ছোট আকারে আবার কেউবা বৃহৎ আকারে শুঁটকি খোলা গড়ে তুলেছেন। শত শত মানুষ এই শুটকি তৈরীর সাথে জড়িত। মহেশখালীর শুঁটকি মার্কেট থেকে আপনি রূপচান্দা, লইট্টা, চিংড়ি ও ছুরিসহ বিভিন্ন প্রজাতির শুঁটকি কিনতে পারবেন। আর এসব শুটটি খেতে অনেক সুস্বাদু। এসব সামদ্রীক মাছগুলো কাঁচা অবস্থায় এক ধরণের সাদ আর শুটকি অবস্থায় এই স্বাদের মাত্রা যেন কয়েক গুণ বেড়ে যায়। আমাদের দেশে শুটকি পছন্দ করেন না এমন মানুষ হয়তো খুব কমই পাওয়া যাবে।

শুঁটকি শুকানোর যে মাচাগুলো রয়েছে এগুলোতে শুঁটকি ঝুলিয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করা হয় আর যে সব মাছ ঝুলানো সম্ভব নয় সেগুলোকে সাধারণত: চাটাই এর মধ্যে শুকানোর ব্যবস্থা করা হয়। একেকটি ছোট শুঁটকির খোলাতে ১০/১৫ জন শ্রমিককে কাজ করতে দেখা যায় তারা শুঁটকিগুলোকে কিছুক্ষণ পরপর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেন যাতে করে দ্রুত শুকিয়ে যায়। মাছগুলো পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে অর্থাৎ শুঁটকিতে রূপান্তর হলে খাঁচা বা ঝুড়ির মধ্যে ভরে তাদের নিজস্ব গুদাম ঘরে মজুদ করে রাখেন যাতে করে বৃষ্টি বাদলে শুঁটকির কোন ক্ষতি না হয়। এরপর শুরু হয় বিক্রির পালা। বিভিন্ন আড়তে শুঁটকি নিয়ে যাওয়া হয় আর বিক্রি করা হয়। তারপর এই শুঁটকি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশের বিভিন্ন দেশেও চলে যায়। এর ফলে শুঁটকি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হয়। মহেশখালীর এই শুঁটকি পর্যায়ক্রমে শহরের বিভিন্ন দোকানে দোকানেও শোভা পায়।

আমাদের দেশের শুঁটকি পল্লীগুলো সাধারণত গড়ে উঠে সমুদ্র সৈকতের আশেপাশে যাতে করে সহজে মাছ ধরে শুঁটকি তৈরীর কাজ সহজ হয়।

এখানকার শুঁটকি বিভিন্ন দরের রয়েছে। ২০০/- টাকা থেকে শুরু করে হাজার টাকা পর্যন্ত প্রতি কেজি শুঁটকি বিক্রি হয়। আমরা দেখতে পাই রাজধানী ঢাকাসহ দূরদূরান্ত থেকে পাইকাররা এসে এখানকার শুঁটকি ক্রয় করে নিয়ে যায়।

শুঁটকি পল্লীগুলো অস্থায়ীভাবে গড়ে উঠে। এরা ছোট ছোট ঝুপড়ি ঘর তুলে বসবাস করে। শুকনো মৌসুমের ৬ মাস এরা শুঁটকি তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকে।

আপনি যদি মহেশখালীর শুঁটকি পল্লী থেকে ঘুরে আসতে চান আর তাজা শুঁটকির তৃপ্তি উপভোগ করতে চান তাহলে আপনাকে চট্টগ্রাম হয়েই যেতে হবে। ঢাকা থেকে কক্সবাজার অল্প সময়ে বিমানেও যেতে পারেন এছাড়া ঢাকা থেকে সরাসরি চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার যাবার চমৎকার সব বাসও রয়েছে। কক্সবাজার রাত যাপনে অতিরিক্ত ভাড়ায় অনেক বিলাসী হোটেল রয়েছে। কম ভাড়ার হোটেলও অনেক পাবেন। এছাড়া এখানে পর্যটন কর্পোরেশনের কয়েকটি খুব ভাল হোটেল আছে। সেগুলোর মধ্যে হোটেল শৈবাল, প্রবাল, উপল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কক্সবাজারে আপনি ভ্রমণ করে প্রচুর আনন্দ পাবেন। সকালে কিংবা বিকেলে সমুদ্র তীরে বেড়ান। সমুদ্র সৈকতে হেঁটে বেড়ানো, ঢেউকে আলিঙ্গন করে স্নান করতে গিয়ে আনন্দ-উৎফুল্লে আত্মহারা হয়ে উঠবেন। একটি কথা মনে রাখবেন সবুজ পতাকা যখন উড়ানো থাকবে অর্থাৎ যখন জোয়ার তখন সমুদ্রে গোসল করতে নামাবেন। লাল নিশান যখন দেখবেন তখন সমুদ্রে নামবেন না। কারণ তখন সমুদ্রে ভাটা থাকে। আর ভাটার টানে আপনি একবার দূরে চলে গেলে আর ফিরে আসতে পারবেন না। তাই ভাটার সময় সমুদ্রে নামা খুবই বিপদজনক।

দেখুন, আসল কথাটাইতো লিখতে ভুলে গেলাম, আমরা মহেশখালীর শুঁটকি পল্লীতে কিভাবে যাব তাই বলা হলো না। মহেশখালী যেতে হলে কক্সবাজারে ট্রলার ঘাট থেকে স্পীড বোটে এখানে যাওয়া যায়। সময় লাগবে ২৫ থেকে ৩০ মিনিট। আপনি ইচ্ছে করলে ট্রলারেও যেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আপনার সময় লাগবে এক ঘন্টার মত। সেখানে যাওয়ার সময় সমুদ্র দেখতে দেখতে মহেশখালী পৌঁছবেন। উত্তাল সাগরে যখন স্পীড হেলে দুলে চলবে তখন হয়তো আপনার ভয় ভয় লাগবে। তাই নিজেকে শামলিয়ে নিবেন। কক্সবাজার থেকে সকালে রওয়ানা করে মহেশখালী থেকে ঘুরাঘুরি আর শুটকি মাছ ক্রয় করে বিকালেই কক্সবাজার ফিরে আসুন, কারণ এখানে রাত যাপন করার মত তেমন সুব্যবস্থা নেই। তবে মহেশখালীর এই শুটকি পল্লী থেকে কিন্তু রূপচান্দা, ছুরিসহ অন্যান্য সামুদ্রীক মাছের শুটকি আনতে ভুলবেন না।

প্রেস রিলিজ

১৯ অক্টোবর, ২০১১ইং

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর ডাচ রাজনীতিবিদ গার্ট ওয়াইল্ডার্সকে সতর্ককরণ এবং সেই সাথে পাশ্চাত্যে মুসলমানদের সম নাগরিক অধিকারের সপক্ষে অবস্থান নেয়ায় রানী বিট্রিক্স-এর প্রশংসা জ্ঞাপন।

হল্যান্ডে সাম্প্রতিক এক সফরের সময় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মহান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সেদেশের অপরিনামদর্শী এক রাজনীতিবিদ গার্ট ওয়াইল্ডার্স-এর প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। মি: ওয়াইল্ডার্সকে তিনি এ মর্মে সতর্ক করে দেন যে, ইসলাম ও ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিন্দা করার কাজে সে যদি রত থাকে, তবে সে এবং তার সমমনা লোকেরা সর্বশক্তিমান খোদা কর্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন, ইসলামের বিরোধিতায় ওয়াইল্ডার্স মিথ্যাচার ও ঘৃণার সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তিনি বলেন, একমাত্র নিজস্ব রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতেই মি: ওয়াইল্ডার্স এ হীন কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং এজন্যে এখন সময় এসেছে, তার এ কাজের পরিনতির বিষয়ে তাকে সতর্ক করার। তিনি উল্লেখ করেন যে, মি: ওয়াইল্ডার্স তার এ কাজে সংক্ষিপ্ত সময়ে বাড়তি কোন রাজনৈতিক ফায়দা লাভ করেছে কি-না, সে ব্যাপারে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেও বলা যায়, এই ভাঁরামী তাকে কেবলই শোচনীয় পরাজয় ও অপমানের দিকে পরিচালিত করবে।

সরাসরিভাবে মি: ওয়াইল্ডার্সকে সম্বোধন করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন, **"সতর্কতার সাথে শ্রবণ করো–তুমি, তোমার দল এবং তোমার মত অন্যান্য সব লোক শেষ মেষ ধ্বংসই হবে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এবং পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী চিরকাল সজীব থাকবে। জাগতিক কোন শক্তিই, তা সেটা যতই ক্ষমতাবান হোক এবং ইসলামের প্রতি যতো বেশী ঘৃণাই তারা পোষণ করুক, কখনোই আমাদের ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে সফলকাম হবে না।"**

হুযূর (আই.) আরও বলেন, এ ধরনের ব্যক্তিদের ধ্বংস কেবল দোয়ার মাধ্যমেই সম্ভব হবে, জাগতিক কোন উপায়ে নয়। তিনি বলেন, **"সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, দোয়া ছাড়া আমরা কিছুই লাভ করতে পারি না। জাগতিক কোন শক্তি আমাদের নেই, অথবা আমরা কখনোই কোন জাগতিক শক্তি ব্যবহার করবো না। কিন্তু সেই সব লোক যাদের হৃদয় মর্ম যাতনায় ব্যথিত তাদের দোয়াই আকাশ সমূহকে প্রকম্পিত করার জন্যে যথেষ্ট"।**

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ এমন অনেক শোভন-ব্যক্তিত্বের কথাও উল্লেখ করেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে হল্যান্ডে-বসবাস করছেন এবং যারা ওয়াইল্ডার্স কর্তৃক অবিরতভাবে উদ্ধৃত চরমপন্থী মতবাদকে সর্বান্তকরণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। হুযূর আকদাস বলেন, এসব লোক যারা পারস্পরিক সহানুভূতি লালন করেন এবং যারা ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন তাদের উচিত সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসা এবং বিশ্বে শান্তির লক্ষ্যে অভিযান চালু করা। একাজটি করার জন্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত দীর্ঘদিন থেকে কথাবার্তা বলে আসছে এবং বিশ্বব্যাপী একাজে রত আছে।

সফর কালে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ রানী বিট্রিক্স-এর সহযোগিতা এবং সমতা-বিস্তার প্রচেষ্টার প্রশংসাজ্ঞাপনের সুযোগও গ্রহণ করেন। রানীর প্রচেষ্টাসমূহের বিষয়ে বলতে গিয়ে হুযূর বলেন, **"সব আহমদী মুসলমানের উচিত রানী বেট্রিক্স-এর জন্যে দোয়া করা, কারণ স্থানীয় সমাজের কতিপয় সম্প্রদায় এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে যে, রানী তাঁর দেশের মুসলমান বিরোধী আন্দোলনের প্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। তারা এ কারণেই রুষ্ট যে, তিনি (রাণী) মুসলমানদের সাথে পূর্ণ ও সম-নাগরিক হিসেবে আচরণ করার পক্ষে কথা বলে থাকেন এবং এ-ও বলেন যে, তাদের অধিকার ও অনুভূতিকে সম্মান প্রদান করা উচিত। এ জন্যে আমরা সবাই এ দোয়া করবো, যাতে রানীর বিরুদ্ধে রচিত যাবতীয় পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়"।**

অনুবাদ : **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

PRESS RELEASE 19th October 2011

World muslim leader sends warning to dutch politician Geert Wilders

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad also praises Queen Beatrix

During a recent visit to Holland, the world Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, issued a stark warning to Geert Wilders, the far-right Dutch politician. He warned Wilders that if he continued to defame Islam and the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) then he and other like-minded individuals would be humiliated by God Almighty.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said that Wilders had exceeded all limits of falsehood and hatred in his opposition towards Islam. He said Wilders was motivated solely by a desire to futher his own political ambitions and so the time had come to warn him about the consequences of his actions. He said that irrespective of whether Wilders gained further political capital in the short term. ultimately his antics would lead only towards abject failure and humiliation.

Addressing Wilders directly, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said :

"Listen carefully - You, your party and every other person like you will ultimately be destroyed. But the religion of Islam and the message of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) will remain forever. No worldly power, no matter how powerful and no matter how much hatred they bear towards Islam, will ever succeed in erasing our religion."

His Holiness explained that the destruction of such individuals would be achieved through prayer alone and not by any worldly means. He said:

"Always remember, that we can achieve nothing without prayer. We have no worldly power, nor will we ever use any worldly force. But the prayers of people whose hearts have been grieved are enough to shake the Heavens."

Hadhrat Mirza Masroor Ahmed also spoke of the many decent people who continued to live in Holland and who rejected wholeheartedly the extremist views perpetuated by Wilders. His Holiness said that all such people who care for the feelings of one another and who believe in religious freedom should come together and launch a campaign for peace in the world. This is something that the Ahmadiyya Muslim Jamaat has long advocated and has been involved with throughout the world.

During his visit, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, also took the opportunity to praise the efforts of Queen Beatrix towards promoting inclusiveness and equality.

Speaking about her efforts, His Holiness said:

"All Ahmadi Muslims should pray for Queen Beatrix because certain sections of the local society have turned against her, due to the fact that she has openly condemmed the anti-Islam movement in this country. They are also angry because she advocates the right of Muslims to be treated as full and equal citizens, whose rights and feelings should be respected. Thus we must pray that all plans and schemes against the Queen completely fail."

Love for all
Hatred for none

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

পত্র নং- জি.এস./৫৩৫ তারিখ: ১৩/১০/২০১১

মাননীয়

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বিষয়: সরকারি প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'কাদিয়ানীবাদের শবযাত্রা' নামক ধর্মীয় উস্কানীমূলক পুস্তিকা প্রকাশের প্রতিবাদ।

জনাব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

যথাবিহীত সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক আপনার সমীপে নিবেদন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'কাদিয়ানীবাদের শবযাত্রা' নামক মার্চ, ২০১১ সালে প্রকাশিত ৮৪টি পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। দেশীয় আইন ও সরকারী নীতি বিসর্জন দিয়ে এতে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট ও উগ্রতাপূর্ণ মিথ্যা বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটির প্রারম্ভে 'প্রকাশকের কথা' শিরোনামে প্রকাশক উল্লেখ করেছেন: 'কাদিয়ানীবাদের শবযাত্রা' শিরোনামীয় বইটি ১৯৯৩ সালে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত একটি ঐতিহাসিক রায়ের বঙ্গানুবাদ।' পুস্তিকাটিকে একটি অনুবাদ কর্ম আখ্যা দেয়া হলেও এতে কিন্তু আদ্যপান্ত পাকিস্তানী উগ্র মৌলবাদীদের ধ্যান-ধারণা পুষ্ট আহমদী বিরোধী ডাহা মিথ্যা বিষোদগার ছাড়া আর কিছুই নেই। এছাড়া উক্ত রায়ের অনুবাদ আরম্ভ করার আগে ২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ও এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়েছে। মিথ্যার উদাহরণস্বরূপ, আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলছি, ১৮ (আঠারো) পৃষ্ঠায় 'দি এ্যারাইভেল অব দি বৃটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া' নামের যে বইয়ের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এমন কোন বইয়ের অস্তিত্ব পৃথিবীতে কোথাও নাই।

মিথ্যাচারের আরেকটি উদাহরণ হলো, বিশ নম্বর পৃষ্ঠায় ক্রমিক ১-এর অধীনে যে স্বপ্নের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) 'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' গ্রন্থে তাঁর দীর্ঘ স্বপ্নের বিবরণ দেয়ার পর বুখারী শরীফের হাদীসের আলোকে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই বইয়ে তুলে ধরা হয়নি। পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে তিনি নিজেই এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। তাই অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি উল্লেখ করে সরলমনা ধর্মপ্রাণ মানুষদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ও উস্কানী দেয়া হয়েছে বলেই প্রতিয়মান হয়।

অজস্র মিথ্যাচারের মধ্যে ১৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত দু'টি জঘন্য মিথ্যা ও অপবাদের উল্লেখ না করে পারছি না। লেখা হয়েছে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) নাকি পায়খানায় পড়ে মারা যান। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। তিনি তাঁর পরিবার পরিজন ও শিষ্যমন্ডলী পরিবেষ্টিত অবস্থায় লাহোরের আহমদীয়া বিল্ডিং-এ ২৬ শে মে ১৯০৮ সালে সকাল ১০:৩০-র দিকে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর পবিত্র মুখে কেবল "আল্লাহ্! মেরে পেয়ারে আল্লাহ!" শব্দগুলো শোনা যাচ্ছিল। একই পৃষ্ঠায় অন্যান্য মিথ্যাচারের পাশাপাশি বলা হয়েছে, হযরত মির্যা সাহেব নাকি বলেছেন, "...তাই এখন থেকে মুসলমানগণ কাদিয়ানে এসে হজ্জ করবে।" আমরা অর্থাৎ আহমদী তরীকার মুসলমানরা মক্কায় অবস্থিত পবিত্র বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত, তাওয়াফ ও আরাফাতের পবিত্র মাঠে ৯ই জিলহজ্জ তারিখে অবস্থানের মাধ্যমে হজ্জ করি। মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারীরা যদি কাদিয়ানে গিয়ে আহমদীদের হজ্জব্রত পালন করার শিক্ষাটি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমরা যে কোন শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আর যদি তা প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে এই অপবাদ আরোপকারীদের কী শাস্তি হওয়া উচিত তা আপনিই নির্ধারণ করুন।

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলমান]

4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh. Tel: 880-2-7300808 Ext. 100 Cell: 880-1711-646373
Fax: 880-2-7300925 E-mail: pa.amjb@hotmail.com Website: www.alislam.org, www.ahmadiyyabangla.org

Love for all
Hatred for none

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

২০ নম্বর পৃষ্ঠার ক্রমিক ২-এর অধীনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর একটি ইলহামের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'হে আমার বৎস, শোন'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর এমন কোন ইলহামই নেই। হযরত মির্যা সাহেব যুক্তি ও নিদর্শণ বলে ত্রিত্ববাদ খন্ডন করতে এসেছিলেন। তিনি নিজেকে কখনও (নাউযুবিল্লাহ) খোদার পুত্র বলে দাবি করতেই পারেন না। এমন কি আল বুশ্‌রা প্রথম খন্ড নামে তাঁর রচিত কোন পুস্তকই নেই যার বরাতে এই তথাকথিত ইলহামটি বর্ণনা করা হয়েছে!

পুস্তিকার পৃষ্ঠা নম্বর ২৭ থেকে যে পাকিস্তানী রায়ের কথা বলা হয়েছে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক সমালোচনা ও পর্যালোচনা চলছে। জগত জুড়ে ধিকৃত ও নিন্দিত এই রায়ের বিষয়ে অতি উৎসাহী কেবল তারাই হতে পারে যারা কুরআন শরীফের মৌলিক জ্ঞান ও সাধারন মানবাধিকার বিষয়ে অজ্ঞ।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। পাকিস্তানী কোর্টের রায় শেষ করে পুস্তিকাটিতে ৭৪ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে বাংলাদেশে দায়েরকৃত তারিখবিহীন একটি দেওয়ানী মামলার আরজী ছেপে দেয়া হয়েছে। এরই অধীনে ৭৭ নম্বর পৃষ্ঠায় ক্রমিক ৬-এ মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তাঁর অনুসারী ১-৬ নং বিবাদী তথা কাদিয়ানী সম্প্রদায় কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতের অক্ষর, বাক্যের পরিবর্তন ও বিকৃত করার যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও বানোয়াট। আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পবিত্র কুরআনের কোন অক্ষর বা কোন আয়াত পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে না এবং পবিত্র কুরআন শরীফের প্রত্যেকটি শিক্ষা, অক্ষর ও আয়াত যথার্থভাবে পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। উল্লেখিত আয়াতগুলোর কোনটিতে কোন ধরনের বিকৃতি কেউ সাব্যস্ত করতে পারবে না। তাছাড়া এ উদ্ধৃতিতে পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আল্ ফিলের ২৯ নম্বর আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সূরা ফিলের মাঝে ২৯টি আয়াতই নেই! তাই এই পুস্তিকার প্রকাশকরা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থে এবং দেশে সাম্প্রদায়িক বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই মিথ্যাচার করেছেন বলে প্রতিয়মান হয়।

মিথ্যা, বানোয়াট অভিযোগগুলোর মাত্র কয়েকটি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করে আমরা আবার মূল বিষয়ে ফিরে যাচ্ছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক 'প্রকাশকের কথা' শিরোনামে আরো উল্লেখ করেছেন: "মুসলমানদের ঈমান-আমলের হেফাজতকল্পে 'কাদিয়ানীবাদের শবযাত্রা' বইটি একটি বিশ্বস্ত 'গাইড-বুক' হিসেবে কাজ করবে এবং বিভ্রান্ত কাদিয়ানীদের নানামুখী অপতৎপরতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে এটি প্রভূত অবদান রাখবে বলে আমরা আশা করি।"

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী! উপরোক্ত বক্তব্যটি কি আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য উস্কানী নয়? আরো দুঃখের বিষয় হলো, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহা পরিচালক এই বইয়ের মুখবন্ধে 'মহা পরিচালকের কথা'-র মাঝে উল্লেখ করেছেন: "'কাদিয়ানীবাদের শবযাত্রা' শীর্ষক বইটি ভ্রান্ত কাদিয়ানী মতবাদের লাশের কফিনে এক সুতীক্ষ্ণ পেরেক। এই বইটিতে কাদিয়ানীদের মতবাদের ভ্রান্ততা ও অসারতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এটি আসলে কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের একটি ঐতিহাসিক রায়।" প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানী আদালতের রায় কার্যকর করার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার কি এই মহাপরিচালককে প্রদান করেছেন? এদেশের কোন সরকারী কর্মকর্তা কি তার দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে এহেন উস্কানীমূলক ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রদান করতে পারেন? আমরা এ কোন্ বাংলাদেশে বাস করছি?

অতএব সম্মানিত প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'কাদিয়ানীবাদের শবযাত্রা' নামক মিথ্যা তথ্য সম্বলিত ও বিভ্রান্তিকর পুস্তিকা প্রকাশনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দেশীয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

ওয়াস্‌সালাম-
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের পক্ষে,

১৬.১০.১১

এ.এস.এম জহুরুল হোসেন
(সেক্রেটারী)

4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh. Tel: 880-2-7300808 Ext. 100 Cell: 880-1711-646373

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ-এ সিরাতুন নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ২১-১০-২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ সিরাতুন নবী (সা.) মাহফিল অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে সাফল্যজনকবঅবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মঈন উদ্দিন আহমদ, আমীর আহমদীয়া মুসিলম জামাত নারায়ণগঞ্জ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহতরম মোবাশ্‌শের-উর-রহমান, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মোহতরম শাহাব উদ্দিন আহমদ, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। মোহতরম মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। মোহতরম আবুল খায়ের নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন মোহতরম হাফেজ আবুল খায়ের, মোয়াল্লেম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। উক্ত অনুষ্ঠানে উর্দু ও বাংলা নযম পেশ করেন জনাব ফালাউদ্দিন আহমদ, জনাব ওমর আহমদ আদর। অত:পর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহতরম মঈন উদ্দিন আহমদ, আমীর, আহমদীয়া মুসিলম জামাত নারায়ণগঞ্জ। বক্তৃতা পর্বে মোহতরম ডা: মুজাফ্‌ফর উদ্দিন আহমদ, রাসূল করীম (সা.) এর উচ্চ মোকাম ও রাসূল করীম (সা.)-এর ভালোবাসায় হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এ বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করেন। বিশেষ বক্তা মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ "বিশ্ব শান্তি ও মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)" এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ব বক্তব্য পেশ করেন। অত:পর মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

পরিশেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মোহতরম মোবাশ্‌শের-উর-রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ তাঁর সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে এই বরকতময় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৩০ জন সদস্য সদস্যা এবং ৪৫ জন বিশেষ মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

নাজমুল আলম রোমেল

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সৈয়দপুর চড়াই খোলা হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২২/১০/২০১১ রোজ শনিবার বিকাল ৫-৩০ মি: থেকে রাত ৯-৩০ মি: পর্যন্ত সৈয়দপুর জামা'তের চড়াইখোলা হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রেসিডেন্ট জনাব মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত জলসায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. আসলাম আহমদ, মোয়াল্লেম চড়াইখোলা, দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব জামাল উদ্দিন প্রামানিক। স্বাগত বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব আবুল কাশেম, রিশতানাতা সেক্রেটারী বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান ও মর্যাদা এবং সীরাত নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. আসলাম আহমদ, মোয়াল্লেম, মৌ. মাহমুদুল হাসান মিনহাজ মোয়াল্লেম, মৌ. আব্দুস সালাম-১ মোয়াল্লেম। উক্ত জলসায় ২৫ জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ স্থানীয় আহমদী ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সার্বিক সহযোগিতায় সৈয়দপুর জামা'তসহ স্থানীয় হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব আমজাদ হোসেন চৌধুরী বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পরিশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আমজাদ হোসেন চৌধুরী

দোয়ার এলান

আমাদের বড় মেয়ে আতিয়াতুল হাই জুঁই সম্প্রতি অনুষ্ঠিতব্য ৩০তম বি.সি.এ চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষা ক্যাডারে মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তার সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্যের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ভগ্নির নিকট আন্তারিক দোয়ার জন্য আবেদন করছি।

বাবুল আহমদ চৌধুরী
ও
হামিদা বেগম
শান্তিনগর, ঢাকা

জেরে তবলীগ মেহমানদের নিয়ে তবলীগ সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৫/১০/২০১১ তারিখ বাদ জোহর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উদ্যোগে এক তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তবলীগি সেমিনারে অত্র অঞ্চলের ১৮ জন জেরে তবলীগ মেহমান উপস্থিত থাকেন। বাদ জোহর থেকে আসর পর্যন্ত সভা চলে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মঞ্জুর হুসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। জেরে তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, মোহতরম আমীর সাহেব। মুরব্বী, মোয়াল্লেম ও দায়ী ইলল্লাহ্ আলমগীর কবির, কলিম ও খন্দকার সাইদ আহমদ সাহেব। জেরে তবলীগ মেহমানগণ ভাদুগর, লালপুর ও চারগাছ অঞ্চলের সদস্য। আগত মেহমানদের আপ্যায়ন করানো হয়।

সেক্রেটারী তবলীগ, আ. মু. জা. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

ঘাটুরা'র উদ্যোগে ১৭তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১১ অনুষ্ঠিত

গত ২০ ও ২১ অক্টোবর ২০১১ তারিখ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২দিন ব্যাপী ১৭তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল নাযেম জনাব এ, বি, এম শফিউল আলম বরকত। উদ্বোধনী অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রশিদ মিয়া এরপর সভাপতি আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন। নযম পাঠ করেন এস, এম নঈম উল্লাহ্। সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন এরপর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব রহিম আহমদ হাজারী, নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন জনাব শেখ মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম ও মওলানা নওশাদ আহমদ মুবাশ্বের মুরব্বী। এরপর প্রতিযোগিতার পর্ব শুরু হয়। কুইজ ও পয়গমে রেসানীর মাধ্যমে স্মৃতি শক্তি পরীক্ষা (বয়ুর্গদের নাম মুখস্থ) নেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ২১ অক্টোবর শুক্রবার সকালে পতাকা উত্তোলনের পর প্রতিযোগিতা পর্বে ছিল কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা নযম শিক্ষা দ্বিনী মালুমাত পরীক্ষা ও খেলাধূলা ইত্যাদি। বিকেল ৩ টায় সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব শেখ মোশারফ হোসেন (সাবেক রিজিওনাল নাযেম)। আনসারদের মধ্য থেকে প্রথম স্থান অধিকারী জনাব মোবারক উদ্দিন কুরআন তেলাওয়াত করেন ও নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম, নঈম উল্লাহ্ ইজতেমা কমিটির সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ দুলাল মিয়া শুকরানা জ্ঞাপন করেন। পরে স্থানীয় মোয়াল্লেম এনামুল হক রনি আনসারুল্লাহদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মজিবুর রহমান লস্কর সাহেব নসিহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ আহাদ পাঠ, দোয়া এবং পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। উক্ত ইজতেমায় ৩৩ জন আনসারদের মধ্যে ৩০ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ দুলাল মিয়া

চাঁনতারা জামা'তে আমাদের শিক্ষা পুস্তকের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৯/০৮/২০১১ তারিখ বাদ জুমুআ মসীহ্ (আ.)-এর বিখ্যাত পুস্তক কিশ্‌তিয়ে নূহ্ এর অংশ আমাদের শিক্ষা পুস্তকের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রোযার শুরু থেকেই শিক্ষিত খোদ্দামদেরকে উক্ত বই পড়ার জন্য নির্দেশ দান এবং ভাল বক্তাদেরকে পুরস্কার দানের আশ্বাস এবং বক্তৃতা মুখস্ত দিতে হবে বলা হয়। যথারীতি খাদেমরা প্রস্তুতি নিতে থাকে স্থানীয়ভাবে কিছু পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাবিবুর রহমান। নযম পাঠ করেন জনাব সাইফুল ইসলাম (সেক্রেটারী মাল)। অত:পর উল্লেখিত বইয়ের পার্ট নিয়ে বক্তাগণ মুখস্ত বক্তৃতা দান করেন। জনাব তাহের আহমদ, জনাব হোসেন আহমদ, জনাব ফাহিম আহমদ, জনাব রিপন আহমদ, জনাব হাবিবুর রহমান, জনাব সাইফুল ইসলাম। পরিশেষে মিজানুর রহমান মোয়াল্লেম উল্লেখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর সভাপতির সমাপ্তি ভাষণের পর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩২ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বইয়ের উপর প্রতিমাসেই সেমিনার করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

শামসুল হক

ঈদ পুণর্মিলনী

গত ৩রা অক্টোবর চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে ঈদ পুর্ণমিলনী অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ইশরাত জাহান উর্মি ঈদ পূর্ণমিলনী বিষয়ে বলেন। একটি কোরাশের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি কর হয়। শেষ পর্বে নাসেরাতের সামান্য খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবা ঈদ পূর্ণমিলনীর উপর সামান্য কিছু আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে আমরা লাজনা বোনেরা বাসা থেকে নাস্তা তৈরী করে এনেছিলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে জেরে তবলীগসহ ১০০ জন উপস্থিত ছিলাম।

রোকশানা বেগম

৩য় বার্ষিক ওয়াকফে নও ক্লাস ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৫/০৯/২০১১ তারিখ হতে ২৯/০৯/২০১১ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী ক্লাস ও ৩০/০৯/২০১১ তারিখ ৩য় ওয়াকফে নও সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরার উদ্যোগে ঘাটুরা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় ২৫/০৯/২০১১ তারিখ বাদ মাগরীব ৫ দিন ব্যাপী ক্লাসের উদ্বোধন করেন মোস্তাক আহমদ খন্দকার, সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। ৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ৩য় বার্ষিক সম্মেলন এর উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম হালিম আহমদ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও ও বক্তব্য রাখেন সহ: ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব নঈম উল্লাহ্। ৫ দিন ব্যাপী শিশুদের ক্লাসে শিক্ষক ছিলেন জনাব এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম, মোস্তাক আহমদ খন্দকার ও উজ্জল আহমদ। ক্লাস শেষে ওয়াকফে নওদের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত ক্লা ও সম্মেলনে অত্র জামা'তের ২০ জন ওয়াকফে নও ১০ জন পিতামাতা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ক্লাসে স্থানীয় জামা'ত সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে।

এস, এম, নঈম উল্লাহ্

বিজ্ঞপ্তি
তালীম দপ্তর থেকে
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালীম দপ্তর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছরে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১১ সালে) ঘোষিত ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আগামী ২০১২ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় পুরস্কার প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামাতে আমীর/পেসিডেন্ট/মুরব্বী/ মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার সন্তান যদি এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১২ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে না।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালীম

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া
খুলনার ৩০তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

খুলনা রিজিয়নের রিজিয়নাল কায়েদ জনাব জি এম মোশফিকুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার নায়েব আমীর জনাব আহসান জামীল ও মুরব্বী জনাব খোরশেদ আলম উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর খোদ্দাম ও আতফালদের দ্বীনি মালুমাত লিখিত পরীক্ষা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২১ অক্টোবর বা জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচী আরম্ভ হয়। বাদ ফজর ফুটবল খেলা ও কুরআন তেলাওয়াত, বাংলা নযম, উর্দু নযম, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও একক খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়।

জুমুআর নামাযের পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, খুলনা রিজিয়নের রিজিয়নাল কায়েদ জনাব জনাব জি এম মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নায়েব আমীর জনাব আহসান জামীল। ইজতেমায় ১২ জন আতফাল ও ১৭ জন খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ৫ জন আনসার সদস্য উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহ প্রদান করেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারক থেকে ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করেন।

এন এ শাহীন আহমদ

‘মুসলিম ঐক্য ও সংহতির একমাত্র পথ খেলাফত’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৯/১১/২০১১ইং তারিখে বকসীবাজারস্থ দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সের লাইব্রেরী রুমে দাঈ ইলাল্লাহদের উদ্যোগে ‘মুসলিম ঐক্য ও সংহতির একমাত্র পথ খেলাফত’ শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মিনহাজুর রহমান (দাঈ ইলাল্লাহ)। দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব তাসাদ্দক হোসেন এবং মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন লন্ডন থেকে আগত মেহমান, বাংলা ডেস্ক’র কর্মকর্তা জনাব মওলানা তারেক মোবাশ্বের। উক্ত সভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খাঁন চৌধুরী,মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত বাংলাদেশ। উক্ত সভায় মোট ৫০ জন জেরে তবলীগ মেহমান উপস্থিত ছিলেন। সভায় দাজ্জাল, খেলাফত, আহমদীয়া, ঈসা (আ.) এর মৃত্যুসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। সভাটি বাদ মাগরিব শুরু হয় এবং রাত ১১টায় শেষ হয়। অবশেষে মাওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি করেন।

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন: “আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **‘খাতামান্ নবীঈন’** ও **‘খায়রুল মুরসালীন’** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা’লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।”

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

بسم الله الرحمن الرحيم

MTA INTERNATIONAL

"সত্যের সন্ধানে" - ত্রয়োদশ পর্ব

নভেম্বর ২৪ থেকে ২৭, ২০১১ : প্রতিদিন রাত ৮:৩০ মিঃ থেকে

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته সরাসরি সম্প্রচারিত বাংলা প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান "সত্যের সন্ধানে" এর ত্রয়োদশ পর্ব ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে ২৭ নভেম্বর, ২০১১, রবিবার পর্যন্ত চলবে, ইনশাল্লাহ।

অনুষ্ঠানের সময়সূচী নীচে প্রদান করা হলোঃ

বার ও তারিখ	বাংলাদেশ সময়	স্থায়ীত্ব
বৃহস্পতিবার, ২৪/১১/২০১১	রাত ৮: ৩০ থেকে	২ ঘন্টা
শুক্রবার, ২৫/১১/২০১১	রাত ৮: ৩০ থেকে	দেড় ঘন্টা
শনিবার, ২৬/১১/২০১১	রাত ৮: ৩০ থেকে	২ ঘন্টা
রবিবার, ২৭/১১/২০১১	রাত ৮: ৩০ থেকে	২ ঘন্টা

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা:

***Telephone** : 00-44-208-687-8010*
***FAX** : 00-44-208-687-8037*
***E-mail** : sslive@mta.tv*

এমটিএ ডিশ সংযোগ না থাকলে ইন্টারনেটে দেখুনঃ **www.mta.tv**
নিজেরা সপরিবারে দেখুন, মেহমান,আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেখান ও প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করুন।
অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য দোয়া জারি রাখুন।

ইন্টারনেটে এম টি এ দেখার নতুন নিয়মঃ

(১) **www.mta.tv** লিখে ক্লিক করুন,

(২) পাশের ছবির ন্যায় পাতা এলে খয়েরী বর্ডারের ভিতর হলুদ কালিতে লিখা **Please click here for our live streaming services** এ ক্লিক করুন

(৩) **Live MTA Streaming** লিখা টিভির মত একটা কাল পর্দা এলে নিচে কোনে তীর চিহ্নে ক্লিক করে আপনার পছন্দনীয় ভাষার চ্যানেল ও ইন্টারনেট স্পিড নির্বাচন করে ক্লিক করুন এবং পাশের **Play** বোতাম টিপুন।

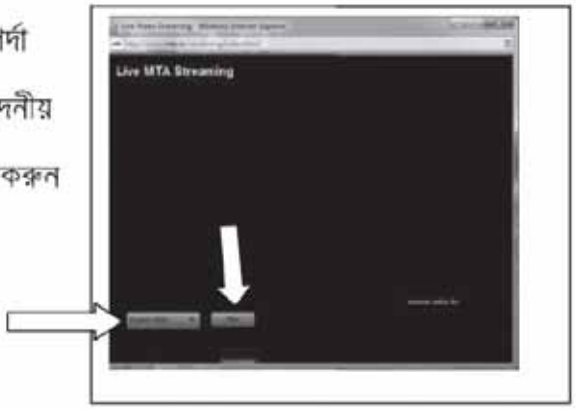

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

তারিখ	*ডিসেম্বর ২০১১ বাংলা অনুষ্ঠান সূচী* *(বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টার পর থেকে)*
১ ডিসেঃ - ৭ ডিসে/১১ বৃহঃ থেকে বুধবার	সত্যের সন্ধানে - ত্রয়োদশ পর্বের পুণঃপ্রচার, ৭ দিন (প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে)।
URDV 495 (Repeat) ১০ ডিসে/১১, শনিবার	বক্তৃতাঃ "আপত্তির খন্ডন- শেষ নবী প্রসঙ্গ" - আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, ৮১তম জলসা সালানা- ২০০৫; লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তর - মুফতী মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন, জলসা সালানা, সুন্দরবন, ২০১১
URDV 502 (Repeat) ১২ ডিসে/১১, সোমবার	(১) পুস্তক আলোচনাঃ "আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব" পর্ব-৪, এবারের ব্যক্তিত্বঃ মরহুম খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরীঃ আলোচকঃ অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, জাহাঙ্গীর বাবুল ও জাফর আহমদ; (২) প্রতিবেদনঃ সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা- চট্টগ্রাম।
URDV 503 (Repeat) ১৩ ডিসে/১১,মঙ্গলবার	(১) দরসে মলফুযাত, পর্বঃ ৩ - আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; (২) বক্তৃতাঃ আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে গণসংযোগের গুরুত্ব - মাওলানা বশিরুর রহমান; (৩) আলোচনাঃ ইসলামে মালী কুরবানীর গুরুত্বঃ হাফেয আবুল খায়ের ও মোয়াল্লেম আমীর হোসেন।
URDV 504 (Repeat) ১৪ ডিসে/১১, বুধবার	(১) আলোচনাঃ "আমি কেন আহমদী হলাম ?" পর্ব - ৬, অংশগ্রহনেঃ মোয়াল্লেম বশির আহমদ ও বি, কে, চৌধুরী; (২) প্রতিবেদনঃ "কক্সবাজারের শুটকী পল্লী"।
URDV 505 (Repeat) ১৭ ডিসে/১১, শনিবার	(১) পুস্তক আলোচনাঃ "আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব" পর্ব-৫, এবারের ব্যক্তিত্বঃ মরহুম থেকিম আবু তাহের সাহেবঃ আলোচকঃ অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, জাহাঙ্গীর বাবুল ও জাফর আহমদ; (২) বক্তৃতাঃ "সীরাতুন্নবী (সাঃ)" - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।
URDV 498 (Repeat) ১৯ ডিসে/১১,সোমবার	সাক্ষাৎকারঃ যুক্তরাজ্য জামেয়ার চার প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র- আব্দুল কুদ্দুস, ইব্রাহিম আহমদ, জাকারিয়া শেখ ও আতা-এ-রাব্বি হানী। সাক্ষাৎকার গ্রহনে - আহমদ তবশির চৌধুরী।
URDV 499 (Repeat) ২০ ডিসে/১১,মঙ্গলবার	"কোন কাননের ফুল" - একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীর আহমদীয়াত গ্রহন ও তার উপলব্ধি নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ; ফতুল্লাহ জামা'তের শিশুদের নিয়ে ধর্মীয় সাধারন জ্ঞানের অনুষ্ঠান - পরিচালনায়ঃ হাফেজ আবুল খায়ের।
URDV 507 (New) ২১ ডিসে/১১,বুধবার	(১) দরসে মালফুযাত - পর্বঃ ৪; (২) পুস্তক আলোচনাঃ "আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব" পর্ব-৬, এবারের ব্যক্তিত্বঃ মরহুম প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেব, আলোচকঃ অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, জাহাঙ্গীর বাবুল ও জাফর আহমদ; (৩) প্রামাণ্য প্রতিবেদনঃ ঘুরে আসি হিমছড়ি ও ইনানী সমুদ্র সৈকত।
URDV 508 (New) ২৪ ডিসে/১১, শনিবার	(১) আলোচনাঃ "আমি কেন আহমদী হলাম ?" পর্ব - ৭, অংশগ্রহনেঃ এ কে এম আতাউর রহমান ও আবুল হাশেম বীর প্রতীক; (২) প্রামাণ্য প্রতিবেদনঃ পুরুলিয়ায় সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা।
URDV 509 (New) ২৬ ডিসে/১১,সোমবার	(১) দরসে মলফুযাত, পর্বঃ ৫ - আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; (২) আলোচনাঃ "সীরাতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) পর্বঃ ৮- মাওলানা জাফর আহমদ; (৩) বক্তৃতাঃ শিক্ষার গুরুত্ব - মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ।
URDV 510 (New) ২৭ ডিসে/১১,মঙ্গলবার	(১) একজন প্রবীন ও বর্ষীয়ান আহমদী ডাঃ আব্দুর রশিদ সাহেবের সাক্ষাতকার; (২) বক্তৃতা - মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, বার্ষিক ইজতেমা, মজলিস আনসারুল্লাহ- ২০০৮।
URDV 511 (New) ২৮ ডিসে/১১, বুধবার	"প্রজন্ম ভাবনা" পর্বঃ ৭, এবারের বিষয়ঃ "বন্ধুত্ব ও অবাধ মেলা-মেশা", প্যানেলঃ ডাঃ নূর এম আলাল, অধ্যাপিকা ফারজানা জেবীন খান ও মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সঞ্চালক- অধ্যাপক নাজমুল হক, অংশগ্রহণে- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের আহমদী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।
URDV 512 (New) ৩১ ডিসে/১১, শনিবার	(১) দরসে মলফুযাত, পর্বঃ ৬ - আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; (২) শুদ্ধরূপে কুরআন শিক্ষা - পরিচালনায়ঃ মসিহুর রহমান, অংশগ্রহনে - আমের, ফাহিম ও আকাশ; (৩) বক্তৃতাঃ নেযামের প্রতি আনুগত্য - মঞ্জুর হোসেন।

বিঃদ্রঃ **প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টা** - হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস (আইঃ) জুমুয়ার খুতবা সরাসরি সম্প্রচার; খুতবার পর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান । **প্রতি বৃহঃস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টা** - হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার । **প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ টা** - কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান ।২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর, ২০১১ জলসা সালানা, কাদিয়ান।

এমটিএ দেখুন, এমটিএ দেখাকে অভ্যাসে পরিণত করুন নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন

হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার সরাসরি বাংলা সম্প্রচার সহ *MTA* দেখুন ইন্টারনেটেঃ
http://www.mta.tv

অনুষ্ঠান বিষয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শ পাঠানঃ আহমদ তবশির চৌধুরী , ইনচার্জ, এম টি এ, বাংলাদেশ স্টুডিও।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। Email: atabshir@hotmail.com

New Vol. No. 74 | 9th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15 November, 2011 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

তৃতীয় শাখা এখন গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
ওয়ান্ডারল্যান্ড, গুলশান
(পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে)।
রোড-১০৩, গুলশান-২
মোবাইল: ০১৯১৩৯৪১৩৯২

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন